৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ২০ মাঘ – ২৬ মাঘ, ১৪২৯ ঃ ৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 16, 4 February - 10 February, 2023 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

বাজেট বিশ্লেষণ

২এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : একবার চিঠি দিয়ে ফল না মেলায় অমর্ত্য

সেনকে ফের চিঠি দিয়ে ১৩ ডেসিমেল জমি ফেরত দিতে বলল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। না হলে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে।

রবিবার : রাজ্যে তিনটি নতুন বস্ত্র তালুক বা টেক্সটাইল

পার্ক তৈরির সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন। শালবনি, দুর্গাপুর ও আসানসোলে জমি দেখা শুরু হয়েছে। এছাড়াও হাওড়ার টেক্সটাইল পার্কের এলাকা বাড়ানো হবে। আশা করা হচ্ছে প্রচুর বিনিয়োগ আসবে, কর্মসংস্থান হবে।

সোমবার : অনূর্ধ ১৯ মেয়েদের টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের প্রথম

বিশ্বকাপেই বাজিমাত ভারতের। ১৪ ওভারে নির্ধারিত রান তুলে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপ যেতে ভারতের মেয়েরা। রিচা ঘোষ ও তিতাস সাধুরা এই জয়ী ভূমিকা নিতে সম্মান বাড়িয়েছে বাংলার।

মঙ্গলবার : নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে উঠে এল এক অভিনেত্রীর

প্রসঙ্গ। কে ইনি তার নাম জানাতে ইডিকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গাঙ্গুলি।

বুধবার : আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স

পেতে দালালচক্র ও দপ্তরের অসাধু কর্মীদের খপ্পরে পড়েননি এমন আবেদনকারী কমই আছেন। এবার দালাল রাজের অবসান করতে অনলাইনেই লাইসেন্সের লিংক মিলবে। এছাড়াও আরও ১৪০ টি পরিষেবার কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার : পেশ হল কেন্দ্রীয় বাজেট। মিলল নতুন করে

আয়কর ছাড়। বরাদ্দ বাড়ল আবাস সহ বেশ কিছু কেন্দ্রীয় প্রকল্পে। বিরোধীরা অবশ্য সমালোচনা করতে ছাড়েনি বাজেটের।

শুক্রবার : হঠাৎই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শনে

আসেন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের ১২ জন প্রতিনিধিদল। ঘুরে দেখেন বিভিন্ন বিভাগ ও ওয়ার্ড। কথা বলেন চিকিৎসক ও রোগীদের সঙ্গে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

রাজ্য জুড়ে গুছিয়ে নেওয়ার তোড়জোড়

কেন্দ্রীয় পরিদর্শন

সোনারপুরে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল–নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : পুষ্টিকর খাবার দিয়ে শিশুদের স্কুলে আনতে এবং স্কুলছুট কমাতে সারা দেশে ১৯৯৫ সালে চালু হয়েছিল মিড ডে মিল প্রকল্প। আজ স্কুল থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র সর্বত্র বিস্তার লাভ করেছে এই জনপ্রিয় প্রকল্প। বিপুল অর্থ বরাদ্দ হয় মিড ডে মিল প্রকল্পে। স্বভাবতই এই প্রকল্প এখন রাজনীতির হাতিয়ার। আর এই রাজনীতির হাত ধরেই মিড ডে মিল নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলছে মহা সোরগোল। রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় দলের পরিদর্শন।

বেশ কয়েক বছর ধরে মিড ডে মিল প্রকল্প নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই এ রাজ্যে। মানে–পরিমানে গন্ডগোল, পুষ্টি–পরিচ্ছন্নতার অভাব প্রভৃতি নানা অভিযোগে বিদ্ধ পশ্চিবঙ্গের মিড ডে মিল প্রকল্প। এমনকি অভিযোগ পেয়ে হিসাব চেয়ে না পেয়ে বরাদ্দ অনুমোদন বন্ধ করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। মুখ্যমন্ত্রী টাকা দেওয়ার দাবী জানিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন সর্বত্র। অবশেষে কেন্দ্রীয় দল এ রাজ্যে এসে সরেজমিনে দেখতে শুরু করেছে প্রকল্পের প্রকৃত অবস্থা। দক্ষিণবঙ্গ থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গ ঘুরে কলকাতায় পরীক্ষা শুরুর অপেক্ষায় কেন্দ্রীয় দল।

বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের প্রতিনিধিরা জানাচ্ছেন যে জেলাতেই গিয়েছে কেন্দ্রীয় দল সেখানেই পরিচ্ছন্নতার নোটিশ গিয়েছে স্কুলে স্কুলে। সারা বছর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বালাই না থাকলেও পর্যবেক্ষণ চলাকালীন রাঁধুনিদের গ্লাভস, মাস্ক, অ্যাপ্রন পরার নির্দেশ এসেছে ডিআই অফিস থেকে। এমনকি এতদিন প্রকল্পের লোগোর তলায় কেন্দ্রের কোনো উল্লেখ না থাকলেও এখন তড়িঘড়ি লোগোর তলায় 'পিএম পোষণ' লেখবার নির্দেশ এসেছে স্কুলে স্কুলে। কোথাও কাঁচা হাতে লিখে, কোথাও কাগজের ক্ষনস্থায়ী স্টিকার দিয়ে কোনোরকমে মুখরক্ষার চেষ্টা চলেছে। এত কিছু করেও অবশ্য বেশিরভাগ জায়গাতেই বেরিয়ে পড়েছে ফাঁক ফোকর। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আলিপুরে এসে প্রথমে জেলার অধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিরা। এরপর জেলার বিভিন্ন জায়গায় যায় কেন্দ্রীয় দল। বিষ্ণুপুরের কয়েকটি স্কুলে ঘোরেন তারা। সোনারপুর থেকে আমাদের প্রতিনিধি সুব্রত মন্ডল জানাচ্ছেন সেখানকার কালিকাপুর বাসন্তী দেবী বালিকা বিদ্যালয় ও আচার্য্য প্রফুল্ল নগর অতুল কৃষ্ণ রায় বিদ্যায়তন ফর গার্লস স্কুলে যায় কেন্দ্রীয় দল। সেখানে খাবারের গুণগত মান বজায় রাখতে এবং আরও বেশি পড়ুয়াকে যুক্ত করতে পরামর্শ দেয় ১২ জনের কেন্দ্রীয় দল। জলপাইগুড়িতেও বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে মিড ডে মিলের পরিস্থিতি দেখেন প্রতিনিধিরা। তবে কোন কোন স্কুলে যাবেন পরিদর্শনের দিন সকালের আগে জানাননি তাঁরা। এমনকি পরিদর্শনের পরও কোন মন্তব্য করেন নি প্রতিনিধিরা। জানিয়েছেন পরিদর্শন শেষে রিপোর্ট পাঠানো হবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে।

এরই মধ্যে নামখানা থেকে আমাদের প্রতিনিধি অমিত মন্ডল জানাছেন, গত বৃহস্পতিবার দিনভর কাকদ্বীপের নারায়ণপুর তৃতীয়ঘেরির বিজয় মহেশ্বরী প্রাইমারি স্কুলে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা প্রধান শিক্ষকের অবৈধ সম্পর্ক ও পর্যাপ্ত খাবার না দেবার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখান।

সব মিলিয়ে গত সপ্তাহ রাজ্যে সংবাদ জগতে দাপিয়ে বেড়ালো মিড ডে মিল প্রকল্প। চলতি পরিদর্শনের পর কেন্দীয় দলের রিপোর্ট এ রাজ্যের রাজনীতিতে কতটা নাড়া দেবে তার দিকেই তাকিয়ে সবাই।

বাংলায় ফের কুম্ভমেলা

প্রিয়ম গুহ

গঙ্গা–যমুনা–সরস্বতী নদীর সংঙ্গমে অবস্থিত মুক্তবেণী ত্রিবেণীর এর তীরেই ঋষিগণেরা সাধনা করে মোক্ষলাভ করেছিলেন। এই ত্রিধারা সংঙ্গম স্থলে ৭০৩ বছর আগে পর্যন্ত পবিত্র কুম্ভ ও মেলা হতো। এই মহাকুম্ভে ভারত শ্রেষ্ঠ ঋষিগণ অংশগ্রহণ করতেন। স্নান করে পুণ্য অর্জন করে এই ভূমিকে পবিত্রতায় পূর্ণ করে তুলেছেন। এই পবিত্র মুক্তবেণী ত্রিবেণী অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলা সংলগ্ন বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে। ত্রিবেণী কুম্ভ পরিচালন সমিতির পক্ষ থেকে গত বছরে হারিয়ে যাওয়া কুম্ভ স্নান ও মেলা আবার শুরু হয়। গত বছর স্বল্প পরিসরে হলেও এবছর তারা কুম্ভ মেলাকে আবার আগের গরিমায় ফিরিয়ে নিয়ে আসছে। কুম্ভ মানে মিলন ক্ষেত্র। শাস্ত্রীয় মতে বিভিন্ন কুম্ভর প্রচলন আছে এবং সেই শাস্ত্রীয় শ্লোক ও মত অনুযায়ী ত্রিবেণীর এই কুম্ভ স্নান ১৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হবে মাঘী সংক্রান্তির দিন। এই সংগঠনের সভাপতি স্বামী পরমাত্মানন্দজী

মহারাজ বলেন, সূর্য যখন কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করে এবং সেই সাথে চন্দ্র থাকে কুম্ভের স্থানে আর বৃহস্পতি বৃশ্চিক রাশিতে তখনই হয় মহাকুম্ভ যোগ। তাই আমরা বলে থাকি পূর্ণ কুম্ভ বা মহাকুম্ভ এবং শাস্ত্রীয় মতে ত্রিবেণীতে যে স্নান হবে সেই দিনেও এরপর দুয়ের পাতায়

রেলের বহু জমি ও কোয়ার্টার বহিরাগতর দখলে

মলয় সুর

দেশের অন্যতম বড় জমিদারের নাম হল ভারতীয় রেল। রেলের হাতে ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৫৮৮ হেক্টর জমি রয়েছে। তার মধ্যে ৪৭ হাজার ৩৩৯ হেক্টর হল খালি জমি, যার ওপর দিয়ে রেল লাইন যায়নি বা কোনও নির্মাণ হয়নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই ৯৩৯ হেক্টর জমি জবরদখল হয়ে গিয়েছে। বাকি খালি জমি নিয়ে রেলের খুব একটা হেলদোল নেই। এর আগে সংসদীয় কমিটি পাঁচিল তুলতে খরচ হবে ২৭৯৬ কোটি। স্বাভাবিকভাবে এত টাকা দিয়ে পাঁচিল তোলা সম্ভব নয়। তাই পরের প্রস্তাব ছিল, কোনও না কোনওভাবে জমিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা। সে কাজও এগোয়নি। প্রসঙ্গত, যে জমি রেলের হাতে আছে তার রেকর্ডও ঠিক ভাবে রাখছে না রেল। এর জন্যই অনেক সময়ই মামলায় রেলকে নাস্তানাবুদ হতে হয়।

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির রিপোর্টে রেলের জমি নিয়ে এই বেহাল অবস্থার কথা উঠে এসেছে।

রেলমন্ত্রককে বলেছিল, রেলের জমি পাঁচিল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে। মন্ত্রী তাতে সম্মতও হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল ২০১৪–১৫তে ১০২ কিলোমিটার, তারপরের দুই বছরে ১৯৩ ও ১২৯ কিলোমিটার জমিতে পাঁচিল দেওয়ার কাজ হয়েছে। রেলের জমি রয়েছে ৩৪৫৫ কিলোমিটার। সব জায়গায় যতদিন আলাদা করে রেল বাজেট পড়া হতো, ততদিন প্রতিবছরই বাজেটের সময় বাড়তি রাজস্ব আদায়ের জন্য রেলের বাড়তি জমির ব্যবহার নিয়ে অনেক কথা বলা হত। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ফেলে রাখা জমি নিয়ে রেলের গয়ংগচ্ছ মনোভাব রয়েছে। যেমন রেল বোর্ড নির্দেশের এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তর ২৪ পরগনা সীমান্তে তল্লাশি

পেটে সোনার বিস্কুটের হদিশ

কল্যাণ রায়চৌধুরী

৩০ জানুয়ারী, ২০২৩ তারিখে, দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের অধীন ১১২ ব্যাটালিয়নের সীমা চৌকি আমুদিয়ার সতর্ক জওয়ানরা ০৮ টি সোনার বিস্কুট সহ এক চোরাকারবারীকে আটক করেছে যখন সে সেগুলি শরীরের গহ্বরে (মলদ্বারে) লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। জব্দ করা সোনার বিস্কুটের ওজন ৯৩২ গ্রাম এবং যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৫৪,৭৮,৮৫৫/– টাকা। ধৃত পাচারকারীর পরিচয় – মাদাই মন্ডল, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।

কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আমুদিয়া গ্রামের দিকে যেতে দেখেন। জোয়ানরা তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থামায়। যখন তাকে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছিল, তখন তার তলপেটের কাছে থেকে বিপ বিপ শব্দ আসতে থাকে। যখন জোয়ানরা তাকে জিজ্ঞাসা করে যে সে তার তলপেটে

এক্সরে প্লেটে ধরা পড়ল সোনার বিস্কুট

কোন ধাতু লুকিয়ে রেখেছে কি না, তখন সে অস্বীকার করে। তাড়াতাড়ি করে তাকে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে চিকিৎসকরা তার এক্স–রে করেন। এরপর মেডিকেল রিপোর্টে তার পেটে ০৮ টি সোনার বিস্কুট পাওয়া যায়। এরপর দুয়ের পাতায়

অবৈধ পানীয় জলের কারখানায় ইবি'র হানা, গ্রেপ্তার মালিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : জল হল মানুষের জীবনধারণের এক অন্যতম উপাদান। সেই জল নিয়েও জালিয়াতি ও ধরপাকড়ের ঘটনার খবর প্রায়শই উঠে আসে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে। সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগণার দত্তপুকুর থানায় ও কাশিমপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেবীপুরে এমনই একটি বেআইনী পানীয় জলের কারখানা খবরে এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ এবং জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকীরা যৌথভাবে অভিযান চালায় এই কারখানাটিতে। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে না পারায় পানীয় জলের কারখানাটি সিল করে দেওয়া হয়। এবং কারখানা থেকে জলের জার, বোতল, লেবেল, ছিপি বাজেয়াপ্ত করেছে জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে কারখানার মালিককে। পুলিশ জানিয়েছে, জলের কারখানার মালিকের নাম বিপ্লব নন্দী। জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ সূত্রে জানা গিয়েছে, দত্তপুকুরের দেবীপুরের বাসিন্দা বিপ্লব নন্দী তার নিজের বাড়িতেই কয়েক বছর ধরে একটি পানীয় জলের কারখানা চালাচ্ছিলেন। সেখানে শুধু রিজার্ভারে ভর্তি জল পাইপের মাধ্যমে জার এবং সমস্ত বোতলে ভরা হয়। এরপর পাঁচশো মিলিলিটার, এক লিটারের বোতল ও কুড়ি লিটারের জারে কোম্পানির লেবেল লাগিয়ে সেই জল খোলা বাজারে পাঠাতেন বিপ্লব নন্দী। পানীয় জলের কারখানাটি বেআইনি বলে সম্প্রতি ডিইবি–র আধিকারিকরা এরপর দুয়ের পাতায়

মাঘী স্নানে জমে উঠেছে গঙ্গাসাগর

কুনাল মালিক

এবার গঙ্গাসাগর মেলায় পুণ্যার্থীর সংখ্যা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলেও মকর সংক্রান্তির আগের দিন ঘন কুয়াশা মেলার তাল কেটে দেয়। মুড়ি গঙ্গায় ভেসেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টার পর ঘন্টা লট নম্বর–৮ এবং কচুবেড়িয়া ও সাগরদ্বীপে আটকে পড়ে তীর্থযাত্রীরা। সভা করেছেন। প্রশাসনের অনুমান এবার দুলক্ষ মানুষ ৫ ফেব্রুয়ারি সাগরে স্নান করবে। তাই পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে স্নান সেরে বাড়ি ফিরতে পারেন, তার জন্য প্রশাসনের তৎপরতা শুরু হয়ে গেছে। সাগরের বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা জানালেন, শুক্রবার থেকেই নদিয়া, বর্ধমান, বীরভূম থেকে পুণ্যার্থীরা আসতে শুরু করেছে।

সাগর মেলার রেশ কাটতে না কাটতেই আবার এসে গেছে মাঘী পূর্ণিমা। আগামী ৫ ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল থেকেই শুরু হবে মাঘী পূর্ণিমার স্নান। শুক্রবার থেকেই ভিন জেলার পুণ্যার্থীরা সাগরে আসতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই জেলা ও ব্লক প্রশাসন সুন্দরবন দপ্তর, পঞ্চায়েত সমিতি তীর্থযাত্রীদের জন্য যাত্রীসেড নির্মাণ করেছে। জিবিডিএও আলাদা করে তীর্থযাত্রীদের নানা পরিষেবা দেবে। সব পয়েন্টেই পর্যাপ্ত বাস, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো থাকবে। পুলিশ প্রশাসনও এরপর দুয়ের পাতায়

আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা

ভারত বাংলাদেশ জাপান রাশিয়া ইস্তেনিয়ার বাউল শিল্পীদের জমায়েত

কুনাল মালিক : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের হুগলি জেলার আরামবাগের তেহরিতে গত ২ ফেব্রুয়ারি শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব। আয়োজক সংস্থা গোঁসাই পরব কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। পরব চলবে ৬ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করল এই পরব। এই পরবে ভারত, বাংলাদেশ, জাপান, রাশিয়া ও ইস্তেনিয়া থেকে বাউল ও লোকশিল্পীরা অংশগ্রহণ করেছেন। প্রায় ১৫০ জন শিল্পীর লোক গানে মুখরিত এই পরব। প্রতিদিন সকাল ১০টায় শুরু হচ্ছে পরব, চলছে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। মোট চারটি মঞ্চ আছে মেলা প্রাঙ্গণে। মূল মঞ্চের নাম আবেগের মোড়। অন্য তিনটি মঞ্চ হল আজাহার ফকির মঞ্চ, সনাতন গোঁসাই মঞ্চ, ছড়ার হাট মঞ্চ। মেলা প্রাঙ্গণ জুড়ে দুটি হস্ত শিল্পের হাট বসানো হয়েছে। একটি সোনাঝুড়ি হাট। যেখানে ৬০–

৭০ জন হস্ত শিল্পী বিভিন্ন হাতের কাজ করছেন এবং বিক্রয় হচ্ছে।

প্রায় ৫৫টি স্টল আছে। প্রথম দিনেই প্রায় ৬০ হাজার টাকার সামগ্রী বিক্রি হয়েছে। আর একটি হল খোয়াইয়ের হাট। যেখানে ২২টি স্টল আছে। সোনাঝুড়ি হাটের দায়িত্বে আছেন রাজর্ষি দাস। পরব কমিটির সদস্য সন্দীপ রায় জানালেন, ২ ফেব্রুয়ারি পরবের উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত বাউল শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল দাসের গুরুদেব অনন্ত দাস গোঁসাই। আর পবিত্র ধূনির উদ্বোধন করেন দরবেশ সাধন ফকির। পৃথিবীর লোকগান শিল্পীদের বিশ্বাস ছদিন ধরে জ্বলতে থাকা ধূনির আগুনে পৃথিবীর সাম্প্রদায়িকতার বিষ ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রথম দিন জাপানের লোক শিল্পী মাকিকা জুসি এবং কাজুমি ফুকু জুয়ার গান মানুষদের মুগ্ধ করে। আন্তর্জাতিক গোঁসাই পরব ঘিরে মানুষের উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো।

বঙ্গবন্ধুর পর ঢাবি'তে আবার নেতাজি জন্মজয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেই ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ নতুন রাষ্ট্র হওয়ার পরে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী পালন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ভারত থেকে সমর গুহ প্রমুখরা এক শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু যে নেতাজির আদর্শে অনুপ্রাণিত তা জানা যায় তাঁর বিভিন্ন ভাষণ থেকেই। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে বিভিন্ন নেতাজি বিষয়ক বই চোখে পড়েছে। এরপর বহু সূর্য অস্ত হয়েছে পদ্মা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বহু জল।

এরপর আবার ২০২৩ এর জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে। বাংলাদেশের বিভিন্ন কণা থেকে প্রেক্ষাগৃহে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল অসংখ্য মানুষজন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তাদের সামনে নেতাজির সত্য ইতিহাস তুলে ধরতে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতের নেতাজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর জয়ন্ত চৌধুরী। ২০১৮ সাল থেকে জন্মজয়ন্তী পালনের আগুন জ্বলে উঠেছিল বাংলাদেশের মাটিতে তা প্রত্যেক বছরই প্রমাণ করছে

বাংলাদেশের আপামর জনগণের নেতাজিকে জানার আকাঙ্ক্ষা দেখে। একাত্তরের নতুন রাষ্ট্র তৈরি হওয়ার আগে ও যে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ প্রতিক্ষা কথা রক্ত মিশে রয়েছে মাটিতে। আপামর বাঙালি তাই উৎসুক পূর্ব ইতিহাসকে স্বীকৃতি দিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্র ছাত্রী ভারতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বলেন তাদের পাঠ্য পুস্তকে সুভাষচন্দ্র বসুর এবং স্বাধীনতার গাঁথা যেন জায়গা পায় তার ব্যবস্থা করতে। মন ভরে যায় আসা জায়গায় আলো দেখায় ভবিষ্যৎ। দেশপ্রেমের অমলিন চেতনায় নেতাজি ও বঙ্গবন্ধু অসাম্প্রদায়িক দেশ গৌরোজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থাপন করে গেছেন। এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান। অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোধা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে (২৪ জানুয়ারি) দেশপ্রেমের অমলিন এরপর দুয়ের পাতায়

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫ / ৯৮৩০২৮৪৯৯২

নাম পরিবর্তন

ইংরাজী ২৭/১২/২০২২ তারিখ থেকে মহামান্য 1st Class Judicial Magis-trate এফিডেফিট বলে Sk Rasidul S/o Sk Raup থেকে Sk Rasidul S/o Sk Rauf নামে পরিচিত হলাম।

অমৃতকাল বাজেট : নেশন ফার্স্ট–সিটিজেনস ফার্স্ট

অমিতাভ সেন

শালগ্রাম শিলা, ছয় কোটি বছর পুরনো, নেপাল থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে দুটি বিশাল ট্রাকে চাপিয়ে। গন্তব্যস্থল অযোধ্যা। রাস্তায় লক্ষ লক্ষ জনতা নেমে এসেছে। ত্রেতা যুগে শ্রীরাম এইভাবেই সমগ্র ভারতকে একত্রীভূত করেছিলেন : এক ধর্মরাজ্য পাশে সমগ্র ভারত বেঁধে দিব আমি। দেশ এবং দেশের মানুষ চিরকালই মুখ্য ছিল। ভারতবর্ষ ঋষির দেশ এবং কৃষির দেশ। সনাতনী আদর্শ এবং কর্মযোগ ভারতের ড্রাইভিং ফোর্স। অমৃতকাল বাজেটে (২৩–২৪) এই দৃষ্টিকোণ প্রয়োগ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীএর প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করেছেন– নেশনফার্স্ট, সিটিজেনস ফার্স্ট।

গত দশবছর ধরে আমি ‘আলিপুর বার্তা’ মসীলিপ্ত করে আসছি। যেহেতু প্রায় চার দশকের বেশি কেন্দ্রীয় সরকারের কর্ম করে এসেছি এবং রেভিনিউ সার্ভিস ছিল আমার পেশাসূত্র, মূলতঃ অর্থনীতি নিয়েই আমি সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখে এসেছি। আমার মতে নির্মলাজী ‘অল ইনক্লুসিভ বাজেট’ পেশ করেছেন। সমাজের সকল বর্গকে এই বাজেট স্পর্শ করেছে। তাঁর ভাষায়, আমার যে দুর্বল ভাইটি একদম পেছনের লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে সেবা করাই আমার লক্ষ্য। (একান্ত মানববাদে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় এই আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।) ক্যাপিট্যাল ইনভেস্টমেন্ট ধার্য করা হয়েছে দশ লক্ষ কোটি টাকা। এগ্রিকালচারাল স্টার্ট আপ এ প্রোৎসাহন দেওয়া ২০ লক্ষ কোটি টাকার কোষ থেকে পর্যন্ত ঋণদান করা হবে। অনেক যুবক এই কাজে নিযুক্ত হতে পারবে। এত বছর ধরে ফ্রেট করিডর তৈরি হয়েছে। হুগলির কৃষকভাই ৫০ কিলো বেগুনের বস্তাও মুম্বাইয়ে পাঠাতে পারছে। আরও অগ্রগতির লক্ষ্যে ৬৩০০০ সমবায়কে ডিজিট্যালি এবল করে তোলা হচ্ছে, যাতে কৃষক মার্কেটিং নিজেই করতে পারে। মহিলা সশক্তিকরণের জন্য বিপুল সংখ্যক সেলফ হেল্প গ্রুপ তৈরি করা হচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন, দুগ্ধ উৎপাদন ও মার্কেটিং, পশুপালন, গোবর্ধন গ্যাস প্রকল্প সকল ক্ষেত্রেই এই সেলফ হেল্প গ্রুপগুলির একটা বিশেষ ভূমিকা থাকবে। বেকারত্ব দূরীকরণের আর একটা বড়ো উপায় হল ট্যুরিজম। বন্দেভারত হাই স্পিড ট্রেন, রিলিজিয়াস ট্যুর সার্কিটস, গঙ্গাবক্ষে হরিদ্বার থেকে গৌহাটি ভ্রমণ প্রভৃতি সুযোগ বহু দেশি বিদেশি পর্যটককে আকর্ষণ করছে। হসপিট্যালিটি ম্যানেজমেন্ট বহু যোগ্য প্রার্থীকে চাকরি দিয়ে আসছে।

ভারতে প্রতিবছর ন্যূনপক্ষে ৩ লক্ষ কোটি টাকার কৃষিপণ্য সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়। পি পি পি মডেলে বহু কোল্ড স্টোরেজ তৈরি হচ্ছে। এই কৃষি পণ্য পচে নষ্ট হবে না, বরং উপযুক্ত সময়ে মার্কেটে আসবে এবং বিদেশে রপ্তানি হবে। প্রথম ক্ষেত্রে সাপ্লাই পর্যাপ্ত থাকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হবে না। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিদেশি মুদ্রা আসবে। বর্তমানে গম, আটার দর কিছুটা বেড়েছে। অর্থমন্ত্রী মার্কেটে গম ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন–সাপ্লাই চেন ঠিক রাখার জন্য। দেশে বহু কুশলী কারিগর আছে কিন্তু মার্কেটিং সম্বন্ধে ততটা ওয়াকিবহাল নন। এনারা মূলতঃ সিডিউল ট্রাইব, কাস্ট ও ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত। বাজেটে এদেরই বিশ্বকর্মা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এনাদের স্কিল ডেভেলাপমেন্ট–ব্যাঙ্ক লোন– প্রোডাক্ট–এর মার্কেটিং সকল ক্ষেত্রে সহায়তা করা হবে। সংঘ এতদিন বনবাসীদের জন্য একল বিদ্যালয় পরিচালনা করে এসেছে। প্রায় এই পদ্ধতিতেই একলব্য বিদ্যালয় তৈরি করা হবে। ৩৮৮০০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

এমএসএমই স্কিম সরকারের ড্রিম প্রোজেক্ট। আজ ৮০ হাজার স্টার্ট আপ এবং ১০০টি ইউনিকর্ন (বিনিয়োগ ১০ কোটির বেশি) আছে। এদের ট্যাক্স ছুট আরও একবছর বাড়ানো হয়েছে। এমএসএমই ইউনিটগুলির বিল সাবমিশন ও বিল পেমেন্টে ডিজিটালি করতে হবে। কাজেই অনাবশ্যক টাইম কিল করা যাবে না। রোবোটিকস, লিথিয়ম আয়ন ব্যাটারি, সেমিকন্ডাক্টর প্রভৃতি উৎপাদনে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। ১৫৭টি নার্সিং কলেজ তৈরি হবে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কয়লা রপ্তানির প্রয়োজনে রাণীগঞ্জ থেকে হাওড়া রেললাইন বসিয়েছিল। সেই ট্রাডিশন ধরে স্বাধীনতার পরও রেল বাজেট আলাদা করে পেশ করা হতো। আদরনীয় মোদীজী মোগল ও বৃটিশ আমলের বহু স্মৃতি অবশেষ লুপ্ত করে দিয়েছেন। এখন রেল বাজেটের জন্য পার্লামেন্টের আলাদা সময় নষ্ট করা হয় না। বর্তমান ভিত্তিবর্ষে নির্মলাজী রেলওয়ের জন্য ২.৪ লাখ কোটি টাকা দিয়েছেন এবং প্রতিরক্ষার জন্য ৬.৯ লাখ কোটি টাকা। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক ঠিক করবেন কোন প্রোজেক্টে এ টাকা খরচ করা হবে।

এই বাজেট প্রবীণ নাগরিকদের দীর্ঘ দিনের দাবি মিটিয়েছে, সিনিয়র সিটিজেন সেভিংস স্কিমে এখন ৩০ লাখ টাকা (১৫ পরিবর্তে) করা হয়েছে। মান্থলি ইনকাম সেভিংস স্কিমে সিংগল অ্যাকাউন্টে ১৫ লাখ টাকা রাখা যাবে। সোনা/চাঁদি যদি ই–গোল্ড এ রাখা যায় তার ওপর ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স লাগবে না। যাদের প্যান নেই তাদের জন্য ইপিএফ উইথড্রয়ালে টিডিএস ৩০% থেকে ২০% করা হয়েছে।

বাজেট বিশ্লেষণ

ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স বাড়ি কিনলে ১০ কোটি টাকার বাড়তিতে দিতে হবে। লাইফ ইনসুরেন্স পলিশি থেকে আমদানি প্রিমিয়ম ৫ লাখ টাকার ওপর হলে ট্যাক্স দিতে হবে। তবে মৃত্যু হলে উত্তরাধিকারীকে দিতে হবে না। যে কোনো মহিলা (সিনিয়র না হলেও) ২ লাখ সেভিংস এর লপর ৭.৫০% সুদ পাবেন ২ বছরের জন্য। নিউরজিম ইনকাম ট্যাক্স ছুট ৫ থেকে ৭ লাখ টাকা বাড়ানো হয়েছে। ওল্ড রেজিমেও ছুট ৩ লাখ করা হয়েছে। তবে স্ল্যাব সব থেকে ভালো নিউ রেজিমে। লাভ হবে এই স্কিমে অপসন দিলে। যারা ধনী/উচ্চবিত্ত ট্যাক্স এবং সারচার্জ ছাড়া তারাও পাবেন। সকল শ্রেণির মানুষের হাতে সাশ্রয় হয়ে অর্থাগম হবে। নাগরিক জন যে কোনো ভোগ্যপণ্য (টিভি তেকে ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যাল পর্যন্ত) খরিদ করতে পারবেন। বিক্রয় হলেই জিএসটি মাধ্যমে সরকারের উপার্জন হবে। ইন্ডাস্ট্রি চলবে, পরবর্তী প্রজন্ম কাজ পাবে। রক্ত সংবহন হলে যেমন শরীর ভালো থাকে মানি সার্কুলেশন হলে দেশের শরীর ভালো হয়। আমি ব্যবসা জানি না। ব্যাঙ্কে আমার সঞ্চয় ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্টেড হয়। ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিক সকলে জীবিকা পান। লাভের একাংশ ব্যাঙ্কে ফেরে। অতীতে আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে যে সঞ্চয় তার ভিত্তিতে সুদ পাই। এভাবেই সমাজচক্র তথা জীবনচক্র চলতে থাকে : ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’।

বিরোধী পক্ষ কথা বলার বেশি সুযোগ পায়নি। শুধুমাত্র ‘ইলেকশন মুখী’ বাজেট এই কথা বলা ছাড়া। কর্নাটকে নদী প্রকল্পে ৫৬৩০ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। শুখা মরসুমে এই জল অনেক উপকার করবে। ভোটমুখী কর্নাটকে অশনি সংকেত গুনছে অর্বাচীন রাহুল তথা দাড়িধারী সাদ্দাম। অনর্থ সেন প্রসঙ্গ থেকে শুরু করে সব বিষয়ে যিনি বক্তব্য রাখেন সেই চট্টেশ্বরী দেবী হুংকার দিয়েছেন : আধ ঘণ্টা সময় পেলে দেখিয়ে দিতাম বাজেট কাকে বলে। অন্য এক বক্তব্যে মতুয়া সম্প্রদায়ের আরাধ্যদেব পুরুষকে ‘রঘু চাঁদ গরু চাঁদ’ বলে উল্লেখ করেছেন বলে টিভি সংবাদসূত্রে প্রকাশ।

অতটা না হলেও, এক্কেবারে Bail দেবার মত নয়, এইরকম ডেঞ্জারাস কলমচি হচ্ছেন প্রণব গুহ। পেশাসূত্রে বেশ কয়দিন আমাকে ব্যাঙ্গালোরে কাটাতে হয়েছে। ফেব্রুয়ারিস্য প্রথম দিবসে বাজেট ভাষণ শুনে পোস্তর তরকারী ডাল সহযোগে ভাত খেয়ে সবেমাত্র শুয়েছি। হঠাৎ ফোন কল হ্যালো কী করছেন? উত্তর–বাম কাৎ থেকে ডান হচ্ছি। উঠে পড়ুন, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত। বাজেটের ওপর লিখে ফেলুন। এখনও হাতে গেজেট নোটিফিকেশন আসেনি। যেটুকু রানিং নোট নিতে পেরেছি সেই ভরসা করেই নিবেদন পেশ করলাম। ভুল ভ্রান্তি যদি কিছু থাকে বান্দার গোস্তাকী মাফ হয়। ভুলের জন্য দায়ী আমি নই– দায়ী প্রণবযন্ত্র।

পেটে সোনার বিস্কুটের হদিশ

প্রথম পাতার পর

জিজ্ঞাসাবাদে চোরাকারবারি জানায়, সে দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। সে আরও জানায়, এই বিস্কুটগুলো তাকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার বাসিন্দা রহিম দিয়েছিল। এরপর সে মলদ্বার দিয়ে এসব বিস্কুট পেটে লুকিয়ে রাখে। এরপর সে এই সোনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিথারির বাসিন্দা সুরেশের কাছে তুলে দিতে যাচ্ছিল। এই কাজের জন্য সে মাত্র ৩০০ টাকা পেত। কিন্তু সীমারেখা পার হওয়ার আগেই বিএসএফ জওয়ানরা তাকে ধরে ফেলে। আটক চোরাকারবারী ও জব্দকৃত সোনা পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তেন্তুলিয়া কাস্টম অফিসে হস্তান্তর করা হয়েছে।

১১২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার বলেন, সীমান্তে চোরাচালান বন্ধে বিএসএফ ক্রমাগত চেষ্টা করছে এবং অনেকাংশে সফল হয়েছে। চোরাচালানের মতো অপরাধে জড়িতরা ধারাবাহিকভাবে ধরা পড়ছে। তিনি আরও বলেন যে বিএসএফ ক্রমাগত সুরেশকে ধরার চেষ্টা করছে, যাকে ওই সোনার চালান হস্তান্তর করা হতো। অন্যদিকে, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তে সোনা পাচারের ঘটনা প্রায় নিত্য–নৈমিত্তিক খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ, বাগদা সীমান্তের পর বসিরহাট থানার ইছামতী ব্রিজে ফের বিপুল পরিমাণ সোনার বিস্কুট উদ্ধার হল। এদিন নাকা চেকিং–এর সময় এক বাইক আরোহীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই সোনার বিস্কুট ও বাইক ফেলে পালালো পাচারকারী। পিছনে ধাওয়া করলেও তাকে আর আটক করতে পারেনি পুলিশ। ফেলে যাওয়া বাইকের ভিতর থেকে প্রায় দুই কেজি ওজনের ১৯টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মায়ানমার থেকে বাংলাদেশ হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে বিএসএফের নজর এড়িয়ে ভারতে ঢুকছে। গোপন আস্তানায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পাচারকারীর বাইকে করে এগুলি পাচার করছিল। বসিরহাট থানার আইসি সুরেন্দ্র সিং ও বসিরহাট ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক সুশান্ত দাসের যৌথ নেতৃত্বে একদল পুলিশ গিয়ে ইটিন্ডা রোডে নাকা চেকিং চালায়। পাচারকারী পলাতক। আটক বাইকের নম্বর দেখে পাচারকারীকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছে বসিরহাট থানার পুলিশ। আগের দিন সকালে স্বরূপনগরের তারালি সীমান্তে বাবলু মোল্লা নামে এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করে বিএসএফ। তার কাছ থেকে ৮টি সোনার বিস্কুট উদ্ধার হয়। যার ওজন ৯৩৩ গ্রাম। যার বাজার মূল্য প্রায় ষাট লক্ষ টাকা। উদ্ধারকৃত সোনার বিস্কুটগুলি বসিরহাট ও তেঁতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পলাতক পাচারকারীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। সব মিলিয়ে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর যৌথ তল্লাশিও বার বার রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সীমান্ত শহরগুলিতে।

অবৈধ পানীয় জলের কারখানায় ইবি’র হানা, গ্রেপ্তার মালিক

প্রথম পাতার পর

জানতে পারেন। এরপর দত্তপুকুর থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে এদিন তারা দেবীপুরে বিপ্লব নন্দীর বাড়ির জলের কারখানায় হানা দেন। সে সময় বিপ্লব কারখানাতেই ছিলেন। ইবি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পানীয় জলের কারখানা চালানোর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি বিপ্লব। এরপরেই বেআইনিভাবে পানীয় জলের কারখানা চালানোর কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। বিপ্লব। এরপরেই বেআইনিভাবে পানীয় জলের কারখানা চালানোর অভিযোগে বিপ্লব নন্দীর বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় এফআইআর দায়ের করে ইবি। পুলিশ অভিযুক্ত কারখানার মালিককে গ্রেপ্তার করেছে। এপ্রসঙ্গে কাশিমপুর পঞ্চায়েত প্রধান মহ ইছাকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তার কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বারাসত ১ পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ হালিমা বিবি তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ‘আমরা সব পঞ্চায়েত প্রধানদের বার বার বলেছি, এদেরকে ট্রেড লাইসেন্স না দিতে। জল তুলে ব্যবসা করাতোসরকারি নিয়মের বাইরে। এভাবে যারা কারবার চলাচ্ছে সেগুলো আমরা অবৈধ বলেই মনে করি। এখনতো অন লাইনের মাধ্যমেও অনেকে করে নিচ্ছে। ফলে প্রধানদেরও লাগে না। একটা ভাল মানের জলের ব্যবসা করতে গেলে স্যুইটের অনুমোদন ছাড়া হয় না। ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে কয়েকটা কারখানা ভিজিট করে বন্ধও করে দিয়েছিলাম। আমাদের অফিস এভাবে কাউকে অনুমোদন দেয় না। সমস্ত প্রধানদেরও আমরা নির্দেশ দিয়েছি এভাবে অনুমোদন না দেবার জন্য।’

বঙ্গবন্ধুর পর ঢাবিতে আবার নেতাজি জন্মজয়ন্তী

প্রথম পাতার পর

চেতনায় নেতাজি ও বঙ্গবন্ধু’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ কথা কথা বলেন।

দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ড. আখতারুজ্জামান বলেন, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিয়ে পরাধীন ভারতবর্ষকে মুক্ত করার সংগ্রাম করেছিলেন। আর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের আপামর জনসাধারণকে মুক্তি সংগ্রামের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। উপাচার্য আরও জানান, মহান এই দুই নেতার সংগ্রামের অজানা নানা অধ্যায় তরুণ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এ ধরনের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন তিনি।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পক্ষে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ঐতিহ্যিক পরম্পরায় দুই মহান স্বাধীনতা সংগ্রামীর প্রভাব’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বরেণ্য নেতাজি বিশেষজ্ঞ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, নেতাজি–নজরুল–রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গবন্ধু অখণ্ড বাঙালির গৌরব। সমকালীন জাতপাতের সংকট দূর করতে হলে এই চিরস্মরণীয় বাঙালিদের আদর্শেও যুগপোচর্চা অত্যন্ত জরুরি। আর এধরনের চর্চার মধ্যদিয়েই বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক পদ্মা নদীতে নির্মিত সেতুর মতোই সুদৃঢ় হবে বলে আমার বিশ্বাস।’আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, সংসদ সদস্য জনাব ইকবাল হোসেন সবুজ ময়মনসিংহ সিটি করপোরেশনের মেয়র জনাব ইকরামুল হক টিটু এবং বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক ড. মো. মোফাকখারুল ইকবাল। এর আগে অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৬তম জন্মবর্ষ উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব এবং পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম। ধরে অনুষ্ঠান আহ্বায়কের বক্তব্য রাখবেন পরিষদের সহ–সভাপতি অধ্যাপক ড. উত্তম কুমার বড়ুয়া। সবশেষে বরেণ্য রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং তার দল সুরের ধারার শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

এছাড়াও ভারতের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন নেতাজি বিষয়ক গবেষক লেখক মৃন্ময় ব্যানার্জি, সাংবাদিক তথা নেতাজি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত প্রিয়ম গুহ, শিক্ষাবিদ তপতী চক্রবর্তী। বাংলাদেশ ভারত ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদের পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে আশরাফুল ইসলাম বলেন দেখতে দেখতে ৬ বছর হয়ে গেল দেশের মাটিতে নেতাজি জন্মজয়ন্তী পালনের গত এক বছর ধরে আমরা নেতাজি বঙ্গবন্ধু জন্ম চেতনা যাত্রা নিয়ে পুরো বাংলাদেশ পরিক্রমা করে ভারতেও সেই যাত্রা পরিক্রমা করে আমাদের উদ্দেশ্য নেতাজি এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে চলার।

বলা বাহুল্য নেতাজির রথে আসীন হলে কোন কাঁটাতারের বেড়া কোন দেশকেই করতে পারে না। নেতাজির রথ বেড়া অতিক্রম করে এগিয়ে চলে তার লক্ষ্যে। তাই নেতাজির রথে আসিন হওয়া খুবই প্রয়োজন।

জমে উঠেছে গঙ্গাসাগর

প্রথম পাতার পর

নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ তৈরি রাখছে। বিভিন্ন জায়গায় পর্যাপ্ত আলোরও ব্যবস্থা হচ্ছে। সাগরের বিডিও সুদীপ্ত কুমার মণ্ডল জানালেন, লট নম্বর ৮ ও কচুবেড়িয়াতে ভেসেলের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। দুটি পয়েন্টেই আউট ও ইন গেট থাকবে। হ্যালোজেন ও হাইমাস্ট লাইটের ব্যবস্থা হচ্ছে। সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাসেবক ও ওয়াটার উইংস টিম থাকবে স্পিড বোট নিয়ে। সাগর দ্বীপে পর্যাপ্ত মোবাইল টয়লেটেরও ব্যবস্থা থাকছে।

কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরা জানালেন, জেলা, ব্লক ও স্থানীয় প্রশাসন তৎপর আছে। শান্তিপূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন হবে মাঘী পূর্ণিমার স্নান।

বাংলায় ফের কুম্ভমেলা

প্রথম পাতার পর

সূর্য কুম্ভ রাশিতে অবস্থান করবেন। তাই একে বলাই যায় অনুকুম্ভ। তিনি সকলকে এই সাহী স্নানের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

এই সংস্থার হাত ধরে সনাতনী প্রথা আবার পশ্চিমবঙ্গে ফিরে আসছে। ভক্ত ও সাধু সন্ন্যাসীদের কুম্ভ ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে ত্রিবেণী। সাগর মেলার পর আবার এই কুম্ভ মেলা পশ্চিমবঙ্গকে এক অন্য মাত্রা এনে দেবে। স্নানের মাহাত্য আলোচনা করতে গিয়ে ৩১ জানুয়ারি প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে সন্ন্যাসী দিকপালেরা বলেন, বঙ্গ ছিল একসময় ম্লেচ্ছভূমি। এই ভূমিতে কেউ যদি পদার্পণ করত তাহলে তাক আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার আগে শুদ্ধ করা হতো তবে একমাত্র বলা ছিল যদি কেউ কপিল মুনির তপস্যা ক্ষেত্রে পৌষ সংক্রান্তির দিন মকর স্নান করেন তাহলে তাকে আর শুদ্ধিকরণ করার প্রয়োজন নেই। এমনই এক মাহাত্ম্যের গাঁথায় বঙ্গভূমি হল এক সাধন ক্ষেত্র।

বাংলায় এই কুম্ভ স্নান ও মেলা ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সাধু সন্তদের ত্রিবেণিতে সমাগমের মাধ্যমে শুরু হবে। এরপর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সকাল এগারোটায় সাধুদের স্নানের মাধ্যমে শুরু হবে কুম্ভ স্নান। তারপর ১২টায় ভক্তরাও স্নান করতে শুরু করবেন। এছাড়া ভোর ৬টা ১০ মিনিটে ১০৮ শঙ্খ ধ্বনি ও আদিত্য হৃদয় মন্ত্র উচ্চারণে সূর্যদেবকে বরণ করে নেওয়া হবে। এরপর সাড়ে ৮টা থেকে ৯টা শক্তিপীঠের পুষ্প, জল ও মৃত্তিকা সমর্পণ করা হবে। ৯টা থেকে ১১টা শোভাযাত্রার মাধ্যমে সপ্তর্ষি ঘাটের সম্মুখে উপস্থিত হবেন সাধুরা। ১২.৩০ থেকে ২.৩০ পর্যন্ত সাধু ভাণ্ডারার সাথে সাথে চলবে ভক্তদের ভোগ বিতরণ। এরপর সন্ধ্যা ৬টা থেকে সাড়ে ৭টা পর্যন্ত হবে গঙ্গারতি। তারপর চলবে মঞ্চানুষ্ঠান। ১৪ ফেব্রয়ারি সারাদিন ধরে মঞ্চানুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হবে কুম্ভমেলা।

ত্রিবেণী শহর ব্যান্ডেল জংশন স্টেশনের কাছে অবস্থিত। ব্যান্ডেল–মগরা–বাঁশবেড়িয়া–ত্রিবেণী অথবা কল্যাণী স্টেশনে নেমে সেখান থেকে অটো টোটো বা যে কোনও গাড়িতে করে সপ্তর্ষি ঘাটে পৌঁছানো যাবে। প্রত্যেকটি স্টেশনে এবং বিভিন্ন জায়গায় স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগ করা হয়েছে তারা সকলকে সাহায্য করবে গঙ্গারতীরে পৌঁছতে। এছাড়াও উদ্যোক্তারা জানান সকলের নিজের পরিচয় পত্র যেন সঙ্গে রাখেন। সরকারের নিয়ম কানুন এবং বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রয়োজন এবং এছাড়াও যারা ভোরবেলায় পবিত্র স্নানের ক্ষেত্রে অঙ্গীকার বদ্ধ হবেন তাদের সকল বিধি নিষেধ মেনে চলতে হবে। এছাড়াও ত্রিবেণী কুম্ভর ওয়েবসাইটে বিস্তারিত মেলার বিবরণী পাবেন। ভক্তদের রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা এবছর সংগঠনের পক্ষ থেকে এখনো করা সম্ভব হয়নি। তাই ভক্তদের নিজের থাকার ব্যবস্থা আগে থেকে করে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বগলামুখী শক্তিপীঠের অম্বিকানন্দজী মহারাজ, স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ, আদ্যাপীঠ মুরাল ভাই সহ অন্যান্য সন্ন্যাসীরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৪ ফেব্রুয়ারি– ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

মেষ রাশি : গুরুজনদের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন এবং কর্তব্যে অবহেলা থেকে বিরত থাকুন। দাম্পত্য সর্ম্পকে অবনতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য বিলম্ব। চাকরিতে বদলি এবং কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুখ বৃষ্টি। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : লালচে রঙের জুতো পরুন।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্য এলেও অর্থের ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা

প্রতিকার : ধর্মীয় স্থানে পতাকা রাখুন।

মিথুন রাশি : ব্যবসায় অগ্রগতি অব্যাহত। স্বামী–স্ত্রীর উভয়ের প্রচেষ্টায় সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধির সম্ভাবনা। সঞ্চয়ে বাধা ও আর্থিক ঋণ নেওয়ার সম্ভাবনা। কোনো আইনি ঝামেলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আইনির সঙ্গে মানহানি এবং জেল পর্যন্ত যেতে হতে পারে।

প্রতিকার : নিজের সততা বজায় রাখুন।

কর্কট রাশি : ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব বিবাহে বাধা। বন্ধু থেকে প্রতারণার সম্ভাবনা। চাকরিতে বদলির সম্ভাবনা বা চাকরিক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। তীর্থ ভ্রমণের সম্ভাবনা। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন এবং কমোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : হলুদ রঙের মিষ্টি ভিক্ষুকদের আহার করান।

সিংহ রাশি : চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসার সম্ভাবনা। সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রশাসনিক দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তি আয়ের সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। পারিবারিক অনুষ্ঠানে বাধা বিপত্তির সম্ভাবনা। সন্তানের সাফল্যে বিলম্ব।

প্রতিকার : শিশু কন্যাদের পায়েস আহার করান।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। মামলায় নিষ্পত্তির সম্ভাবনা। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে কার্য সম্পাদন এবং প্রতিভার স্ফূরণ। সন্তানের জন্য অতিরিক্ত অর্থব্যয়। বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : গম, বজরা, গুড় মিলিয়ে লাল গোরুকে খাওয়ান।

তুলা রাশি : ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি। অর্থহানি বা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগের সম্ভাবনা। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। শত্রুকে মিত্র করার জন্য কোনও জ্ঞানী ব্যক্তির পরামর্শে সম্মানজনক শর্তে রফা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। গুরুজনের সঙ্গে কোনো বিষয় নিয়ে মত বিরোধ।

প্রতিকার : রুপোর কোনো দ্রব্য ধারণ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় ও চাকরি ক্ষেত্রে সাফল্যের যোগ রয়েছে। উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার জন্য বিদেশ ভ্রমণের যোগ রয়েছে। অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি। অংশীধারী ব্যবসায় বিনিয়োগ না করাই শ্রেয়। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের বিরাগ ভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ।

প্রতিকার : চারিত্রিক দৃঢ়তা বজায় রাখুন।

ধনু রাশি : কর্ম ক্ষেত্রে উপস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে সাফল্য লাভ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভ। প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভে বিলম্ব। সন্তানের অতিরিক্ত জেদকে প্রশ্রয় না দেওয়াই শ্রেয়। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : ধন প্রাপ্তির জন্য দুধ জাফরান দিয়ে পান করুন।

মকর রাশি : যে কোনো কর্মে প্রতিকূলতা বৃদ্ধি। কর্মস্থলে বিপত্তি ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি গুরুজনদের সঙ্গে মতানৈক্য। জমি–বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। ব্যবসায় শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ বৃদ্ধি। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : লালচে কুকুরকে তন্দুরি রুটি খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি : উঁচু স্থান থেকে পতনের সম্ভাবনা। বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। বিবাহে বাধা। ব্যবসায় আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। ভ্রমণে বাধা আসতে পারে।

প্রতিকার : ওম ঘৃণী সূর্যায় নমঃ মন্ত্র পাঠ করুন।

মীন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি ও শিল্পী সত্তার বিকাশ। স্বজনের ব্যবহারে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যে কোনো কর্মে প্রশংসা লাভের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

শব্দবার্তা ২৩৪

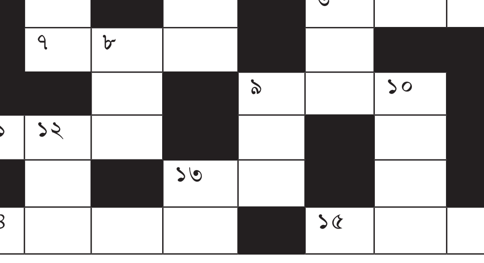

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। অঞ্চল ৩। গ্রাম সমষ্টি, চাকলা ৫। বিয়োগ ৬। বসু সাহিত্যিক ৭। ভাগ্য পরীক্ষার খেলা ৯। স্ফুলিঙ্গ ১১। ঝান্ডা, কেতন ১৩। প্রবঞ্চনা ১৪। সুখরূপে সূর্য ১৫। নির্দেশ বা আদেশ।

উপর–নীচ

২। যাতায়াত ৩। পা, চরণ ৪। দান ৫। বাঁশের ফালি বা চাঁটা ৬। পথ ৮। তাজা, সতেজ ৯। ফাজিল ১০। মারধর, দুর্ব্যবহার ১২। দিনাঙ্ক ১৩। দ্যুতি, দীপ্তি।

সমাধান : ২৩৩

পাশাপাশি : ১। নহর ৩। ঘাতক ৫। মরকত ৬। তাল ৭। গজানন ৯। উপলক্ষ ১২। ভোজ ১৩। হাড়পাকা ১৪। ইঙ্গিত ১৫। লকার।

উপর–নীচ : ১। নবরাগ ২। রমজান ৩। ঘাত ৪। কমল ৬। অতল ৮। জাহান ১০। পরকাল ১১। ক্ষপাকর ১২। ভোরাই ১৩। হাত।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফেরত

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্ধার হওয়া অসংখ্য মোবাইল এলাকার নাগরিকদের হাতে ফিরিয়ে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানা।

প্রজাতন্ত্র দিবসের বিকেলে কাটোয়া থানা ভবন চত্বরে আয়োজিত একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ৬১ জনের হাতে তাঁদের মোবাইল তুলে দেওয়া হয়। এইসব মোবাইলের কোনওটি হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা কোনওটি চুরি হয়ে গিয়েছিল। কাটোয়া থানা ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ট্র্যাক সিস্টেমের সহায়তায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মোবাইলগুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। কাটোয়ার এসডিপিও কৌশিক বসাক, থানার আই সি তীর্থেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের উপস্থিতিতে এদিন সকলের হাতে মোবাইলগুলি তুলে দেওয়া হয়।

যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় গাছ থেকে এক যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরের শিবপুর এলাকায়। বছর কুড়ির শুভঙ্কর সিং নামের ওই যুবককে তার বাড়ির পাশে থাকা একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় সোমবার সকালে ঝুলতে দেখেন পরিবারের লোকজন। ঘটনাস্থলে গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ এসে বছর কুড়ির শুভঙ্কর সিং নামের ঐ যুবকের দেহ উদ্ধার করে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে যুবককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ডাক্তারবাবুরা।

পরিবার সূত্রে জানা যায় নামখানা ব্লকের বকখালীর কয়লাঘাটা এলাকায় একটি মেয়ের সঙ্গে শুভঙ্করের প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সম্পর্ক দুই পরিবারের পক্ষ থেকে মেনে নেওয়া হয়। সামনের বৈশাখে দিন ঠিক করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল দুজনের মধ্যে। কয়েকদিন আগে সরস্বতী পুজোতে শুভঙ্কর বকখালিতে এসেছিল। রবিবার দুপুরে সে বাড়ি ফিরে আসে। এরপরেই শুভঙ্কর তার মায়ের কাছে ওই মেয়ের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে বলে জানায়। এরপরই দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় সে। রাত পর্যন্ত পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোজাখুঁজির পরও শুভঙ্করের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। অবশেষে শনিবার সকালে বাড়ির পাশে থাকা একটি গাছে শুভঙ্করকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলতে দেখেন পরিবারের লোকজন।

গঙ্গাসাগর কোস্টাল থানার পুলিশ শুভঙ্করের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলার রুজু করে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সাগর কোস্টাল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় শুভঙ্করের পরিবারের পাশাপাশি সাগরের শিবপুর এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু যুবতীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবতীর। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার উকিলেরহাট রেলওয়ে স্টেশন এবং কাকদ্বীপ রেলওয়ে স্টেশনের মাঝামাঝি। নামখানা থেকে শিয়ালদাহগামী আপ ট্রেনের ধাক্কায় .এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা বেলা এগারোটা নাগাদ রেল লাইনের ওপর ওই যুবতিকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দেন কাকদ্বীপ থানায়। কাকদ্বীপ থানার পক্ষ থেকে রেল পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। এরপরে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছোয় রেল পুলিশের কর্মীরা। ওই যুবতী স্থানীয় এলাকার নয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন। ওই যুবতীর গায়ে সালোয়ার কামিজ ছিল। বয়স আনুমানিক ২১ বছরের কাছাকাছি। রেলপুলিশ যুবতীর দেহ উদ্ধার করার পর পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্বামীকে বিষ দেওয়ার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বশুরবাড়িতে বিষক্রিয়ায় আশঙ্কাজনক জামাই। ঘটনায় শ্বশুরবাড়িতে চড়াও হন জামাইয়ের পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা। এরই জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উস্থি থানার কানপুর এলাকা। ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী।

জানা যায়, কানপুর এলাকার বাসিন্দা শেখর হালদার (৩০) গত ৫ মাস আগে নিজের গ্রামেরই এক যুবতিকে প্রেমের পরিনয়ে বিয়ে করেন। বিয়ের কিছুদিন পরেই পারিবারিক অশান্তির জেরে শেখর হালদারের স্ত্রী শ্রাবনী হালদার বাপের বাড়িতে চলে যান । এরপর থেকেই শেখর হালদার ও শ্রাবণী হালদার আলাদাই থাকতেন। শেখর হালদারের পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, সোমবার শেখর হালদার স্ত্রী তাকে ফোন করে বাপের বাড়িতে ডাকে। এর পরেই তার স্ত্রী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন শেখর হালদার কে জোর করে বিষ খাইয়ে দেয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর স্ত্রী সুপর্ণা হালদার এর বাড়িতে চড়াও হন গ্রামবাসীরা। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উস্থি থানার পুলিশ। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় শেখর হালদার কে উদ্ধার করে প্রথমে বানেশ্বরপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখান থেকেই তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনার যেটা স্থানীয় এক বাসিন্দা লক্ষ্মী মন্ডল জানায় দীর্ঘদিন ধরেই তাদের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো আজ পরিকল্পিতভাবেই স্ত্রী তাকে ফোন করে ডাকে এবং বেশ খাইয়ে খুন করার চেষ্টা করে।

ঘটনার জেরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কুস্তি থানা কানপুর এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

জ্যোৎস্না রাতে বাঘ দর্শন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুভাষ চন্দ্র দাশ,ক্যানিং – জ্যোৎস্না রাতে বাঘের দর্শন বনি ক্যাম্পে। জ্যোৎস্না রাতে দেখা গেল সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার কে। চাঁদের আলোয় সেই ছবি তুললেন বনদপ্তর এর আধিকারিক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বনদপ্তরের অধীনে রায়দিঘি রেঞ্জের বনি ক্যাম্পে শনিবার সন্ধ্যাতে এই বাঘ দর্শন পান বনদপ্তরের আধিকারিক। মূলত একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘ কে দেখা যায় চাঁদের রাতে ঘুরে বেড়াতে। ওয়াচ টাওয়ার থেকে বাঘকে ক্যামেরাবন্দি করা হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন সময় পর্যটক এবং বনদপ্তরের আধিকারিকরা বাঘের ছবি ক্যামেরায় লেন্সবন্দি করেছেন। এবার একেবারে চাঁদের রাতে বাঘের দর্শন। বনদপ্তর সূত্রে খবর শনিবার বাঘটিকে প্রথম দেখা যায় ওই এলাকার ক্যাম্পের একটি পুকুরে পাড়ে। রাত্রি বেলা আবার একই জায়গাতে দেখা মেলে তার। সকাল এবং রাত্রে দুটি বাঘকে দেখা গেছে না একটি বাঘকে দুবার দেখা গেছে তা নিয়ে বনদপ্তর শুরু হয়েছে চর্চা। সুন্দরবনের পর্যটকদের কাছে বনি ক্যাম্প আকর্ষণীয় ভ্রমণ স্থান। প্রতি বছর বনি ক্যাম্পে প্রচুর মানুষ ভ্রমণের জন্য আসেন। মাঝেমধ্যেই বাঘের দর্শন পান পর্যটকরা। এবার রাতের বেলায় বাঘের দর্শন বনি ক্যাম্পে অন্যরকম আকর্ষণীয় স্থান করে তুলবে এমনই মত আধিকারিকদের।

বেহাল ইটের রাস্তা গোপালপুর

আমান মোল্লা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং মহকুমা গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীনে গলাডহরা থেকে বদ্রি দত্তবাবুর আবাদ ৪ কিলোমিটার রাস্তা ৩০ বছর ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।

গলাডহারা গ্রামের বাসিন্দার জগবন্ধু নস্কর বলেন বামফ্রন্টের আমলে এই ইঁট গুলো পাতা হয়েছিল। কোথাও ইট আছে কোথাও ইঁট উঠে মানুষের দাবার পটে হয়ে গেছে যানবাহন তো দূরের কথা পায়ে হেঁটে চলা যায় না।

বদ্রি গ্রামের বাসিন্দার সঞ্জয় সরদার বলেন আমরা বারবার বলেছি সদস্য ও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কে এইটুকু ঢালাই ফেলে দিলে আমরা ক্যানিং নিয়ে যাতায়াত করতে পারব ভালোমতো। যখন ভোট আসে তখন সবাই প্রতিশ্রুতি দেয় যে আমরা রাস্তা সম্পূর্ণ ঢালাই করে দেব। ভোট নিয়ে সবাই পালিয়ে যায় রাস্তা পড়ে থাকে ইঁট উঠে গর্ত করা অবস্থায়।

এবার আমাদের বক্তব্য পঞ্চায়েত ভোট তোর গলায় এসে গেছে, রাস্তা যদি ঢালাই হয়েছে ভোট বাক্সে ভোট পড়বে তা না হলে আমরা ভোট বয়কটের ডাক দেব।

গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নন্দকিশোর সরদার উনি বলেন আমাদের অ্যাকাউন্টে কোন টাকা নেই, যদি টাকা আসে ঢালাইয়ের কাজ করে যেতে পারি।

ওই রাস্তায় অনেক কৃষকরা ধান নিয়ে যায় ও সবজি নিয়ে যায় অনেক গাড়ি ঘোরাও চলে অবিলম্বে আমরা ওই রাস্তার কাজ করে দেব।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ

সুভাষ চন্দ্র দাশ : পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার অন্তর্গত ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোলাবাড়ি কাছারীঘাট এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বিগত প্রায় চার বছর আগে এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য দ্রুততার সাথে পাইপ লাইনের কাজ হয়েছিল। পানীয় জল পেয়েছিলেন এলাকার বাসিন্দারা।

অভিযোগ দু'মাস ঠিকঠাক পানীয় জল সরবরাহ হয়। পরবর্তীতে পানীয়জল সরবরাহ না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন এলাকার প্রায় ৫০০ পরিবার। তাদেরকে প্রায় তিন চার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে পানীয় জল আনতে হয়। অভিযোগ দীর্ঘ প্রায় চার বছর এমন ভাবেই চলছে। প্রশাসনিক স্তরে কোন উদ্যোগ নেই। অন্যদিকে বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে এলাকায় পানীয় জলের হাহাকার হয়ে থাকে। এলাকার মানুষজন তিতিবিরক্ত হয়ে রবিবার ক্যানিং–মধুখালি রোডে বাঁশের ব্যারিকেড দিয়ে প্রায় ঘণ্টা তিনেক অবরোধ করেন।

এলাকার বাসিন্দাদের দাবি আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বঞ্চিত। সরকারের কাছে আবেদন আমাদের যেন পানীয় জলের সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়। তা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।

মাটির গাড়ির দাপট রুখতে অভিযান

প্রিয় মুখার্জী : মাটির গাড়ির দাপট দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে বারুইপুর থানা এলাকায়। তা থেকে ঘটছে দুর্ঘটনাও। দুপুর থেকে রাত মাটি ভর্তি লরি, ট্রাক শহর থেকে গ্রামে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। মাটির গাড়ির এমন দাপট রুখতে গোটা বারুইপুর জুড়ে শুরু হয়েছে পুলিসের অভিযান। এজন্য প্রতি এলাকার সিভিক, ভিলেজ পুলিসকেও থানা থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। মাটির গাড়ি কোনও এলাকায় দেখা গেলে সঙ্গে সঙ্গেই সেই গাড়ি আটক করতে হবে এমন নির্দেশও দেওয়া হয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর। সম্প্রতি ৮টি মাটি বহনকারী লরিকে আটক করেছে পুলিস। বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়। বারুইপুর পুলিস জেলার এক আধিকারিক বলেন, মাটির গাড়ি চলাচল বরদাস্ত করা হবে না। এই অভিযান লাগাতার চালানো হবে। পুলিস সূত্রে খবর, বারুইপুরের বেগমপুর, কাটাখাল, উত্তরভাগ, হাড়দহ, শিখরবালি, শঙ্করপুর, চম্পাহাটি, কল্যাণপুর এলাকা থেকে মাটির গাড়ি আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, বারুইপুর পুরসভা এলাকাতেও নজরদারি চালানো হচ্ছে এই ব্যাপারে। মাটির গাড়ি চলাচল নিয়ে অভিযোগ আসছিল বিভিন্ন এলাকা থেকে। তারপরেই অভিযানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিভিন্ন পঞ্চায়েত এলাকায় পুকুর ভরাট সহ বেআইনি নির্মাণ কাজের জন্য মাটির গাড়ি চলাচল বেড়ে গিয়েছিল এলাকায়। গত ২১ জানুয়ারি বারুইপুরের জোড়ামন্দিরের কাছে মাটির লরি ও স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক মহিলার মৃত্যুও হয়েছিল।

আবেদন করেও পাযনি এসসি শংসাপত্র

অমিত মণ্ডল : আবেদন করে এতদিন এসসি সার্টিফিকেট পাইনি কেন? তাহলে তো লক্ষী ভাণ্ডারের এক হাজার টাকা পেত ওরা, দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে এসে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ শুনে গ্রামবাসীদের সামনেই মন্ত্রী ধমক দিলেন পঞ্চায়েত প্রধান এবং অঞ্চল সভাপতিকে। মঙ্গলবার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দিদির সুরক্ষা কবজ কর্মসূচিতে যোগ দেন স্থানীয় বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তিনি কর্মীদের নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিজয়বাটি গ্রামে পৌঁছোন। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে রাস্তা পানীয় জল, কালভার্টের বেহাল দশার পাশাপাশি বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরেন স্থানীয়রা। পাশাপাশি আবেদন করেও তপশিলি জাতি

উপজাতি শংসাপত্র পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেন অনেকেই। গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েত প্রধান ও অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রীর কাছে। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পঞ্চায়েত প্রধান এবং অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম অভিযোগ পাওয়ার পরেই সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা সঙ্গে সঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম প্রামানিক ও ফ্রেজারগঞ্জের অঞ্চল সভাপতি নীলকণ্ঠ বর্মনকে গ্রামবাসীদের সামনে ডেকে পাঠান। এরপর তিনি সকলের সামনেই অঞ্চল সভাপতি এবং পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে জানতে চান দীর্ঘদিন আগে আবেদন করেও কেন এখনো পর্যন্ত এসসি সার্টিফিকেট পায়নি গ্রামবাসীদের অনেকেই। সেটা কেন মনিটরিং করা হয়নি। তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন মন্ত্রী। তবে এ বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা বলেন, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিভিন্নরকম অভিযোগ শুনে আমি প্রধানকে বুঝিয়ে বলেছি, আমি কোনও ধমক দেয়নি সেভাবে। আমি বুঝিয়ে বলেছি খুব শীঘ্রই যেন সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করা হয়।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখে সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার আশ্বাস দেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী। এই কর্মসূচিতে সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান শ্রীমন্তকুমার মালি, পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণী দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ অতনু দাস, পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নীলকণ্ঠ বর্মন, ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম প্রামানিক সহ নামখানা ব্লকের বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা।

নওশাদ সিদ্দিকী মুক্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভা

অরিজিৎ মণ্ডল : মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার তৃণমূল বিধায়ক গিয়াস উদ্দিন মোল্লার পুলিশকে দুটাকার চাকর বলা কে সমর্থন করলেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন পুলিশ যেভাবে রাজ্য সরকারের দালালি করছে তাতে তৃণমূল নেতাদের থেকে এমন মন্তব্য করা ঠিক আছে কিভাবে স্বাভাবিক। সোমবার ডায়মন্ড হারবার এম বাজারের সামনে বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী সহ ১৮ জন আই এস এফ কর্মীর মুক্তির দাবীতে ডায়মন্ড হারবারে প্রতিবাদ সভা করে সংযুক্ত মোর্চা আর সেই সভা থেকে এমনটাই মন্তব্য করেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আইএসএফ তৃণমূল কংগ্রেসের মাথা যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাই বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী কে অনৈতিকভাবে গ্রেপ্তার করে লালবাজারে রেখেছে। বিরোধী কণ্ঠরোধ করতে চাইছে শাসক দল। ১ তারিখে নওশাদ সিদ্দিকী

সহ বাকিদের মুক্তি না দিলে বাংলা জুড়ে বৃহত্তর আন্দোলন চলবে। পাশাপাশি যুবনেতা কুন্তল ঘোষের বাড়ি থেকে টেট পরীক্ষার ওএমআর শিট পাওয়া নিয়ে তিনি বলেন প্রাইমারি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বড় বড় কথা বলেছিলেন স্বচ্ছ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে তাহলে কিভাবে কুন্তলের বাড়িতে ওএমআর শিট গেল। এর পেছনে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠরা রয়েছেন অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত দরকার। পাশাপাশি অমর্ত্য সেন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যতে সুজন চক্রবর্তী বলেন, মোদি ও বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ অমর্ত্য সেন কে অপমান করছেন রাজ্যের ভূমি দপ্তর রাজ্য সরকারের অধীনে তাই অমর্ত্য সেনের জমির রেকর্ড তার হাতে তুলে দেওয়া রাজ্য সরকারের দায়িত্ব এটা কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

অন্যদিকে হিরন ও অজিতের দ্বৈরথ নিয়ে তিনি বলেন তৃণমূল নেতারা সবাইকে ফাঁসানোর জন্যই রয়েছে। তাই তারা বিধায়ক কেন অভিনেতাকেও ছাড়ছে না

কয়লা পাচার রুখলো পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সালুঞ্চি থেকে সিউড়ি যাওয়ার পথে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৭ জানুয়ারি ভোরে রেঙ্গুনী গ্রামের রাস্তায় ৬টি অবৈধ কয়লাবোঝাই মোষের গাড়ি উদ্ধার করে সদাইপুর থানার পুলিশ। ১২ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে। পুলিশ দেখে পালিয়ে যায় পাচারকারীরা। গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ২৬ জানুয়ারি

রাতে রামপুরহাট – দুমকা রাস্তার ঝনঝনিয়া মোড় থেকে আনুমানিক ৩০ মেট্রিকটন অবৈধ কয়লা বোঝায় একটি ট্রাক আটক করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ট্রাকের নং সিজিওএমই ৯৫৪৯। ট্রাক চালক বিহারের কমলেশ কুমার(৩১)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মুগাথলি থেকে অল্টা গাড়ির ভেতর থেকে চার টন কয়লা উদ্ধার করল রাজনগর থানার পুলিশ ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

শিক্ষা দপ্তরের প্রাক্তন ডেপুটি ডাইরেক্টরের অধ্যক্ষ হওয়ার নেপথ্য চক্রান্ত!

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

বড় বড় সরকারী এবং আধা সরকারী অফিসের বড় কর্তারা যখন চাকুরীর বয়ঃসীমা অতিক্রম করার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হন তখন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা তাঁদের ব্যবসার মঙ্গলের জন্য সেই সব অবসর প্রাপ্ত অফিসারদের মোটা অঙ্কে কাউকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কাউকে সেক্রেটারী বিভিন্ন পদে বসিয়ে দেন। এরপর এই সব মহামান্য ব্যক্তিরাই নিজ নিজ ফেলে আসা অফিসের জুনিয়ার অফিসারদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে কোম্পানীর মুনাফার বিস্তার করে কোম্পানীর মুনাফার অঙ্ক বেশ কিছু বাড়িয়ে দেন। এই ধরনের কার্য্যকলাপে ব্যাঙ্ক, পোর্ট, পুলিশ এবং রেলের অফিসাররাই বেশী সিদ্ধ হস্ত। তাই বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এঁদের চাকরি দিয়ে কৃতার্থ হন। আর যে সব দপ্তরের প্রতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মোটেই চাহিদা নেই সেই সব দপ্তরের অফিসারদের অবসর নেওয়ার আগেই নানা ফন্দি ফিকিরের মাধ্যমে বিকল্প চাকুরীর ব্যবস্থা করতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর ডঃ জে. কে. চৌধুরীকে ঠাকুর পুকুর বিবেকানন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভের জন্য কতখানি কারসাজির আশ্রয় নিতে হয়েছে তার একটি কথা চিত্র তুলে ধরছি।

আশাকরি পাঠকবর্গ সকলেই জানেন সরকারী দপ্তরে ষাটের বয়সসীমা পেরিয়ে গেলেও শিক্ষালয়ে আরও পাঁচ বৎসর কাজ করা যায়। তাই ডঃ চৌধুরী যখন দেখলেন সরকারী চাকরীর মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে ফেব্রুয়ারী '৭২–এর মধ্যে তখন তার সদাই ভাবনা বিকল্প চাকুরী কোথায় পাওয়া যায়। এমন সময় দেখলেন ঠাকুরপুকুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুশীল রায় মার্চ '৭২ –এর মধ্যে বিদায় নিচ্ছেন অধ্যক্ষ পদ থেকে। ডাঃ চৌধুরী টোপ দিলেন ডঃ রায়কে, ভাবনা কি? অস্থায়ী অধ্যক্ষ পদের পুরো পাঁচ বছরের প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ব্যবস্থা করে দেব, চার মাস ছুটির বেতন ব্যবস্থা করে দেবো এর বিনিময়ে চাই অধ্যক্ষের পদটি। যাতে অবসর নিয়ে একদিনও অকর্ম্মন্য জীবন যাপন করতে না হয়। ডাঃ রায় অর্থের এত ছড়াছড়ি দেখে মাথা গেল ঘুরে, তিনি এক বাক্যে রাজী হয়ে গেলেন। ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভাল। কারণ তখন কোন কমিটি নেই নিজেই সেক্রেটারী, জেলাশাসক শ্রীবি, মুখোপাধ্যায় হলেন সভাপতি। ভাবনা কিসের?

যেমন চিন্তা তেমন কাজ। ডঃ রায় জেলাশাসককে বোঝালেন ঠাকুরপুকুর কলেজে অধ্য হবার যোগ্যতা কারুরই নেই, কলেজকে রক্ষা করতে গেলে একমাত্র যোগ্য লোক হলেন ডঃ জে. কে. চৌধুরী (ডেপুটি ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকসন) জেলাশাসকের সম্মতি নিয়ে ফিরে এলেন ডাঃ রায়। এদিকে এই সব শলাপরামর্শ জানতে পেরে কলেজের অধ্যাপক এবং কর্মচারী সভা করে এর প্রতিবাদ জানালেন, নুতন কমিটি গঠন পর্যন্ত শিক্ষা দপ্তরের সার্কুলার অনুযায়ী সিনিয়র অধ্যাপক দিয়ে কাজ চালানোর অনুরোধও জানালেন। কিন্তু ফল কিছুই হল না। জেলাশাসক তাঁর মন্তব্যে জানালেন– The post of the Principal cannot be kept vacant indefinitely.

গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠতে দেখেই ডঃ রায় একমাস আগেই অবসর নিয়ে ডঃ চৌধুরীকে বসিয়ে দিয়ে গেলেন অধ্যক্ষ পদে। ডঃ চৌধুরী প্রতিশ্রুতি মত সরকারী আইন ভঙ্গ করে এক মাসের ছুটির বেতন এবং প্রফিডেন্ড ফণ্ডের টাকা ডঃ রায়কে দিয়ে দিয়েছিলেন, বাকী ছুটির বেতন দেবার প্রস্তুতিও চলছে।

স্বয়ং শিক্ষা দপ্তরের একজন উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তি অন্যের ন্যায্যদাবীকে পদদলিত করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কতখানি নীচুতে নামতে পারেন, একজন প্রখ্যাত ডক্টরেট কিভাবে অর্থের লালসায় নিজের বিবেককে হত্যা করতে পারেন, এইসব অপকর্ম জেনে শুনে একজন জেলাশাসক কি ভাবে সম্মতি জানালেন এটা সত্যিই ভাববার কথা।

৭ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৭৩, ১৬ই মাঘ, ১৩৭৯, মঙ্গলবার

হসপিটালে অস্থায়ী কর্মীদের কর্ম বিরতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বকেয়া পিএফ সহ একাধিক দাবি নিয়ে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সামনে সকাল থেকেই দেওয়া হবে। আর এইসব কারণ নিয়েই সকাল থেকেই কর্মবিরতির পথে প্রায় শতাধিক অস্থায়ী কর্মী।

আর যার জেরে সকাল থেকেই

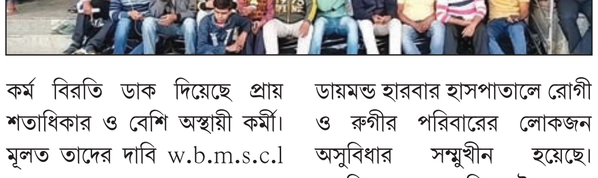

কর্ম বিরতি ডাক দিয়েছে প্রায় শতাধিকার ও বেশি অস্থায়ী কর্মী। মূলত তাদের দাবি w.b.m.s.c.l এর এর মাধ্যমে তারা ডায়মন্ড হারবার হসপিটালে অস্থায়ী কর্মী পদে ২০১৭ থেকে তারা কাজ করছে, কোভিদ পরিস্থিতি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি সময় তারা একটা ডাক্তার বাবু নার্সের সমতুল্য পরিষেবা দিয়ে আসছে রোগীর পরিবারের লোকজনকে। কিন্তু তারপরেও ন্যায্য দাবি থেকে দিনের পর দিন বঞ্চিত হয়েছে তারা। দীর্ঘদিন ধরে তাদের বকেয়া পিএফ সহ একাধিক দাবিকে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোন ফল লাভ হয়নি। অন্যদিকে এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার হসপিটাল কর্তৃপক্ষ তাদের কোন দায়ভার নিতে চাইছে না। অন্যদিকে নতুন কোম্পানির মাধ্যমে তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের বেতন আগের থেকে কমিয়ে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে রোগী ও রুগীর পরিবারের লোকজন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে। একদিকে বেসরকারি কন্ট্রাকচুয়াল কোম্পানির যাঁতাকলে পড়ে অস্থায়ী কর্মীদের কর্ম বিরতি অন্যদিকে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা দুইয়ের যাতা কলে পড়ে অসুবিধার সম্মুখীন রোগীর পরিবারের লোকজন। অন্যদিকে এই অবস্থান বিক্ষোভ নিয়ে ডায়মন্ডহারবার সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের অস্থায়ী কর্মী অনুপ ভান্ডারী জানায় যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দাবি–দাওয়া না মানা হচ্ছে ততদিন এই কর্ম বিরতি চলতেই থাকবে। আমাদেরকে ইচ্ছেমতন ব্যবহার করেছে হসপিটাল কর্তৃপক্ষ কিন্তু দাবি–দাওয়া মানাই হচ্ছে না তাই যতদিন না পর্যন্ত আমাদের দাবি–দাওয়া পূরণ হচ্ছে আমাদের এই কর্ম বিরতি চলতেই থাকবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা, ৪ ফেব্রুয়ারি – ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

ভাষা সন্ত্রাস

পশ্চিমবাংলায় পঞ্চায়েত ভোটের দিন যত এগিয়ে আসছে চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী লাগাম ছাড়া ভাষা সন্ত্রাস আচ্ছন্ন করছে রাজনৈতিক দলগুলিকে। এবারের ভোট হতে চলেছে এক ঘটনাময় আবর্তে। এক দিকে লাগাম ছাড়া দুর্নীতির খবর, পাহাড় প্রমাণ টাকার উদ্ধার, শিক্ষা দফতরের প্রায় অনেক কেষ্ট বিষ্টুরা এখন জেলে। এমন অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে ইদানিং কালে কোনও শাসকদলকে সম্মুখীন হতে হয়নি। ঘটনাচক্রে পূর্বের রাজ্যপাল এখন উপরাষ্ট্রপতি। বর্তমান রাজ্যপাল অনেকটাই সহনশীল, শাসক দলের প্রতি কোনও বিরূপতা লক্ষ্য করা যায়নি আজ পর্যন্ত। বিধানসভায় একদা প্রতাপশালী বামপন্থিরা প্রতিনিধিত্বহীন। দিনের পর দিন যোগ্য চাকরি প্রার্থীরা পথের ধারে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। শাসকদলের কাছে এসব এতদিনে গা সওয়া হয়ে গেছে, ঠিক যেমনটা সরকারি কর্মচারীদের 'ঘেউ ঘেউ করার' আন্দোলন।

রাজনীতির গতি বড়ই বিচিত্র। যে ভাষার মধুর সংলাপে রাজনৈতিক দলগুলি নেতানেত্রীরা জনান্তিকে একাত্ম হয়ে যান, যে ভাষার শব্দচয়নে বিপ্লব বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে সেই শব্দের মুহূর্তে সম্পর্ক ভেঙে দিতে পারে যে সরকারি কর্মচারীরা কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ কিংবা তপশিলী জাতি উপজাতির মানুষ রাজ্যের শাসকদলকে বরণ করেছিল আন্তরিকভাবে আজ তারাই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 'মুখ ফসকে' মতুয়া সম্প্রদায়ের গুরুদেব সম্পর্কে অসম্মানজনক কথা বলেছেন এই অভিযোগে 'ভোট ব্যাঙ্ক' ঠাকুরবাড়ি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ সর্বত্রই রাজনৈতিক নেতা এবং নেত্রীদের বিরোধীপক্ষকে নানা হুমকি এবং অকথা কুকথার ভাষণ ছুঁড়ে দিচ্ছেন প্রতিপক্ষরাও কম যান না।

দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে প্রতিনিয়ত যে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তাতে এ রাজ্যের মান সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে।

অতীতে আমরা দেখেছি যখন শাসক সম্প্রদায় কিংবা বিরোধীপক্ষ কোনও খারাপ শব্দ প্রয়োগ করতেন পরদিন অক্লেশে তারা সেকথা অস্বীকার করে জানাতেন প্রেস তাদের সঙ্গে মিথ্যাচার করছেন। বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির কারণে নেতানেত্রীরা মুখ থেকে ছুঁড়ে দেওয়া মিথ্যাচার বলে আর অস্বীকার করতে পারেন না। একাধিক টিভি চ্যানেল সরাসরি সেসব তুলে ধরছে কোটি কোটি দর্শকদের কাছে। এমনভাবেই বাম আমলের বাম নেতা অনিল বসু কিংবা অভিনেতা নেতা তাপস পাল নিজেদের ভাবমূর্তি ডুবিয়ে ফেলেছিলেন নিজেরাই। সেসব স্মৃতি পাঠকদের মনে আজও অবশ্যই উজ্জ্বল। তবু মাঝে মাঝে নেতা নেত্রীরা অতীতের থেকে শিক্ষা নিতে ভুলে যান। তাই অনায়াসে প্রতিপক্ষকে কদর্য ভাষায় আক্রমণ করে বসেন এবং তাদেরই ভোটারদের সামনে সেসব কথা এবং দৃশ্য মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে যায়।

বলা হয়ে থাকে মানুষ গণমাধ্যমের সংবাদকে বড়জোর ছয় মাস মনে রাখেন। মানুষের এই বিস্মরণের ক্ষমতাকে সঙ্গী করেই ছোট মেজ বড় নেতা নেত্রীদের উদ্ধত আচরণ কমবেশি সব দলকেই সংক্রমিত করেছে। এই সংক্রমণের কোনও ঘাটতি না থাকলেও জনগণ তাদের ভোটের মাধ্যমে এই সব ব্যমোর বালাই দিতে সমর্থ।

ভোট আসে ভোট চলে যায় মানুষের প্রাণ শুধুমাত্র পরিসংখ্যান হয়ে জানান দেয় ভোট কতটা অশান্তিপূর্ণ হয়েছে। তবু নির্বাচন কমিশন একদিকে যেমন ভাষা সন্ত্রাস রুখতে পারে না তেমনি সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভোট দখলও আটকাতে পারে না। জনগণ শুধুমাত্র একটি ভোট দিতে পেরেই গণতন্ত্রের আস্বাদে আনন্দিত থাকে। ভোট প্রার্থীরা এবং তাদের দল এসব বিলক্ষণ জানেন এবং বোঝেন বলেই কোনও স্তরের নেতাকেই মুখে লাগাম টানবার জন্য নির্দেশ দিতে পারেন না।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'বৈরাগ্য প্রকরণ'

যুবকেরা দেহলোলুপতায় মুগ্ধ হয়, বস্তুতঃ সে দেহ রক্ত–মাংস–ত্বক–মল–মূত্র ইত্যাদি নানান ঘৃণ্য উপাদানে গঠিত। ইতত পশুসকলের তা উপাদেয় খাদ্য হয়ে থাকে। যৌবনে কামাত্মক শরীরের প্রতি আগ্রহ নিন্তানই অবিবেময় এবং মোহাত্মক। কামিনীর মোহদৃষ্টি যুবাপুরুষে নিবন্ধ হয়ে যুবচিত্তকে চঞ্চল করে, ফলে ধর্ম–কর্ম বিপন্ন করে যুবকের বিচার, বুদ্ধির বিকৃতি ঘটে। যুগভ্রষ্ট মৃগ যেমন গন্তব্য অন্বেষণে অস্থির ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তেমনই যৌবনচিত্ত কামনাসিদ্ধির জন্য ধনাগম ও নানা অভিসন্ধির জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়, তেমনিই যৌবনচিত্ত কামনাসিদ্ধির জন্য ধনাগম ও নানা অভিসন্ধির জন্য কোন পথে গমন কর্তব্য, সেই বিষেয় সংশয়াকুল হয়। কামপ্রবণতার দরুন শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। কামিনী থাকলে ভোগবাসনা থাকে, যার কামিনী–আকর্ষণ নেই, তার ভোগবাসনা নেই। সুতরাং কামিনী ত্যাগেই জগৎ–ত্যাগ এবং জগৎ–ত্যাগে পরম সুখে সুফী হওয়া যায়। অনন্ত শান্তি লাভ স্বরূপ পরমপ্রদ লাভে আমি কৃতকৃত্য হব, সেই চিন্তাই আমাকে আকৃষ্ট করে। বাল্যকালকে গ্রাস করে যৌবন, যৌবনকে গ্রাস করে জরা। বাল্যকালের কৌতুক–আমোদ, যৌবনের কামলা অতৃপ্ত থাকলেও জরা–মৃত্যুতে জীব কালকবলিত হ। কালের কি রূঢ় ব্যবহার। বৃদ্ধাবস্থায় কামলোলুপতা ক্ষীণ হলেও দেহশক্তির অবনতি ঘটে, এমনকি প্রজ্ঞাও তাকে পরিত্যাগ করে। সকলের সে উপেক্ষার পাত্র হয়ে যায়। হৃদয়তাপদায়িনী এবং বিপদের সহচরী নানা কামনা, অপ্রাপ্তির জন্য খেদ বৃদ্ধকালে উপস্থিত হয়ে তাকে ভীত–সন্ত্রস্ত্র করে।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

এনাকে চেনেন? ইনি হলেন মার্টিন লরেলো যিনি 'মানব পেঁচা' নামেও পরিচিত ছিলেন..ইনি তার পুরো মাথা ১৮০ ডিগ্রী পর্যন্ত ঘুরানোর ক্ষমতা রাখতেন।

দুই নেতা–দুই মেরুতে একই অবস্থানে

নির্মল গোস্বামী

ভারতবর্ষের দুই রাজনৈতিক আইসি– গান্ধিজি এবং নেতাজি। এই যে প্রজাতন্ত্র দিবস গেল। সেখানে জাতীয় পতাকার নিজে কেউ গান্ধিজির ছবি রাখে কেউ বা নেতাজির ছবি রাখে। আবার কোথাও গান্ধিজি নেতাজি দুজনকে এক সাথে পূজিত হতে দেখা যায়। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই দুই নেতার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। তাই ইতিহাসকারেরা সেই ভাবেই তাঁদের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেছেন বিভিন্ন ঘটনায় গান্ধিজীর সুভাষের প্রতি আচরণ একেবারে ব্যক্তি স্বার্থ মুক্ত ছিল না বিশেষ করে সুভাষের দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়াকে গান্ধিজী মেনে নিতে পারেন নি। তিনি বলেছিলেন 'সীতা রামাইয়ার ডিফিট ইজ মাই ডিফিট।' তারপরের ইতিহাস সকলেরই জানা। সুভাষ আলাদা দল গঠন করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। রাজনীতি মতভেদ থাকবে দলের মধ্যে মতভেদ থাকাটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু মতভেদটা হওয়া চাই আদর্শগত। পথ ও পন্থা নিয়ে বিরোধ থাকলেই সেটা যেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে না যায়– তা নেতাদের দেখা উচিত। গান্ধিজির মতো মানুষ ও সুভাষ বিরোধীতাকে অনেক সময় ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামিয়ে এনেছিলেন।

সুভাষ আইসিএস পরীক্ষায় চতুর্থ হলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করলেন ইংরেজ সরকারের গোলামি করবেন না। দেশ সেবা করতে চান। ভারতে ফিরে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে দেখা করলেন। দু–আড়াই ঘন্টা ধরে গান্ধজীর সঙ্গে আলোচনা হল। কিন্তু গান্ধির কোন পরিকল্পনাই সুভাষের সঠিক বলে মনে হল না। স্বাধীন ভারত গড়ার কোন ভবিষ্যত পরিকল্পনাই গান্ধিজির মধ্যে ছিল না। সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকেই গান্ধিজির সঙ্গে রাজনৈতিক মত বিরোধ শুরু হয়েছিল সুভাষের। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে মত বিরোধ হয়েছে গান্ধি সুভাষের। সুভাষের শরীর খারাপ। ইউরোপে যাবেন স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। তখন তাঁর পরিচিতি সেভাবে হয়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজী দুইজনের কাছে পরিচয় পত্র চেয়েছিলেন যাতে করে ইউরোপে গিয়ে কোন অসুবিধায় পড়তে না হয়। রবীন্দ্রনাথ পত্র পাঠালেন কিন্তু গান্ধিজি পাঠালেন না। মনের দুঃখে সুভাষ জাহাজে বসে রবীন্দ্রনাথের পত্রখানিও ছিঁড়ে ফেললেন।

এইরকম নানান ঘটনায় গান্ধিজির আচার–আচরণ বা সিদ্ধান্তগুলো বিচার বিশ্লেষণ করলে অনেকেরই নে বিরাগ জন্মাতে পারে। বিশেষ করে সুভাষ অনুগামীদের মধ্যে গান্ধিজির প্রতি অশ্রদ্ধা জাগাটাই স্বাভাবিক। গান্ধিজির দেশভক্তি বা স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্খা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পরে। ফলে গান্ধি অনুগামীরা যেমন সুভাষকে অপছন্দ করে, তেমনি সুভাষ অনুগামীরা মনে মনে গান্ধিজির বাপান্ত করতে ছাড়ে না।

যখন ছাত্র রাজনীতি করতাম তখন ডিএসওর ছাত্র নেতারা সুভাষ ও গান্ধিকে ব্যাখ্যা করেছিল খুব সুন্দরভাবে। ধরা যাক দুটো মা। একজন গ্রাম্য মা অজ পাড়া গাঁয়ে থাকে। আর একজন শিক্ষিত শহুরে মা। শহরে বাস করেন। এখন দুই মায়ের একটি করে সন্তান আছে। একদিন দুই সন্তানেই কঠিন অসুখ করল। শহরের মা আধুনিক বিজ্ঞান

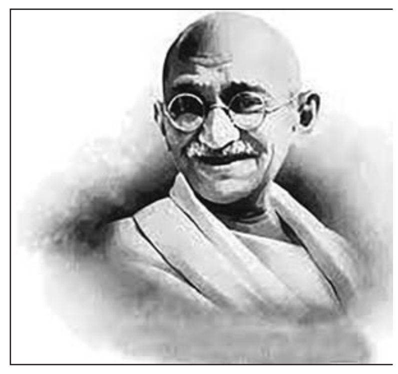

সম্মত চিকিৎসা করিয়ে ছেলেকে সারিয়ে দুলল। কিন্তু গ্রামের মা তিনি আধুনিক চিকিৎসা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। তিনি সেই প্রাচীন পদ্ধতি জলপোড়া, তেলপোড়া আর দেবদেবীর কাছে গিয়ে পড়ে রইলেন ছেলের অসুখ যাতে সারে। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে তিনি ছেলেটিকে বাঁচাতে পারলেন না। এখন এই ঘটনার যদি এইভাবে বিশ্লেষণ করা হয় যে শহরের মা তাঁর ছেলেকে গ্রামের মার থেকে বেশি ভালবাসত। তাই তার ছেলে বেঁচে গেল। এবং গ্রামের মা শহরের মার থেকে তাঁর ছেলেকে কম ভালবাসতো তাই তাঁর ছেলে মারা গেল; তাহলে ভুল হবে। মাতৃত্বের প্রশ্নে উভয়েই সমান দাবীদার। একজন মা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আর একজন মা সে সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। তাই পরিণতি এক হল না। তাই বলে তাঁর মাতৃত্বের কোনও ত্রুটি ছিল তা বলা যায় না।

ঠিক সেই ভাবে দেশভক্তির বিচারে গান্ধিজি এবং নেতাজির মধ্যে কারও কম বেশি ছিল একথাও বলা যায় না। দেশপ্রেম কারো কম ছিল না। একজনের ধ্যান ধারণা যুগোপযোগী ছিল না এটুকু বলা যায় মাত্র। আমি নিত্যকালে শুনেছি অনেকে গান্ধিজীকে ভণ্ড বলে গান্ধি যদি ভন্ড হতেন তাহলে তাঁর পিছনে সারা ভারতবর্ষ জড়ো হতো না। আত্মশক্তিতে নেতাজি এবং গান্ধিজি কেউ কারো থেকে কম নয়। সত্য নিষ্ঠায় উভয়েই অবিচল থেকেছেন। একজন সশস্ত্র বিপ্লবকেই জীবনের মূলমন্ত্র করেছেন অপর জন অহিংসাকেই আঁকড়ে থেকে জীবন দান করেছেন। হ্যাঁ একথা অবশ্যই ঠিক যে শাসক ইংরেজ গান্ধিজীমে বেশি ভালবাসত তাঁদের স্বার্থে। গান্ধিজীর পথ ইংরেজদের সুবিধা হয়েছিল। কিন্তু সুভাষের পথকে তারা ভয় পেয়েছিল। ভারতবর্ষে রাজ্যপাট টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে সুভাষ ছিল বড় বাধা গান্ধিজি ততটা নয়। কিন্তু দেশপ্রেমের প্রশ্নে কাউকে ছোট করে দেখানো মানে সত্যের অপমান করা। মারের বদলে মার দেওয়ার ক্ষেত্রে যেমন শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়। তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেতে গেলেও মনের শক্তির দৃঢ়তার প্রয়োজন হয়। শক্তি একই দুই ভাবে তার বহিঃপ্রকাশ হয়। যে অহিংসার বাণী তিনি শুধু প্রচার করেনি, নিজ জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন তা হয় তো বা স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু মানুষের চরিত্র গঠন বা দেশ গঠনের ক্ষেত্রে তার মূল্য ছিল অপরিসীম। আজ সারা বিশ্ব তাঁর শ্রেণী সমন্বয় তত্ত্বের উপরই নির্ভরশীল।

নেতাজি গান্ধিজির মধ্যে মত ভেদ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অটুট ছিল। তাই সুভাষ গান্ধিজিকে জাতির জনক আখ্যা দিলেন। আর গান্ধিজি সুভাষকে দেশপ্রেমিকদের রাজপুত্র বলে উল্লেখ করনে। এই যে পারস্পরিক বোঝাপড়া তা চতুর ইংরেজরা কিন্তু জানতেন। তাই ১৯৪৫এর ১৮ আগস্টের পর একদিন ইংরেজ গোয়েন্দারা গান্ধিজীর বাসভবনে তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি করলেন তাদের ধারণা সুভাষকে গান্ধিজি লুকিয়ে রাখতে পারেন। আবার সুভাষের মৃত্যুর খবর শুনে গান্ধিজী বিশ্বাস করেন নি। বলে ছিলেন ওউর কিসিকা লাশ জ্বলা দিয়া হোগা। সুভাষ মর নেহি সকতা। এবং গান্ধিজী বসু পরিবারের কাছে অনুরোধ করেছিলেন সুভাষের পারলৌকিক ক্রিয়া না করতে। স্বাধীনতার অমৃত বর্ষে উভয় নেতাকে সশ্রদ্ধ প্রণাম।

পাকিস্তান আছে পাকিস্তানেই

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

পাকিস্তানে পঞ্জাব প্রদেশের ওয়াজিরাবাদে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক হামলা পাকিস্তানের রাজনীতি কোনও কৃষ্ণগহ্বরে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে একটু আলোকপাত করতে চাই। পাকিস্তানের রাজনীতি আবর্তিত হয় ভারতবর্ষকে একরকম টার্গেট করেই। কথাটা একটু খোলাখুলিই বলি, পাকিস্তানে জনপ্রিয় নেতা হতে গেলেই সর্বাগ্রে যেটা প্রয়োজন সেটা পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের অন্ধ ভারত বিদ্বেষ। ভারতের বিরুদ্ধে যে যত বেশি মুখ খুলবে বা গ্লাডস্টোন বা ড্রিসেলির মতো অপপ্রচার মিথ্যার বেসাতি করতে পারবে সে বা তিনি তত বেশি জনপ্রিয় হবেন। তাই পাক নেতাদের মধ্যে সর্বদা একটা কম্পিটিশন চলে, কে বেশি ভারত বিরোধী বিষ উগরে দিতে পারেন। স্বাধীনতার পর থেকে কোন দিন পাকিস্তানে গণতন্ত্র বলে কিছু ছিলই না। সবসময় প্রশাসন চলতো মিলিটারি এবং আইএসআইএর অঙ্গুলি হেলনে। নির্বাচিত একটা সরকার নামকা ওয়াস্তে অবশ্যই ছিল, তবে সেটা ছিল পুতুল সরকার। বিশ্ব রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারবারিরা বা বিশ্বে বৃহৎ শক্তি ধর দেশগুলো তা সবটাই জানে। রাষ্ট্রসংঘ সব দেখে বুঝেও চুপচাপ থাকে। সন্ত্রাসবাদ কখনও কোনও দেশের রাষ্ট্রনীতি হতে পারে না। পাকিস্তান জেনে বুঝেই মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদকেই আঁকড়ে ধরে আছে সেই স্বাধীনতার পর থেকে কোনদিন পাকিস্তানে গণতন্ত্র বলে কিছু ছিলই না। সবসময় প্রশাসন চলতো মিলিটারি এবং আই.এস.আই এর অঙ্গুলি হলনে। নির্বাচিত একটা সরকার নামকা ওয়াস্তে অবশ্যই ছিল, তবে সেটা ছিল পুতুল সরকার। বিশ্ব রাজনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারবারিরা বা বিশ্বে বৃহৎ শক্তি ধর দেশগুলো তা সবটাই জানে। রাষ্ট্রসংঘ সব দেখে বুঝেও চুপচাপ থাকে। জেনেবুঝেই মৌলবাদ তথা সন্ত্রাসবাদকেই আঁকড়ে ধরে আছে সেই স্বাধীনতার পর থেকেই। সেইজন্য তাকে মূল্যই দিতে হয়েছে হাড়ে হাড়ে। কিন্তু কিছুই শিক্ষা নেয়নি। ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে এবং ভৌগলিক অবস্থান জনিত কারণে পাকিস্তান কোন না কোন বৃহৎশক্তির মদত পেয়ে এসেছে বরাবর। বর্তমানে চিনকে দোসর করেছে। চিনই এখন ওদের ফ্রেন্ড ফিলজফার অ্যান্ড গাইড। চিনের ভেটো দেওয়ার কারণেই পাকিস্তান আজও সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত হতে পারেনি। প্রত্যেকেই শুধু নিজেদের স্বার্থেই পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে মদত দিয়ে চলেছে। ভারত বহুদিন ধরেই প্রচুর চিৎকার–ধিক্কার–চেঁচামেচি করে চলেছে। বিশ্ব দরবারে হাজারো প্রমাণ দাখিল করেও কোনও ফল হয়নি, কিন্তু যেইমাত্র নিজের ঘরে আগুন লাগলো, সেই ১১ই সেপ্টেম্বর, তখনই ঘুরে দাঁড়ালো এবং কিছুটা সবক শিখলো। এখন তো অনেকেই ভারতের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বদ্ধ পরিকর।

পাকিস্তান ১৯৪৮–এ থাপ্পড় খেয়েছে শিক্ষা নেয়নি, ১৯৬৫ সালে আবার থাপ্পড় খেয়েছে শিক্ষা নেয়নি, ১৯৭০–৭১ সালে তো ঢাকিসুদ্ধ বিসর্জন হলো তবুও শিক্ষা নেয়নি। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় মূর্খরা কোনদিনই ধর্মের কথা শোনেনি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে গুলি বন্দুক ও প্রাণঘাতী হামলা একটা যেন গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। এক সঙ্গেই দুটি দেশ স্বাধীন হলেও এপারে যখন আজাদিকা অমৃত মহোৎসব, ওপারে তখন হকিকি আজাদি মার্চ। জেনারেল জিয়া উল হক থেকে পারভেজ মোসারফের আমল পর্যন্ত বারে বারে ফিরেছে সেনা অভ্যুত্থান ও ফৌজি শাসনের অন্ধকার দিন। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলিখানকে গুলি করে হত্যা করা হয় স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পরেই। সেই থেকে বার বার রক্তাক্ত হয়েছে জিন্না সাহেবের তথাকথিত পবিত্র মাটি। কখনও সেনা অভ্যুত্থান কখনও জঙ্গি হামলা অশান্ত করেছে পাকিস্তানের আকাশ। তার আঁচ এসে পৌঁছেছে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতীয় ভূখণ্ডে। অতি সম্প্রতি আমরা দেখলাম হুবহু বেনজির ভুট্টোর হত্যারই রিপিট টেলিকাস্ট। প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইমরান খান আক্রান্ত। কপাল জোরে বেঁচে গিয়েছেন। জুলফিকার আলি ভুট্টোর কথা তো সবার জানা। ইমরান বর্তমানে

চিকিৎসাধীন আছেন লাহোরের হাসপাতালে। তবে এটা সত্যি যে এই ঘটনা পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে কিছুটা হলেও ঝড় তুলে দিয়েছে। অশান্ত পাকিস্তান কোনদিনই ভারতের পক্ষে শুভ নয়। পাকিস্তান যত রক্তাক্ত হবে ততই দেশের নিয়ন্ত্রণ চলে যাবে সেনাবাহিনী ও জঙ্গিদের হাতে। সেক্ষেত্রে পাকিস্তান নতুন করে ভারতের পক্ষে বিপদ ডেকে আনবে না, সেটা কে বলতে পারে? পাকিস্তানে রাজনৈতিকভাবে একটি গণতান্ত্রিক স্থিতিশীল সরকার বিশেষভাবে দরকার। এতে শুধু পাক জনগণের কল্যাণই হবে তা নয়, এই উপমহাদেশের কল্যাণের জন্যও দরকার। রাষ্ট্র সংঘ যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝবে ততই মঙ্গল।

এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে ভারতে যতটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, যতটা বিকশিত হয়েছে পাকিস্তানে তার ছিঁটেফোঁটাও হয়নি।

অসামরিক নাগরিক জীবনের প্রসার রুদ্ধ হওয়ার কারণেই পাকিস্তানের সামগ্রিক উন্নয়ন ও সামগ্রিক প্রসারও রুদ্ধ হয়েছে বারে বারে। এখনও সে দেশে নির্বাচিত কোন সরকারের প্রধান নিয়ন্ত্রক চারটি স্তম্ভ– সেনাবাহিনী, আইএসআই, সেনা মদত পুষ্ট কট্টর জঙ্গি সংগঠন এবং অতি সক্রিয় বিচারব্যবস্থা। এই চার নিয়ন্ত্রকের টানাপোড়েনেই বারবার রক্তাক্ত হয়েছে পাকিস্তানের মাটি। গণতন্ত্র ও নির্বাচনে জয়ী সরকারের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার অর্থই দেশে ফৌজি শাসন কায়েম হওয়া। বেনজির ভুট্টোকে কারা খুন করলো তার নিস্পত্তি আজও হয়নি। জুলফিকার আলি ভুট্টো পাকিস্তানের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল জেনারেল জিয়াউল হকের ফৌজি জমানায়। বিচারের প্রহসন করে জেনারেল জিয়া ভুট্টো সাহেবকে ফাঁসিতে চড়িয়েছিলেন। সেই ট্রাডিশন আজও চলছে। তাই নাগরিক অধিকার, মানবাধিকার, নির্ভেজাল নারী স্বাধীনতা জিন্নার দেশে সোনার পাথরবাটি।

অথচ একই সময় স্বাধীন হওয়া দুটি দেশ যদি পরস্পর হাত ধরাধরি করে চলতো, ভাবের আদান প্রদান, নাগরিক উন্নয়ন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো নির্মাণে পরস্পর সহযোগিতা সহ নিজ নিজ সীমান্ত রক্ষায় প্রতিবেশি দেশের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে কূটনৈতিক সম্পর্কে উষ্ণতা এনে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারতো, তবে বিশ্ব মানচিত্রে এবং রাজনীতিতে একটা জায়গা করে নিতে অনায়াসেই পারতো। ভারতের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোনও কসুর ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান কখনও ভারতের ডাকে সাড়া দেয়নি। ইসলাম সে সৌভাতৃত্ব শিক্ষা দেয় তা পাকিস্তানের কোনো ফৌজি শাসকই কানেও তোলেনি। বরং আদাজল খেয়ে অন্ধ ভারত বিরোধিতা ও কট্টরপন্থীদের মদত দিয়ে গরীব ঘরের ছেলেদের সন্ত্রাসবাদে দীক্ষা দিয়ে কাশ্মীর সীমান্তকে অগ্নিগর্ভ করে তুলছে প্রতিনিয়ত। পাকিস্তানের রাজনীতিতে টিকে থাকার এটাও নাকি এক শর্ত। পাকিস্তান বুঝতেই পারছে না, ভারত–পাকিস্তান যদি একজোট হয় তবে দুই দেশের মিলিত শক্তিকে সারা বিশ্ব সমীহ করতো। এই উপমহাদেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতো। মহাশক্তিধর দেশগুলি তা চায় না, এটা ভারত যেমন বুঝতে পারে পাকিস্তানও বোঝে। তথাপি তারা সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে ভারতের দিকেই অস্ত্র তাক করে আছে। সর্বত্রই একটা ছায়া যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি করে রাখতে সমানে তৎপর হয়ে আছে। এর ফল কোন দিনই ভাল হবে না ভাল হতে পারে না। দুই দেশের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। একশো পয়ত্রিশ কোটি জনজাতির এই মহান দেশ ভারত যদি একবার শুধু ফরোয়ার্ড মার্চ করে তবে তো খেল খতম, পয়সা হজম। এটা পাকিস্তান যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই তার মঙ্গল। পাকিস্তানকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্ব মানচিত্রে সে টিকে থাকবে না মুছে যাবে।

পাকিস্তানের আম জনতা কখনই সন্ত্রাস চায় না। এমনিতেই তারা জঙ্গি দৌরাত্ম্যে ও ফৌজি বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ। কোভিডের আঘাতে সে দেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রয়োজনীয় জ্বালানি ও অন্যান্য খরচ মেটানোর বিদেশি মুদ্রা হাতে থাকবে কি না তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে। তার উপর সাম্প্রতিক বন্যায় দেশটা আরও লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। এই পটভূমিতে ইমরান খানের উপর গুলি বর্ষণে দেশটা আবার অশান্ত হয়ে উঠলে তা পাকিস্তানের জনগণের কাছে কোনও ইতিবাচক বার্তা বয়ে আনবে না। পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক হাসপাতাল থেকেই সে ভঙ্গিতে তর্জনী তুলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে তার বিরাট প্রভাব পড়বেই।

তাই বন্ধু! সবিনয়ে বলছি যুদ্ধবিগ্রহ কোন দেশেই মঙ্গলবার্তা বয়ে আনতে পারে না। তাই একটা ক্ষুদ্র মানুষের অতি ক্ষুদ্র পরামর্শ দিচ্ছি একবার ভেবে দেখো। মিত্রো! আমন কো সাথ লাও, শান্তি কা বাতাবরণ তৈয়ার রক্ষো, খুদ জিয়ো দুসরো কো জিনে দো।

অসতো মা সদ্গময়োঃ তমসো মা জ্যোতির্গময়োঃ।

দেশ দেশান্তরে

সংকটে পাকিস্তান

প্রণব গুহ

জন্ম হওয়ার পর থেকে অদক্ষ পরিচালনায় সন্ত্রাসে মদত জুগিয়ে উন্নয়ন পিছনে চলে গিয়েছে পাকিস্তানের। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। ৭৫ বছরেই ধনে মানে নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টুকরো হয়ে যাওয়া একটি ছোট্ট ভুখন্ড। এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী পাকিস্তানের ধর্মান্ধ পরিচালকরা। শুধু ভারতের বিরুদ্ধচারণ করবে বলে পাকিস্তান আর চিনের পদলেহন করে গিয়েছে। উন্নয়ন ছেড়ে একটাই লক্ষ্য ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদত দেওয়া। আর এই সুযোগে সন্ত্রাস স্বপ্নে বুদ হয়ে থাকা পাকিস্তানের ধন সম্পদ লুটে নিয়ে গিয়েছে আমেরিকা ও চিন।

বৈদেশিক মুদ্রা শেষ করে জ্বালানি আর মুদ্রাস্ফীতির সংকটে খাবি খাওয়া পাকিস্তান এখন দ্বারস্থ হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি ফান্ড বা

আইএমএফের। তাদের মিশন প্রধান নেথান পোর্টার ও এস্থার পেরেজ রুইজ ইতিমধ্যে ঋণের প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা করেছেন পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ঈশাক দার এবং স্টেট ব্যাংকের গভর্নর জামিল আহমেদের সঙ্গে। উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তান সরকারের আর এক প্রতিনিধি আয়েশা পাশা ও প্রধানমন্ত্রীর দুই সহকারী তারিক বাজওয়া এবং তারিক মেহমুদ পাশা। নানা স্তরে ঋণ দেওয়া নিয়ে ধারাবাহিক বৈঠক চলবে।

সূত্র মারফত জানা গিয়েছে জ্বালানি, শক্তি ও বিদ্যুতে ভর্তুকি বন্ধ করার শর্ত আগেই দিয়েছে আইএমএফ। এমনকি আইএমএফ জানিয়ে দিয়েছে ঋণ নিতে গেলে অসামরিক ও নিরাপত্তায় বেতন সহ অপ্রয়োজনীয় খরচ ছাঁটাই করতে হবে পাকিস্তানকে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে আইএমএফের আরও বেশ কিছু শর্ত চাপতে চলেছে পাকিস্তানের ঘাড়ে। তবে আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে এসব শর্ত মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া পাকিস্তানের। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহলের প্রশ্ন এই ঋণ কি আদৌ বর্তমান সংকট থেকে মুক্ত করতে পারবে পাকিস্তানকে। বিশেষজ্ঞ মহলের মতে পরিচালকদের মুখ বাঁচাতে নেওয়া এই ঋণের শর্ত আরও দুর্দশায় ফেলবে পাকিস্তানবাসীদের। ভর্তুকি বন্ধ ও খরচ ছাঁটাই হলে আর্থিক সংস্কার হবে ঠিকই কিন্তু জিনিসপত্রের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে। এর ফলে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা করছে আন্তর্জাতিক মহল। প্রশ্ন পাকিস্তান কি ফের পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি হয়ে পড়বে? তেমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছেন না বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের ধারণা রাজনৈতিক ভাবে না হলেও অর্থনৈতিক পরাধীনতা অপেক্ষা করছে পাকিস্তানের জন্য। সারা বিশ্ব বর্তমানে অপেক্ষা করে রয়েছে আরও একটা মন্দার জন্য। কোভিডের পর যা প্রায় অবশ্যম্ভাবি ছিল। সব দেশ চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে কিভাবে আগামী মন্দার প্রভাব থেকে নিজেদের অর্থনীতিকে রক্ষা করা যায়। ভারত তো এর মধ্যেও আগামী বছরের বাজেটে দেশবাসীকে স্বস্তি দেবার চেষ্টা করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে উন্নয়নের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেশ পরিচালনার জন্য।

আসলে পাকিস্তানকে ভাবতে হবে ধর্মান্ধতা, সন্ত্রাস কোনো দেশের মূল লক্ষ্য হতে পারে না। প্রকৃত দেশ গড়ার জন্য চাই দল মত ধর্ম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো দেশের পদলেহন মানে তার কাছে নিজেদের বিক্রি করে দেওয়া। দুর্দিনে পাশে দাঁড়াবার মতো বন্ধুকে চিনতে হবে পাকিস্তানকে। এতদিন যাদের পদলেহন করেছে সেই আমেরিকা, চিন যে বন্ধু নয় তাতো আজ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। যে দেশ পাকিস্তানের বন্ধু হতে পারতো ভুখন্ড দখল করে, বার বার সন্ত্রাসে বিদ্ধ করে সেই ভারতকে দূরে ঠেলে দিয়েছে পাকিস্তান। ভেবেছে এতেই বুঝি শান্তি মিলবে, কিন্তু টা যে ভুল তার প্রমাণ মিলছে আজ। তবু লাগোয়া মাটিতে জনজীবন অস্থির হলে প্রতিবেশীর উদ্বেগ স্বাভাবিক। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই। পাকিস্তানকে গভীরভাবে ভাবতে হবে আগামীতে কোন পথ তারা বেছে নেবে।

পাঠকের কলমে

খবরের জেরে অবশেষে বদলে গেল আলো

এলইডি আলোর কারণে আমাদের এলাকায় বিঘার পর বিঘা জমিতে ফলন্ত ধানের ধারাবাহিক মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছিল।সে এক অকল্পনীয় সমস্যা! আমাদের এলাকার কৃষিজমির পাশেই থাকা পুরসভার স্ট্রিট লাইটপোস্টগুলিতে এলইডি আলো লাগানো হয়েছিল। রাতভর সেই এলইডি আলোর ছটার একাংশ ধানের জমিতেও পড়ত। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখছিলাম এলইডি আলোর ছটার ওই অংশের মধ্যে থাকা ধানের ফলন মার খাচ্ছিল এবং এর ফলে আমরা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলাম। এই ব্যাপারটা আমাদের অবাক করে দিচ্ছিল। পরবর্তীতে আমাদের এই সমস্যা নিয়ে লেখা আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রতিবেদন মাধ্যমে জানতে পারি এলইডি আলোয় থাকা ক্ষতিকর আল্ট্রাভায়োলেট রে'এর কারণে ফসলের ফলনে এভাবে মার খাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর পরপরই আমরা পুরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমরেন্দ্রনাথ দাসের কাছে গিয়ে সমস্যার কথা বলে এলইডি আলোগুলি বাতিলের দাবি জানিয়েছিলাম। কিন্তু, বছর খানেক আগে সর্বপ্রথম আলিপুর বার্তা পত্রিকায় আমার মতো অসংখ্য চাষির এই অভূতপূর্ব মারাত্মক ক্ষতির খবরটি প্রকাশ হলেও দাঁইহাট পুরসভা কর্তৃপক্ষ দীর্ঘদিন উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছিল। অবশেষে মাসাধিক কালে আগে পুরসভার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অসংখ্য স্ট্রিট লাইট পোস্ট থেকে এলইডি আলোগুলি খুলে পুনরায় টিউবের আলো লাগিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সেবার আলিপুর বার্তা পত্রিকার প্রথম পাতায় দেবাশিস রায়ের কলমে যেভাবে ধানের ফলনে এলইডি আলোর ক্ষতিকর প্রভাবের তথ্য সম্বলিত এবং ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তাতে আমরা অভিভূত। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আলিপুর বার্তা পত্রিকা এভাবে কলম না ধরলে আমাদের এই অভাবনীয় সমস্যার সমাধান হয়তো হত না। এজন্য আমার মতো ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের পক্ষ থেকে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একইসঙ্গে আলিপুর বার্তা পত্রিকার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিও কামনা করছি।

সঞ্জয় দেবনাথ
বেড়া মিল পাড়া
দাঁইহাট, পূর্ব বর্ধমান

আয়ারল্যান্ড থেকে সুন্দরবনে

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভালোবাসার শক্তি কোন কিছুতেই হার মানে না। ভালোবাসা দিয়ে গোটা পৃথিবী জয় করা যায়।তা প্রমাণ করে দিলেন এক বিদেশী মহিলা। সুদুর আয়ারল্যান্ড থেকে ভালোবাসার টানে সুন্দরবনে চলে এসেছেন সিনেট ফক্স নামে এক মহিলা। তবে এই মহিলার ভালোবাসা একটু ব্যতিক্রম। তিনি ভালোবেসেছেন সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভকে। গোটা পৃথিবী যখন বিশ্ব উষ্ণায়নের শিকার হয়ে পড়েছে। তখন নিজেকে ভালোবাসার আগে পরিবেশকে ভালোবাসা দরকার কথাটি এই মহিলাটি মনে করেছেন। সুন্দরবন পৃথিবীর অক্সিজেনের একটি বড় ভান্ডার। তাই সুন্দরবন বাঁচলে গোটা পৃথিবী রক্ষা পাবে এমনটাই মনে করেন আয়ারল্যান্ডের এই মহিলা। তাই তিনি ম্যানগ্রোভ রক্ষার বার্তা দিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝ।খালিতে চলে এসেছেন সবুজ বাহিনীর মহিলাদের সাথে দেখা করার জন্য। ঝ।খালী সবুজ বাহিনীর মহিলারা দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ঝড়খালীর বিভিন্ন প্রান্তের নদী বাঁধের পাশে ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করে চলেছেন সুন্দরবন রক্ষার জন্য। এদিন তিনি সবুজ বাহিনী মহিলাদের সাথে বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ম্যানগ্রোভ দেখেন। মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তিনি জেনেছেন। বিশেষ করে ব্যাঘ্র বিধবা মহিলাদের কথা তার

মনে দাগ কেটে গেছে। তিনি খুব ব্যথিত হয়েছে সুন্দরবনের মানুষের জীবন জীবিকার কথা শুনে। মহিলা নিজের হাতে নদীবাঁধের পাশে ম্যানগ্রোভের চারা রোপন করেন এবং গ্রামের মহিলাদের হাতের রান্না খেয়ে খুব খুশি হয়েছেন। সবুজ বাহিনীর মহিলারা একটি টি–শার্ট উপহার দিয়েছেন। যাতে লেখা আছে সেভ সুন্দরবন সেভ ম্যানগ্রোভ। সিনেট ফক্স আশ্বাস দিয়েছেন আগামী দিনে সুন্দরবনের মানুষের পাশে থাকার।

বিএসএফের সাধারণতন্ত্র দিবস পালন বাগদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার বাগদা সীমান্তে ভারতবর্ষের সংবিধান এবং প্রজাতান্ত্রিক ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতে বিএসএফের পক্ষ থেকে পালিত হয় ৭৪তম সাধারণতন্ত্র দিবস। এদিন সকালে বিএসএফের ৬৮ নং ব্যাটেলিয়নের তরফে 'সিভিক অ্যাকশন প্ল্যানের' অন্যতম জাতীয় কর্মসূচির সমাপ্তি ঘটানো হয়। ফৌজি আদলে বাগদা হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএসএফের কমান্ডেন্ট এ রাজেন্দ্রণ, ডিসি সহ বাগদা সীমান্তে কর্মরত বিএসএফের বিভিন্ন আধিকারিকবৃন্দ। এনসিসির

কর্মকর্তা, বাগদা হাইস্কুলের সহ প্রধান শিক্ষক অভিজিত মণ্ডল, শিক্ষক দেবাশিস মণ্ডল, মনোরঞ্জন রায়, ডা. উত্তম সাহা, প্রধান অঞ্জলি রায়, আনারুল দফাদার প্রমুখ।

বিজেপির নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৭৯ সালের ৩১ জানুয়ারি তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর নির্দেশে পুলিশ যে ভাবে মরিচঝাঁপির ছিন্নমূল উদ্বাস্তু হিন্দু নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এর উপর নির্মম অত্যাচার ও গুলিকরে খুন করেছিল বর্বর সরকার। সেই সকল শহিদ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা ও আত্মার শান্তি কামনা করে পালন করা হল মরিচঝাঁপি দিবস, ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিষ্ণুপুর বিধান সভার অর্ন্তগত ভাণ্ডারিয়া কাস্তেকুমারী অঞ্চলের গাববেড়িয়া বাজার মোড়ে। জেলা সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটুর আয়োজনে ২ নং মণ্ডলের সহযোগিতায়।

বিজেপির তপঃশিলি মোর্চার জেলা কার্যকারীনি সভা অনুষ্ঠিত হল আমতলা জেলা বিজেপির কার্যলয়ে। উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিজেপির তপঃশিলি মোর্চার সভাপতি সুদীপ আদিত্য দাস রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি কৃষ্ণা বৈদ্য জেলা কনভেনার নিতিশ মণ্ডল সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ সরদার জেলা বিজেপির তপঃশিলি মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ বৈদ্য সাধারণ সম্পাদক অগ্নিশ্বর নস্কর সহ অন্যান্য নেতা নেত্রীগণ। ডায়মন্ড হারবার সাংগঠনিক জেলার বিষ্ণুপুর বিধানসভার মন্ডল–৪ পঞ্চায়েত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। প্রধান বক্তা রাহুল সিনহা প্রাক্তন রাজ্য বিজেপির সভাপতি, নিতিশ মণ্ডল কনভেনার ডায়মন্ড সাংগঠনিক জেলা বিজেপি, সুফল ঘাঁটু সহ সভাপতি জেলা বিজেপি, প্রিতম দত্ত রাজ্য নেতা জয়েন্ট ইনচার্জ জেলা বিজেপি।

রেলের বহু জমি ও কোয়ার্টার

একের পাতার পর

পরেও ল্যান্ড রেকর্ডস রেজিস্টার আপডেট করে না আঞ্চলিক রেলগুলি। রেলের ল্যান্ড প্ল্যানেই ৪ শতাংশ গায়েব হয়ে গিয়েছে। ১২টি জোনের ল্যান্ড প্ল্যানে জমির পরিমাণের কোনও উল্লেখ নেই। তাই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় নথিপত্র ঠিক করতে হবে আঞ্চলিক রেলকে। রেলের জমি জবরদখল রুখতে রেলমন্ত্রীকে নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করতে হবে। বাকি প্ল্যান ওয়েবসাইটে তুলতে হবে। সব প্ল্যান উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুমোদন করবেন। কারণ এখন ওয়েবসাইটে যে প্ল্যান তোলা আছে তার সিংহভাগের ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। প্রচুর রেল জোনে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সেল নেই। ফলে জমি সংক্রান্ত ন্যূনতম তথ্য অনেক জায়গায় পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য, হুগলির ভদ্রেশ্বরে গঙ্গার ধারে গুডস শেড রয়েছে। সেখানে জুট মিলের পাটজাত বস্তার গাঁট মালবাহী ওয়াগানে লোডিং হয়ে বিভিন্ন জায়গায় যায়। এখন সেখানে রেলের কোয়ার্টারগুলি একেবারে ফাঁকা রয়েছে। বর্তমানে কর্মচারী বা স্টাফরা কেউই সেগুলি ব্যবহার করে না। তার বদলে সেই জায়গায় বহিরাগত লোকেরা বহাল তবিয়তে ব্যবহার করছে। যদিও অনেক জায়গায় এই একই তথ্য পাওয়া যায়।

'গঙ্গা বিলাস' ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে নেট রুটেই মানসভ্রমণ ছাপোষা বঙ্গবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : পঞ্চায়েত ভোটের গরমাগরম আলোচনার মধ্যেই বঙ্গের বুকে 'গঙ্গা বিলাস' ঢুকে পড়ল। আর সেই সঙ্গে এই বিলাসবহুল রিভার ক্রুজের রাজকীয় হাবভাবের প্রচারে বঙ্গবাসীর নজর আটকে গেল বেশ খানিকটা।বলা যেতে পারে, পঞ্চায়েত ভোটের মুখে পাড়ার ঠেকে ঠেকে রাজনৈতিক দলগুলির ঠোকাঠুকির প্রসঙ্গের পাশাপাশি 'গঙ্গা বিলাস' ঘিরে বঙ্গবাসীর কৌতূহলও তুঙ্গে।পশ্চিমবঙ্গে যেদিন 'গঙ্গা বিলাস' প্রবেশ করেছিল কার্যত সেদিন থেকেই আড্ডাবাজ রাজ্যবাসীর একটা বড়ো অংশের আলোচনার অন্যতম বিষয় হয়ে উঠেছে এই বিলাসবহুল রিভার ক্রুজ।এমনকি, সপ্তাহখানেক ধরে বঙ্গে গঙ্গের বুক বেয়ে ইতিমধ্যেই এটি কলকাতার কোল ঘেঁষে ধীরে ধীরে বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হলেও এখনও 'গঙ্গা বিলাস' ঘিরে ঘোর কাটেনি অনেকেরই।এই ছাপোষা বঙ্গবাসী আড্ডার আসরে মশগুল হওয়ার পাশাপাশি স্মার্টফোনের দৌলতে ইন্টারনেটেই কার্যত মানসভ্রমণে মেতে উঠেছে।বহরমপুর থেকে শুরু করে বলাগড় কিংবা কালনা থেকে কল্যাণী সর্বত্রই এই বিলাসবহুল রিভার ক্রুজে বিত্তবানদের ভ্রমণের খুঁটিনাটি প্রসঙ্গ নিয়ে একের পর এক আলোচনার ঢেউ উঠছে।আর সেই আড্ডায় হিরোর ভূমিকা পালন করে চলেছে সার্চ ইঞ্জিন 'গুগুল আর্থ'।'আড্ডাবাজ' বঙ্গবাসী এই

সার্চ ইঞ্জিনের করুণায় নদীপথে 'গঙ্গা বিলাস'–এর রুট ম্যাপে খুঁজে খুঁজে বারানসী থেকে ডিব্রুগড় পর্যন্ত এখন কার্যত মানসভ্রমণে ব্যস্ত।এককথায়, 'দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো'।এই মাগগিগন্ডার বাজারে যেখানে রোজকার মাছ–ভাত আর ওষুধপত্রের খরচ জোগাতেই ছাপোষা মানুষের শ্বাসটান ওঠে সেখানে তাঁদের কাছে এই বিলাসবহুল রিভার ক্রুজে ভ্রমণের কথা ভাবাটাই তো দিবাস্বপ্ন।তথ্য সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই বিলাসবহুল রিভার ক্রুজটি গত ১৩ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী উদ্বোধন করার পর সুইজারল্যান্ড নিবাসী ৩২ জন সহ মোট ৩৬ জন পর্যটক নিয়ে উত্তরপ্রদেশের বারানসী থেকে গঙ্গা নদী পথে অসমের ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে রওনা হয়েছে।এটি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর ডিব্রুগড় অভিমুখে যাবে।এভাবে ক্রুজটি ২৭টি নদীর ওপর দিয়ে মোট ৩২০০ কিলোমিটার(১৯৮৮ মাইল) দূরত্ব অতিক্রম করে ৫১ দিনে অসমের ডিব্রুগড়ে পৌঁছবে।সমগ্র যাত্রাপথে প্রায় ৫০টি পর্যটন ক্ষেত্রে ক্রুজটি থামবে এবং ঘুরিয়ে দেখানোর বন্দোবস্ত রয়েছে।এজন্য পর্যটকদের মাথাপিছু খরচ হবে প্রতিদিন কমপক্ষে ২৫ হাজার টাকা।এছাড়া আরও রাজকীয় পরিষেবার ব্যবস্থাও রয়েছে।সেক্ষেত্রে খরচ আরও বাড়বে।গত ২২ জানুয়ারি মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছিল 'গঙ্গা বিলাস'।দেশজুড়ে ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের মধ্যেই বিলাসবহুল 'গঙ্গা বিলাস' রিভার ক্রুজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর অতিসক্রিয়তা ঘিরে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে বিরোধীরা সমালোচনায় সরব হয়েছেন।সেই ক্রুজ এরাজ্যে প্রবেশ করতেই যে সাধারণ ছাপোষা মানুষগুলির কৌতূহলী মনের কোণে নানা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দেবে এতো বলাই বাহুল্য।আকাশছোঁয়া খরচে 'গঙ্গা বিলাস' ক্রুজে কারা চাপে? ক্রুজে বিনোদনের জন্য কী কী ব্যবস্থা আছে আর পর্যটকরা কী কী খায় ? সেটি নদীপথে কেমন গতিবেগে ও কোন কোন রুটে যাবে? এসব প্রশ্ন ঘিরেই নানাজনের কৌতূহলী চোখ ঘুরছে স্মার্টফোনের স্ক্রিনে।পেশাদার ফটোগ্রাফার পিন্টু বৈরাগ্য, পর্যটক সাগর দাস, কলেজ পড়ুয়া শামিমা খাতুন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুফল বাগদী প্রমুখ সামনে থেকেই এরাজ্যে নদীর বুকে 'গঙ্গা বিলাস' দেখেছেন কিন্তু, অবাক বিস্ময়ে রাজকীয় ক্রুজকে একটু ছুঁতে পারেননি।তবে, ইন্টারনেটের দৌলতে 'গঙ্গা বিলাস' ক্রুজের যাত্রাপথে একাধিকবার মানসভ্রমণ করেছেন।মধ্যবিত্ত ছাপোষা বঙ্গবাসী এভাবেই যদি নিজের মতো করে তৃপ্তি খুঁজে পায় তাহলেই বা মন্দ কী !

শিক্ষক স্বপনকুমার মণ্ডলের বিদায় সম্বর্ধনা

অর্ঘ্য রায়, ফলতা : দীর্ঘদিনের কর্মজীবন শেষ করে অবসর নিচ্ছেন ফলতার শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল। তাঁর বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে দক্ষিন চালুয়ারি নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হলো এক বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফলতা চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পিয়ালী বড়ুয়া সহ ফলতার অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকা ও এলাকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গ।

শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের কর্মজীবন ছিল রোমাঞ্চকতায় পরিপূর্ণ। শিক্ষক হওয়ার পূর্বে তিনি ছিলেন সেনা কর্মী সেখানে ভারত মাতার সেবায় সাহসিকতার সাথে শেষ করেছেন একের পর এক অধ্যায়।সেনাবাহিনীতে তার কর্ম জীবন শেষ করার পর ২০০5 সালে তিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন চালুয়ারি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে। তখন সেই মুহূর্তে এই বিদ্যালয়ের বেহাল দশা তাকে ভাবিত করে। একটি ছোট চারাগার যেভাবে আসতে আসতে বড় বৃক্ষে পরিণত হয় এই বিদ্যালয়টিও সে ক্ষেত্রে অন্যথা হয়নি। পরিবর্তনের জোয়ার আসে শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের হাত ধরে। বিদ্যালয়টি যেমন টালির চাল থেকে ধীরে ধীরে তিন তলা ইমারতে পরিণত হয়েছে সেই সঙ্গে বেড়েছে শিক্ষার মান।

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষার্থীর সংখ্যাও। আলো বাতাস পূর্ণ ক্লাশরুম, সুলভ শৌচালয়,মিটিং হল, ডিসপ্লে বোর্ড, পানীয় জলের নিয়মিত পরীক্ষা, দিনলিপি, আইডেন্টিটি কার্ড, লাইব্রেরী, কম্পিউটার শিক্ষা ও পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী কে তিনি বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করেন। এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সমগ্র বিদ্যালয় কে সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলেন শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল তারপর থেকে এলাকার বেসরকারি কেজি স্কুল গুলোকে রীতিমত টেক্কা দিয়ে উচু মস্তকে দাঁড়িয়ে রয়েছে চালুয়ারী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়। শুধু তাঁর চোখে একটাই স্বপ্ন ছিল বিদ্যালয়টি যেন ফলতা চক্রের সেরা বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়। তাঁর সে স্বপ্ন যে কতটা সার্থক হয়েছে তা এদিনের আমন্ত্রিত শিক্ষক শিক্ষিকা ও এলাকার মানুষদের তার প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দেখলে সহজেই অনুমান করা সম্ভব।

প্রধান শিক্ষকের বিদায় বেলায় স্কুলের কচি–কাঁচারা একে একে শিক্ষককে পুষ্পস্তবক দিয়ে শিক্ষকের পা ছুঁয়ে প্রণাম জানায়। কবিতা পাঠ ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান মঞ্চ ভক্তি–ভালবাসার পূণ্যভূমিতে পরিণত হয়। একে একে বক্তব্য রাখেন শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের সহকর্মীবৃন্দ থেকে শুরু করে আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষকবর্গ এলাকার ডাক্তারবাবু,উকিল সহ শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও অভিভাবকেরা। প্রত্যেকের কথায় ফুটে ওঠে বিষাদের সুর, হারানোর বেদনা।

ফলতাচক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক পিয়ালী বড়ুয়া বলেন। স্বপন কুমার মন্ডলের মতো শিক্ষক আমাদের বাংলায় সত্যিই বিরল, যিনি সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলমুখী করার জন্য নানা রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই অনস্বীকার্য। ভবিষ্যতে সরকারের তরফ থেকে আমরা চেষ্টা করব ওনার এই কৃতিত্বের যথাযথ সম্মান দেওয়ার।

অনুষ্ঠানে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে চেয়ারে বসেছিলেন শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডল। তিনি বলেন এত ভালোবাসা এত সম্মান পেয়ে তিনি খুবই আপ্লুত। সেইসঙ্গে স্কুল ত্যাগের বেদনা তাকে অনেক বেশি বিদগ্ধ করে তুলেছে। তার হাতে গড়া সন্তান সম এই বিদ্যালয় কে ছেড়ে তাকে থাকতে হবে কোন এক নির্বাসনে যে ভাবনা তাকে আরো ব্যথিত করে তুলছে। তিনি ভাষা হারাচ্ছেন পরিশেষে বর্তমান স্কুলের পরিচালকমন্ডলী এবং ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তিনি অনুরোধ করেন যাতে তার এতদিনের সংগ্রামে সংগ্রামী হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি যেভাবে বিদ্যালয়টিকে লালন পালন করে এসেছেন তার ধারাকে তারা যেন তারা অখুন্ন রাখেন। অনুষ্ঠানের পরে এলাকার বাসিন্দা, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবীরা জোর সওয়াল তোলেন শিক্ষক স্বপন কুমার মন্ডলের এই কৃতিত্বকে সরকারি স্বীকৃতি দানের ব্যাপারে। তাঁদের দাবি, সামনে আনা হোক স্বপন কুমার মন্ডলের এই কৃতিত্বকে দেওয়া হোক তাকে যোগ্য সম্মাননা। নিরবে যারা সমাজের উন্নয়নের জন্য এভাবে কাজ করে চলেছেন তারা কি চিরকালই প্রচারের আড়ালে থেকে যাবেন? এমন প্রশ্নও ওঠে।

জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে সুস্থায়ী কৃষি ও দেশজ বীজ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২ ফেব্রুয়ারি জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বগাখালীতে হয়ে গেল সুস্থায়ী কৃষি ও দেশজ বীজ উৎসব।

উৎসবে আলিপুর সাব ডিভিশনের বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় পাঁচশ জন কৃষক অংশগ্রহণ করেন। কিভাবে দেশজ বীজ সংরক্ষণ করা যায় এবং জৈব পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করে শস্য উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন অমিত বেরা, অংশুমান দাস, রাজেশ্বর

পাল প্রমুখ। দেশজ শাকসবজি, বিভিন্ন প্রজাতির ধানের প্রদর্শনীও হয়। সংস্থার ডিরেক্টর ডালিয়া রায় বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ৫টি ব্লকের ২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত প্রায় ১৩ হাজার সদস্যদের নিয়ে আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জীবিকা ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি ২৬ বছর ধরে কাজ করে চলেছে। তিনি আরও বলেন, 'ভূমিহীন প্রান্তিক মহিলা চাষিদের নিয়ে তাদের বসত বাড়ি লাগোয়া অল্প জায়গায় বিনা রাসায়নিক সার ব্যবহার সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে পুষ্টি বাগান তৈরি করার ব্যাপারে সম্মেলনে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। দেশীয় সবজি বীজ এবং ধান বীজ ভাণ্ডার গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সংস্থা এই উৎসবের আয়োজন করেছে।'

মন্ত্রীর আতিথ্য নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেগঙ্গায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার দেগঙ্গার চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের রায়খোলা এলাকায়, সকাল ১০টা নাগাদ 'দিদির দূত' হিসেবে পৌঁছান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। রায়খোলা মসজিদে প্রাথনা সেরে তিনি কর্মসূচি শুরু করেন। তার সঙ্গে ছিলেন বিদায়ক রহিবা মণ্ডল, দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মফিজুল হক শাহজী ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা দলের ব্লক সভাপতি আনিসুর রহমান প্রমুখ। এলাকার স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের পর সুজিত বসু বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের অভিযোগ শোনেন। এরপরে তিনি চাকলা মন্দিরে যান। মন্দির পরিদর্শনের পর মন্ত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজ করার কথা। কিন্তু মন্ত্রী কার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে শাসকদলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথমে বচসা শুরু হয় এবং পরে তা হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হয়। এতদিন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে যাওয়া মন্ত্রী ও বিধায়কদের সামনে নিজেদের সমস্যা নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছে সাধারণ মানুষকে। কিন্তু দলের নেতার বাড়িতে দিদির দূত হিসেবে আসা মন্ত্রীর মধ্যাহ্ন ভোজ নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নজিরবিহীন, বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিমত। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে দেগঙ্গা থানার বিরাট পুলিশবাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও তার ঘনিষ্ঠরা এদিন মন্ত্রীসহ প্রায় ৫০০ লোকের খাবারের আয়োজন করেন। অন্যদিকে দলীয় ব্লক সভাপতি ও তার ঘনিষ্ঠরা প্রায় দেড় হাজার লোকের খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ নিয়েই হয় এদিনের সমস্যার সূত্রপাত। শেষে অফিসিয়াল সিডিউল অনুযায়ী ব্লক সভাপতি ঘনিষ্ঠ বুথ সভাপতি তরুণ ঘোষের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজ সারেন মন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী সুজিত বসু তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'দুপুরের খাবার বিষয়টি আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। আমি সেই মতই কাজ করেছি। এ নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হয়। কোনও হাতাহাতি বা মারপিট হয়নি। আর দেগঙ্গায় কোনও গোষ্ঠী নেই। ফলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তত্ত্ব ভুল।'

বাসন্তীতে শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে জখম ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবারও শাসক দলের গোষ্ঠিদ্বন্দ্বে উত্তপ্ত হয়ে উঠলো বাসন্তী। গুরুতর জখম হলেন এক যুব তৃণমূল কর্মী।ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে বাসন্তী থানার আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের টুঁড়ি এলাকা।ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন মোরসেলিম সেখ নামে এক যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। বর্তমানে ওই যুব কর্মী ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিসাধীন রয়েছেন। এলাকায় রয়েছে উত্তেজনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত ১৮ জানুয়ারি বিজেপির ডাকে বাসন্তীতে একটি মিছিল ও পরে জনসভা হয়। জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির নেতা তথা অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।বিজেপির সেই জনসভার পাল্টা দিতে তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রবিবার বিকালে এক জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল বাসন্তীতে।জনসভায় মূখ্য বক্তা ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।রবিবার মন্ত্রী যখন বাসন্তীর সভাস্থলে যাচ্ছিলেন,সেই সময় বেশকিছু তৃণমূল কর্মী সমর্থক মন্ত্রীর গা।িআটকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভাঙনখালির কলতলা এলাকায়।মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের একটি অংশকে জনসভা সম্পর্কে না জানানোর বহিঃপ্রকাশ এই বিক্ষোভ। যদিও সে কথা অস্বীকার করেছেন বাসন্তীর বিধাযক শ্যামল মণ্ডল। এই প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অন্যদিকে, রবিবার জনসভায় উপস্থিত না হওয়ার জন্য এবং মাদার দল করার জন্য এলাকায় যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা হয় বলে অভিযোগ। সোমবার বাসন্তীর ভাঙনখালির কলতলা এলাকায় মাদার গোষ্ঠির লোকজনের হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন জয়উদ্দিন মোল্লা নামে এক যুব তৃণমূল কর্মী। যদিও কলতলার ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগ নেই। নিছক পারিবারিক ঘটনা।রাজনৈতিক রঙ লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল।

অন্যদিকে মঙ্গলবার রাতে টুঁড়ি বাজারে চা খেতে গিয়েছিলেন মোরসেলিম সেখ নামে এক যুব তৃণমূল কর্মী। অভিযোগ সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার দলের জনা কুড়ি কর্মীসমর্থক মোরসেলিম কে লাঠি,লোহার রড,কোদালের বাঁট দিয়ে বেধ।ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই যুব কর্মী। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

মোরসেলিমের দাবী টুঁড়ি এলাকায় বেশ কিছু দুষ্কৃতি এবং সমাজবিরোধী রয়েছে। যারা বিগত দিনে আরএসপি, সিপিএমের ছত্রছায়ায় ছিল। বর্তমানে মাদার তৃণমূলের ছত্রছায়ায় রয়েছে। তাদের ইচ্ছামতো দল করতে হবে। তাদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য না দেওয়ায় এমন অত্যাচার চালাচ্ছে। ঘটনার বিষয়ে পুলিশ কে জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, যুব তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মী বাবলু কয়াল বলেন এলাকায় লাল্টু বায়েন, বেনে কয়াল, ছট্টু কয়ালদের মতো বেশকিছু সমাজবিরোধী রয়েছে। যারা বিগত দিনে খুনের ঘটনায় জড়িত। জেলে ছিল। বর্তমানে জামিন নিয়ে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের মাদার দলের ছত্রছায়া থেকে এলাকা দখলের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর সেই কারণেই যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। মঙ্গলবার সকালে অতর্কিতে বুলবুল গাজী নামে আমাদের এক কর্মী সমর্থককে বেধড়ক মারধর করে। রাতে মোরসেলিমকে মারে। এলাকায় তান্ডব চালিয়ে সন্ত্রাসের বাতাবরণ তৈরী করছে। পুলিশকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি।

ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সরদার বলেন বাসন্তীতে সন্ত্রাসের পরিবেশ কেন তৈরি হয়েছে এবং কার করছে?সাধারণ মানুষ সেটা বুঝে গিয়েছে। শাসক দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছে। তা থেকে আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে সাধারণ মানুষ পুড়ছে।'

অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য কমিটির অন্যতম সদস্য সঞ্জয় কুমার নায়েক বলেন বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি।ফলে পঞ্চায়েত ভোটেই ধ্বংস হবে তৃণমূল। তারই লক্ষণ প্রতিদিনই প্রতিফলিত হচ্ছে।সাধারণ মানুষ মার খাচ্ছে। দলের মধ্যে ক্ষমতার ল।াই চলছে। চলছে বোমা–বন্দুকের লড়াই। জর্জরিত সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে যেমন রাজ্যে ক্ষমতা এসেছিল তৃণমূল,ঠিক তেমন ভাবেই সাধারণ মানুষের অভিশাপে পঞ্চায়েত নির্বাচনেই বিদায় নেবে রাজ্য থেকে। শান্তির বাতাবরণ তৈরি হবে বাংলায়।'

মহানগরে

এলবিএসদের লাইসেন্স বাতিল হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় বাড়ি তৈরির জন্য যে সর্বোচ্চ উচ্চতা পুরসংস্থা বেঁধে দিয়েছে। সেই নির্ধারিত উচ্চতা মেনেই শহর কলকাতায় বাড়ি বা ভবন তৈরি হচ্ছে বলে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান। কেন্দ্রীয় পুরভবনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মহানাগরিক বলেন, পুরসংস্থার নির্ধারিত উচ্চতা নিশ্চিত করেই বাড়ির নকশার অনুমোদন দেয় পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর। কলকাতা পুর এলাকার বাড়ি বা ভবন নির্মাণের সময় পুরসংস্থার বিল্ডিং পরিদর্শকরা নিয়মিত নির্মীয়মাণ বিল্ডিং পরিদর্শন করেন। এক্ষেত্রে, পুরসংস্থার নির্ধারিত উচ্চতার হেরফের করলে পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর এলবিএসদের লাইসেন্স বাতিল করা হবে বলে মহানাগরিক জানান। কলকাতা পুর এলাকায় নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ের যে উচ্চতা কলকাতা পুরসংস্থা নির্ধারিত করেছে। সেই উচ্চতা কী মানা হচ্ছে? সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, এটা নিশ্চিতভাবে করা হয়। কত মিটার কলকাতা পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর অনুমতি দিচ্ছে সেটারও নিয়মিত ইন্সপেকশন করা হয়। যে এলবিএস (লাইসেন্স বিল্ডিং সার্ভেয়ার) – এটার দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে ভুলচুক হলে তাদের লাইসেন্স বাতিল হয়ে যায়। ছোটোখাটো ডিভিয়েশন হলে অনেকসময় পুরসংস্থা রেগুলারাইজড করে দেয়। কিন্তু যদি মেজর ডিভিয়েশন হয়, তাহলে সেই এলবিএস এর লাইসেন্স বাতিলের প্রশ্ন আসে। উদ্দেশ্য বর্তমান বিল্ডিং আইনে চলতি ১২ মিটার উচ্চতাকে এবার ১৫ মিটার করা হয়েছে।

খিদিরপুরের নিকাশির পরিবর্তন

বরুণ মণ্ডল : নিকাশি সমস্যা দূর করতে তৈরি হচ্ছে কলকাতা শহরের সব থেকে বড় কুয়ো। এই কুয়ো তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হলে নবাব আলি পার্কের(ওয়ার্ড – ৭৮) পাম্পিং স্টেশনের প্রায় ৬০ ফুটের কুয়োই হবে শহর কলকাতার নিকাশির জল ধারণের সর্ববৃহ জলাধার। এই প্রকল্প রূপায়ণে ব্যয় হবে প্রায় ৮২ কোটি টাকা। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে এই পাম্পিং স্টেশন চালু হতে পারে। কাজ চলছে জোরকদমে।

বর্ষায় বৃষ্টির জল জমা থেকে রক্ষা পেতে কলকাতা শহরের নিকাশি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কাজ চলছে। কলকাতাবাসীকে বর্ষার জল জমা থেকে মুক্তি দিতে কলকাতা পুরসংস্থা তৈরি করছে নিকাশির সর্ববৃহৎ জলাধার। খিদিরপুর, একবালপুরসহ সংলগ্ন অঞ্চলের নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তৈরি হচ্ছে কলকাতার সবচেয়ে বড়ো কুয়ো। কাজ সম্পূর্ণ হলে নবাব আলিপার্কের এই পার্কিং স্টেশনের প্রায় ৬০ ফুট গভীরতার কুয়োই হবে, নিকাশির জলধারনের শহরের সর্ববৃহৎ জলাধার। প্রায় ১৭ মিটার গভীর এবং ১৪ মিটার ব্যাসের কুয়ো তৈরি হচ্ছে। ১৪০০ কিউবিক মিটার বা ১ লক্ষ ৪০ হাজার কিউবিক লিটার জলধারনে সক্ষক। ঘণ্টায় ১৫ হাজার কিউবিক মিটার জল নামাতে সক্ষম হবে এই জলাধার। বড় পাঁচটি ও চারটি ছোটো সাব–মার্সিবল পাম্প বসানো হবে। কুয়োর ভিতরে টানেলের মধ্যেই বসানো হবে পাম্পগুলি। প্রকল্প রূপায়ণে মোট ব্যয় হবে প্রায় ৮২ কোটি টাকা। মূলত ভবানীপুর বিধানসভার ৭৭ ও ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডে বর্ষার জলজমার সমস্যা দূর করতে এই পাম্পিং স্টেশন তৈরি করা হচ্ছে। তাতে একবালপুর রোড, মোমিনপুর রোড, ডায়মন্ড হারবার রোডের একাংশ, ডেন্ট মিশন রোড, ডক্টর সুধীর বোস রোড, একবালপুর লেন, ইব্রাহিম রোড সহ একাধিক জায়গার রাস্তায় বর্ষায় ভারী মাত্রায় জল জমা হয়। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নবাব আলি পার্কের পাম্পিং স্টেশন তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

পাম্পিং স্টেশনের সংযোগকারী নিকাশি নালা তৈরির কাজও চলছে জোরকদমে। ডায়মন্ড হারবার রোড ও ইব্রাহিম রোডে সেই কাজ শেষ। একবালপুর রোড ও একবালপুর লেনেও এই কাজ শেষ পর্যায়ে। আগামী এপ্রিল মাসের মধ্যে এই পাম্পিং স্টেশন চালু হতে পারে। আরো এই বৃহৎ জলাধারের জন্য বদল আসবে এই এলাকায়। জলজমা থেকে মুক্তি মিলবে এলাকাবাসীর।

লেন্স বার্তা

সাফল্য : ১৩তম রাজ্যস্তরীয় জাতীয় ভোটারস দিবস, ২০২৩ উপলক্ষ্যে ওভারঅল পারফরম্যান্স ইন ইলেকটোরাল রোল ম্যানেজমেন্টে'র জন্য পুরস্কৃত হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক ও জেলাশাসক ও সংগ্রাহক সুমিত গুপ্তা। তাঁকে পুরস্কার প্রদান করেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব বি পি গোপালিকা। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের ভাষা ভবন অডিটোরিয়ামে, ২৫ জানুয়ারি।

চেতলায় ব্যাটারিচালিত গাড়ির উদ্বোধন করলেন মেয়র

দেবীগমণ : সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন কলকাতার গঙ্গার ঘাটে। জাজেস ঘাটে ছবিটি তুলেছেন প্রণব গুহ।

গত ২৯ জানুয়ারি চেতলার হিন্দ সংঘে আলিপুর বার্তা রিপোর্টার্স মিট ২০২৩ অনুষ্ঠিত হল। প্রথমে আলিপুর বার্তার প্রাণপুরুষ প্রয়াত তরুণ ভূষণ গুহর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন এক্সিকিউটিভ এডিটর প্রণব গুহ। তারপর সম্মেলনের প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন সাহিত্যিক সুকুমার মণ্ডল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, বীরভূম, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান জেলার আলিপুর বার্তার সাংবাদিকরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সকলেই কথা দেন আগামী দিনে আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। বিভিন্ন অঞ্চলে সেমিনারেরও ব্যবস্থা করবে সাংবাদিকরা। প্রণব গুহ বলেন, আলিপুর বার্তা মানুষের জন্য কথা বলে। নিরপেক্ষ ভাবে ৫৭ বছরে পদার্পণ করেছে আলিপুর বার্তা। কোনো রাজনৈতিক রং বিবেচনা করে আলিপুর বার্তা খবর করে না। নিরপেক্ষতাই আলিপুর বার্তার সম্পদ। সমগ্র সম্মেলনটি পরিচালনা করেন পত্রিকার সহ সম্পাদক কুনাল মালিক।

মেট্রোর থামে বিজ্ঞাপন নয়, চাই গাছ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার যা এয়ার কোয়ালিটি তাতে কলকাতা খুবই ভয়াবহ জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। কলকাতা পৌর এলাকায় বায়ুদূষণের মাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায়, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। তিনি ২৭ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় পৌরভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, কলকাতায় বায়ুদূষণের মাত্রা অনেকটাই বেশি। তবে এটা আশার বিষয় যে, কলকাতায় বছরের অনেকটা সময় ধরে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে কলকাতা শহর অনেকটাই সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে বলে মহানাগরিক জানান। বৃষ্টিপাতের ফলে ধূলিকণা গুলি নীচে নেমে আসে, আর তাতে এয়ার কোয়ালিটি বেটার হয়ে যায়। এয়ার কোয়ালিটি নিয়ন্ত্রণই এখন কলকাতা পৌরসংস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ বলে তিনি জানান। পাশাপাশি শহর কলকাতায় মেট্রোরেলের একাধিক পিলার, মা ফ্লাই ওভারের পিলার গুলি বা এইচআরবিসি'র পিলার এতে বিজ্ঞাপন লাগিয়ে রোজগার করার সময় নেই। গাছ লাগিয়ে বাঁচাতে হবে জীবন। পৌর মহাধ্যক্ষকে বলবো আপনি শীঘ্রই মেট্রোরেলকে চিঠি দিন, বিষয়টি ওদের বুঝিয়ে বলুন। এখন পিলার গুলিতে সব ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং করতেই হবে। শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ফাইভ মেট্রো চালু হয়েছে। কলকাতার ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে মেট্রোরেলের পিলার বসেছে। তার থামে নানান বিজ্ঞাপন। অর্থ উপার্জনের জন্য মেট্রোরেলের লাইনের থাম মেট্রো কর্তৃপক্ষ ভাড়া দিয়েছে। অথচ কলকাতার ওই জায়গা গুলিতে পলিউশন রেটটা খুবই হাই। কারণ কার্বন ডাই অক্সাইড। ওখানে ভার্টিক্যাল গার্ডেনিং অত্যন্ত ভীষণ প্রয়োজন। এবং রাস্তার মাঝখানে মাঝখানে 'গ্রিন ভ্যাজ' ক্রিয়েট করতেই হবে। আগামী মার্চ মাসের মধ্যেই পৌরসংস্থারকে এই উল্লম্ব বাগান করতে হবে। তবেই দূষণ কিছুটা নিয়ন্ত্রণ হবে। মহানাগরিক আরও জানান, বিশেষত মধ্য ও উত্তর কলকাতায় প্রায় দু'শোর কিছু বেশি অতি বিপজ্জনক বাড়ি রয়েছে। যার এক সাইট হয় তো ভেঙে পড়ে গিয়েছে। আগামী ঝড়–বর্ষার আগেই সেগুলো ভেঙে ফেলা হবে। বাসিন্দারা আপাতত অস্থায়ী ভাবে ঝুপড়ি তৈরি করে থাকবে। পরে নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার পর সেখানে তারা স্থানান্তরিত হবে।

শহরে দূষণের পরিমাণ কমাতে আরও বেশি সংখ্যক পরিবেশবান্ধব যান, ব্যাটারি চালিত গাড়ি ও বাস যাতে পথে নামে তারও উদ্যোগ নেওয়া শুরু হয়েছে বলে মেয়র জানিয়েছেন।

অন্তঃসত্ত্বা সারমেয়দের জন্য অ্যাম্বুলেন্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ শহরের অনেক কুকুরপ্রেমী আছে, যারা সকাল–সন্ধেতে শহরের কুকুরদের খাওয়ান কিন্তু সেই কুকুর যখন অন্তঃসত্ত্বা হয়ে যায়, তখন তাদের শুশ্রূষা করে তার ডেলিভারি পর্যন্ত তাকে যে নিরাপদভাবে রাখতে হবে। সেইভাবে কিন্তু শহরের কুকুরপ্রেমীরা সেই কাজটা করেন না। অনেক সময়ে। তাই কুকুর শাবকরা যখন কলকাতা শহরের গাড়ি চাকার তলায় চাপা পড়ে মারা যায়। এটা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের ঘটনা। একটা অমানবিক বিষয়। এইভাবে কুকুর শাবকদের অবহেলায় মৃত্যু মেনে নেওয়া যায় না। এর থেকে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। ২৭ জানুয়ারি কলকাতায় এক পশু অ্যাম্বুলেন্স প্রদান অনুষ্ঠানে মহানাগরিক জানান, তাই আমাদের কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরকে পথকুকুরদের বন্ধ্যাকরণের কাজটা করতে হবে। পথকুকুরদের সংখ্যাটা নিয়ন্ত্রণে আনা নাহলে তারা সুস্থভাবে থাকতে পারে না। পথেই অসময়ে কুকুর শাবকদের মৃত্যু থেকে রোধ করাও যাবে না। তিনি জানান, কলকাতা পৌরসংস্থার আগের পৌরবোর্ডগুলি ঠিক মতো দায়িত্ব না পালন করার জন্য, পথকুকুরের পরিসংখ্যান নিয়ন্ত্রণে না রাখার জন্য যে সংখ্যায় পথকুকুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, সেই হারে স্টেরিলাইজেশন

ফেসিলিটিস কলকাতা পৌরসংস্থার নেই। আমাদের একটাই ধাপাতে একটা ডকপাউন্ড আছে। সেখানে দৈনিক প্রায় ৫০টি পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণ হচ্ছে। কলকাতায় থাকা ৮৮ হাজারের অধিক পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণ করতে গেলে দৈনিক হাজারটা বন্ধ্যাকরণ হলে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে সমস্ত কুকুরকে বন্ধ্যাকরণ না করা গেলে, কলকাতায় পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব। এই গাড়িতে করে কলকাতা শহরের অসুস্থ কুকুরকে থাপা ঠক পাউন্ডে নিয়ে এসে সুস্থ করতে পারা যাবে। বন্ধ্যাকরণ করতে পারা যাবে। ভ্যাকসিনেশন করতে পারা যাবে। মহানাগরিক জানান, ভাটচালায় হিন্দু বেরিয়াল গ্রাউন্ডের ঠিক পিছন দিকের বিরাট জমিতে রাজ্যের প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় একটি ডক পাউন্ড তৈরি করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। যেখানে ৩০টির অধিক অপারেশন থিয়েটার সেন্টার করে কলকাতার পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণ সংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা রয়েছে।

উপ–মহানাগরিক স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ বলেন, কলকাতায় পথকুকুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণ ও অ্যান্টি–রাবিস ভ্যাকসিন দিয়ে রাবিস রোগমুক্ত নগরবাসী গড়ে তোলাই পৌর স্বাস্থ্য দফতরের মূল কাজ। এই সমস্ত কাজ করতে পৌরসংস্থার চারটি অ্যাম্বুলেন্স ছিল। কিন্তু ৪টি নিয়েই এইসব কাজ চলছিল। কলকাতা পৌরসংস্থার অধ্যক্ষা ও সাংসদ তার সাংসদ তহবিল থেকে কলকাতা পৌরসংস্থাকে ৫টি অ্যাম্বুলেন্স দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আজই তার বাস্তবায়ন হচ্ছে। কলকাতা পৌরসংস্থা এবার এই ৯টি অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে কলকাতার পথকুকুরদের জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাজ করবে। তাতে এই নগরবাসীকে পথকুকুরদের থেকে নিরাপদ সমাজ জীবন দেওয়ার জন্য পৌরসংস্থা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অতীন ঘোষ জানান, মাহিন্দ্র সুপ্রো মডেলের প্রতিটি পশু অ্যাম্বুলেন্সের মূল্য ৮ লক্ষ ৮৮ হাজার ৪০০ টাকা। মোট ৫টির মূল্য ৪৪ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা। প্রতিটি অ্যাম্বুলেন্সে ছ'টি করে শিশু কুকুরকে বহন করা যাবে। তিনি আরও জানান, ভারত সরকারের পশুসংরক্ষণ আইনানুযায়ী যে কোনও পথকুকুরকে যে অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হবে বা যে অঞ্চলে ভ্যাকসিনেশন করা হবে, প্রকৃতিগতভাবে তার অধিকার অনুযায়ী সেই কুকুরকে সেই অঞ্চলেই ছাড়তে হবে। অতীন ঘোষ কলকাতাবাসীকে সচেতন করে বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থা কোনও ডক হসপিটাল চালায় না। নগরবাসী বিষয়টি নিয়ে ভুল বোঝে। পৌর স্বাস্থ্য দফতর পথকুকুরদের বন্ধ্যাকরণের মধ্যে দিয়ে পথকুকুরদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কাজটি করে থাকে। কারন অনেক সময়ই নগরবাসীদের পথকুকুরের আক্রমণের শিকার হতে হয়। তিনি বলেন, কুকুরদের থেকে রাবিস নামক সংক্রমণ এটা অত্যন্ত ভয়ংকর ব্যাধি। এতে মানুষের মৃত্যুও হয়। চলতি অর্থবর্ষে প্রায় ২৩ হাজার পথ কুকুরকে অ্যান্টি বাবিস ভ্যাকসিনেশন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রাণীসম্পদ দফতরের আর্থিক সহায়তায় এই কাজটি হয়েছে।

এখানে ওখানে

সম্প্রীতির মিলনক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : পৌষ সংক্রান্তির দিন শেষ করে পয়লা মাঘ সমগ্র বাংলার বিভিন্ন স্থান জুড়ে কিছু না কিছু মেলা পার্বণ উৎসব অনুষ্ঠান তো হয়েই চলেছে। এতো কিছু উৎসবের মাঝেই সম্প্রীতি সৌভ্রাত্রিত্বের মেলবন্ধন দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার ডায়মন্ডহারবার মহকুমার উস্থি–র কাছে তালডাঙা ও শিরাকোল–গোলবে।য়িা গ্রামে ১ লা মাঘ পীর–গাজী সাহেবের বাৎসরিক পূজা উপলক্ষ্যে হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যে সম্প্রীতি দেখা যায় তা এই সময়ের প্রেক্ষিতে দৃষ্টান্ত।

তালডাঙায় একই মন্দির প্রাঙ্গনে পূজিত হচ্ছেন হিন্দুদের আরাধ্য দেবী কালী, শীতলা ও দেবাদীদেব মহাদেব আর মুসলিমদের পীর সাহেব। আবার শিরাকোল–গোলবেড়িয়া গ্রামবাসীরা সম্মিলিতভাবে গ্রামের মধ্যে এই দিন একটি মন্দিরে এক অনন্য পূজার আয়োজন করেন। এখানে হিন্দুরা তাদের মানত করে ছলনের ছোট ছোট শীতলা, পঞ্চানন্দ, পাঁচু পেঁচো, বিবিমা এসবের মূর্তি এই মন্দিরে এনে পূজা দেন আর মুসলিমরা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার দরুন ছোট ছোট মাটির ঘোড়া এখানেই ছলন হিসাবে পীরের মাজারে চড়িয়ে দেন।

একই মন্দির প্রাঙ্গনে এসব দেখে বারাবার মনে হবেই মানুষ ধর্মের বেড়া টপকে প্রকৃত মানুষই। এখানে প্রসাদ হিসাবে সাধারণত বাতাসা, ধূপ ও বাতির ব্যাবহার করা হয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল– মন্দিরে যে যার পূজা দেওয়া সম্পন্ন করে সম্মিলিতি ভাবে বা দলগত ভাবে এখানেই খেতে বসেন, যে খাবার তারা বাড়ি থেকে হাঁড়ি–গামলা ভর্তি করে রেঁধে নিয়ে আসেন। মেলায় প্রশাসনিক সহায়তা থাকলেও, উভয় সম্প্রদায় তাদের নিজেদের মধ্যে যে সম্প্রীতি বজায় রাখেন তা সত্যই দৃষ্টান্ত। বাঙলায় হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের আরাধ্য পীর–গাজী–বিবিমায়েরা। নিজেদের সাধ্যমতো পরিসরে গ্রামের মানুষ আয়োজন করেন এসব পূজা উৎসব অনুষ্ঠানের।

ডোমজুড় বইমেলা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া জেলার অন্তর্গত ডোমজুড়ে অনুষ্ঠিত বইমেলা ঘিরে বইপ্রেমী মানুষ ভিড় জমাচ্ছে রোজ। সম্প্রীতির আয়োজনে ডোমজুড়ের ঐতিহ্যময় এই বইমেলায় প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন স্বাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। জাদু সম্রাট পিসি সরকার জুনিয়র ও অধ্যাপক পবিত্র সরকার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বইমেলার উদ্বোধন করা হয়। সঙ্গীত নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক, ম্যাজিক শো, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, ক্যুইজ সহ ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মূলক অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রকাশনীর বইয়ের স্টল ছাড়াও ছিল নানান স্বাদের খাবারের স্টল। ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। এবারের বইমেলার ভাবনা 'হাওড়া জেলার গ্রামীণ সংস্কৃতি'। জে ভি আই স্কুল মাঠে (প্রাচ্য ভারতী ক্রীড়াঙ্গন) অনুষ্ঠিত এবারের বইমেলার মঞ্চ তৈরি হয় প্রয়াত রূপেশ ঠাকুর এবং প্রভাস ঘোষ স্মরণে। এই বইমেলা চলবে ২৮ জানুয়ারি থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ১৭ বছরের এই বইমেলা ঘিরে এলাকার উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫৯তম বার্ষিকী অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জানুয়ারি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সামালি মনসাতলায় নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির ৫৯তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল। মিডিয়া পার্টনার ছিল আলিপুর বার্তা। সকালে জাতীয় পতাকা ও সঙ্ঘের পতাকা উত্তোলন করা হয়। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন রমা চক্রবর্তী সম্প্রদায়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সম্পাদক প্রণব গুহ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি কল্লোল গুহ ঠাকুরতা, বিষ্ণুপুর থানার আই সি মৈনাক ব্যানার্জী প্রমুখ। পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক, অ্যাথলিট বুল্টি রায়, শিক্ষারত্ন শুভেন্দু ঘোষ, বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র রায় নস্করকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ওপেন ক্যুইজ পরিচালনা করেন প্রিয়ম গুহ।

আমন্ত্রণ মূলক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় আবৃত্তি, সঙ্গীত ও সৃজনশীল নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নেন গুণী শিল্পীরা পুরস্কার বিতরণের পর সানরাইজ বাংলা ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেশন করে। দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুপুরে নবনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা ছিল। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুনাল মালিক ও ডোনা জানা।

নেহেরু যুব কেন্দ্রের প্রজাতন্ত্র দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ জানুয়ারি ভারত সরকারের অধীনস্ত সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং সাতগাছিয়া সূর্য সারথী ক্লাবের সহযোগিতায় ৭৪তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদ্যাপিত হল যথাযোগ্য মর্যাদায়। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিমা জিনাত। প্রজাতন্ত্র দিবসের গুরুত্ব সম্পর্কে তথ্য সমৃদ্ধ বক্তব্য রাখেন দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজত শুভ্র নস্কর, প্রফেসর আদিত্য দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন গ্রামের সদস্য সেখ সিরাজুল, ডাঃ তরুণ রায়, সূর্য সারথীর সম্পাদক অষ্ট মণ্ডল প্রমুখ। গত ১২ জানুয়ারি সূর্য সারথী ক্লাবের যুবকরা কর্নাটকের হুবলীতে জাতীয় যুব উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিল। তারা সুন্দর একটি সৃজনশীল নৃত্য ও পরিবেশন করে। সম্প্রতি বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে এবং জয়নগর ২ নম্বর ব্লকের বাগবেড়িয়া সুন্দরবন সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের ব্যবস্থাপনায় সাহাজাদাপুরে ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেটস্ ডে উদ্যাপিত হয়।

রায়পুর রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৩ জানুয়ারি বাখরাহাট রায়পুর মোড়ে বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ আব্বাসের উদ্যোগে রক্তদান শিবির ও দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণ করা হয়। রক্তদান করেন ১৫০ জন মানুষ। পাঁচশ দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্ত, চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, মিঠুরানি সাহা প্রমুখ। সেখ আব্বাস বলেন, গত দুবছর ধরে এই রক্তদান শিবির হচ্ছে। আগামী দিনে আরও সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

মাঙ্গলিকী

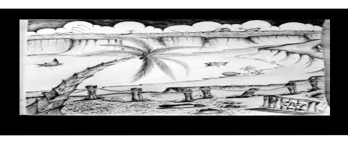

নেতাজি সুভাষ ক্লাবের বাৎসরিক উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : নেতাজি সুভাষ ক্লাবের ৬১তম বাৎসরিক উৎসব ও নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৭তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে গত ২১থেকে ২৩ জানুয়ারি প্রভাতফেরী, অঙ্কন ও ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধন সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাতগাছিয়া বিধানসভার বিধায়ক মোহন চন্দ্র নস্কর, অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্ত, বাখরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রাখী

ঘোষ এবং বিকাল ৩টায় নক আউট ফুটবল ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন প্রধান অতিথি পরিবহন প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল, ক্লাব সম্পাদক শ্রীকেশ ঘোষ, সভাপতি শান্তনু অধিকারী।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অতনু কাঁড়ার। ফাইনালে স্টার আকাদেমিকে হারিয়ে জাহির একাদশ ১০ হাজার টাকা ও উইনার শিল্ড পায়। রানার্স ৮ হাজার টাকা ও শিল্ড পায়। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রতিটি বিভাগে ৫টি করে পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান ঘিরে স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল প্রবল।

সব পেয়েছি আসরের শাখা চেতলা আসর প্রত্যেক বছরের মত ২৩ জানুয়ারি এক প্রভাত ফেরির আয়োজন করে। সংগঠনের কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে সারা চেতলা পরিক্রমা করে, আসরের সোনার কাঠি ভাই–বোনেরা সহ চেতলার অন্যান্য সংগঠন অংশগ্রহণ করে এই প্রভাত ফেরিতে।

হাই মাদ্রাসার সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে স্কুলের অবদান অনেক। আর বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও মাদ্রাসা গুলি থেকে শিক্ষার বিস্তার ঘটে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্তিক প্রচেষ্টায় স্কুল ও মাদ্রাসা গুলোতে স্কুল ছুট পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেক কমে গেছে বর্তমানে। জয়নগর ২ ব্লকের বকুলতলা থানা এলাকার একমাত্র প্রাচীন মুসলিমদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যার পথচলা শুরু হয়েছিল ১৯৭২ সালে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার গরিব ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অন্তরে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলনের ব্রতে ব্রতী হয়ে বহুবিধ ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে এলাকায় কয়েকজন সহৃদয় মানুষের জমিদান ও এগিয়ে আসার মধ্যে দিয়ে পথ চলা শুরু করে। আর দেখতে দেখতে সেই বাগমারি ইসলামিয়া হাই মাদ্রাসা স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীবর্ষ উদযাপন শুরু করল সোমবার স্কুল প্রাঙ্গণে। দু'দিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এদিন স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে। এদিন প্রভাত ফেরী, জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে দু'দিনের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভার সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, জয়নগর ২ নং বিডিও সৌরভ মাজি, ডি পিএস সি'র চেয়ারম্যান অজিতকুমার

নায়েক, জেলা পরিষদ সদস্য তথা এই স্কুলের শিক্ষক খান জিয়াউল হক, জয়নগর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শান্তি গোপাল দাস, শিক্ষানুরাগী গোপাল নস্কর, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল মোতালেব, পরিচালন কমিটির সভাপতি মোজাফফর সেখ, সম্পাদক হাসান সরদার, টিএস সনাতন হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুরঞ্জন ঘটক সহ বেলে দূর্গানগর, জামতলা ভগবান চন্দ্র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সহ একাধিক অতিথি বৃন্দ। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে সাংসদ বলেন, একটা শিশুর জীবন গড়ার মূল কারিগর শিক্ষক, আর স্কুল হল তার মাধ্যম। আর সেই মাধ্যম ৫০টি বছর কাটিয়ে ফেলা কম কষ্টের নয়। এই স্কুল থেকে অনেক কৃতিরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। আর সেই ধারা বজায় রেখে এগিয়ে চলুক সেটাই আমি চাইব। জয়নগর ২ নং বিডিও সৌরভ মাজি এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করেন। এদিন সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল তাঁর সাংসদ তহবিলের অর্থ কেনা ন্যাপকিন ভেনডিং মেশিন ও জেলা পরিষদের অর্থে নির্মিত এই মাদ্রাসা স্কুলের তৃতীয় তলের শেডের উদ্বোধন করে জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল বলেন, ঋতুস্রাব চলাকালীন স্কুলের ছাত্রীরা স্কুলে আসত না, ভয়ে লজ্জায় কারুর কাছে ন্যাপকিনের কথা বলতে পারতো না। তাই ৫ টাকার বিনিময়ে স্কুল চলাকালীন দুটি করে ন্যাপকিন তাঁরা এই মেশিনের মাধ্যমে কিনে ব্যবহার করতে পারবে। এবং ব্যবহার করার পর তা নষ্ট ও স্কুলে রাখা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলতে পারবে। আর এই মেশিন চালু হওয়ায় স্কুল ছুটও কমে যাবে। তাছাড়া আমফানে ভেঙে পড়া স্কুলের তৃতীয় তলের শেডের ব্যবস্থা করা হয়। এদিন এই ন্যাপকিন ভেন্ডিং মেশিন পেয়ে খুশি স্কুলের ছাত্রীরা। তাঁরা বলেন, আমাদের আর ঋতুস্রাবের সময়ে স্কুল কামাই করতে হবে না। এজন্য সাংসদকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের কথা ভাবার জন্য। সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল স্কুল কমিটির করা দুটি প্রস্তাব মুক্ত মঞ্চ ও ল্যাবটেরি –গ্রন্থাগার করার অর্থ অনুমোদন করার চেষ্টা করবেন বলে ও জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে স্কুল ছাত্র ছাত্রীরা নাচ, গান, নাটক সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেয়।

হাওড়া ফুলমেলা

অশোক সেন : গত ১২ থেকে ১৫ জানুয়ারি বিজয়ানন্দ পার্কে হাওড়া পুষ্প বৃক্ষ প্রেমী সংগঠনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হল এবছরের চারদিন ব্যাপী হাওড়া ফুলমেলা। মেলার উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক শ্যামল মিত্র সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে ফুলের সম্ভার নিয়ে হাজির হন ফুল চাষি ও ব্যবসায়ীরা। ছিলেন হস্তশিল্পীরাও। মেলায় চারদিন ধরে অনুষ্ঠিত হয় নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সকলের মন মাতিয়ে দেয় লোকগানের দল দোহার। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন কেশব দে, শুভেন্দু ঠাকুর, জয়দীপ চক্রবর্তী, সংযুক্ত দে, মহুয়া ব্যানার্জী, মিতা ভট্টাচার্য, মৌমিতা ব্যানার্জী সহ আরও অনেকে। চারদিন ধরে সুচারু সঞ্চালনায় মেলাকে প্রাণবন্ত করে রাখেন রাজীব চন্দ্র, সুদীপ্ত মিত্র, মৌ ভট্টাচার্য, ঝুমা চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী মিত্র, কুন্তলা সরকার ও শর্মিষ্ঠা পাল।

সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ মহাযজ্ঞ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অখিল ভারতীয় সংস্কৃত পরিষদের উদ্যোগে তারাপুর সরস্বতী শিশু মন্দির বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ প্রাঙ্গণে সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ ও মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল ২৮ জানুয়ারি। তারাপীঠ মন্দির থেকে আরতি করে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে পদযাত্রার মাধ্যমে

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । সহস্রকণ্ঠে গীতাপাঠ করা হয়। তারপর করা হয় মহাযজ্ঞ। দুপুরে আগত সকল ভক্তকে মহাপ্রসাদ খাওয়ানো হয়। গৌরীয় মঠ,মায়াপুর ইস্কন, ভারত সেবাশ্রমের মহারাজগন, বীরভূম জেলার বিভিন্ন আশ্রমের সদস্যরা সহ দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অনুপ সাহা, প্রাক্তন জেলা সভাপতি দুধকুমার মণ্ডল সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

নেতাজি সুভাষ মিলন উসব ২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা ক্যানিং মহকুমা অধীনে ২দিন ধরেই শুরু হল নেতাজি সুভাষ মিলন উৎসব।

উৎসবে আলোচনার বিষয় ছিল 'নারী পাচার বন্ধ হোক, শিশু পাচার বন্ধ হোক, বাল্যবিবাহ বন্ধ হোক'। আলোচনায় মূল সমন্বয়ওভাবে আলিপুর বার্তা ও রাহুল সেবা সোসাইটির সদস্য মণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ অপরাধ তথ্য ব্যুরো আমানুল্লাহ ঘরামি। উপস্থিত ছিলেন শাহিদ আনোয়ার এমবিবিএস কলকাতা। উপপ্রধান খতিব সরদার। সোসাইটির কর্ণধার আমান মোল্লা রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত স্বপন দত্ত বাউল ও শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত অমল নায়েক। তাছাড়া ৪১ জন গুণী মানুষদের কৃতি সম্মান প্রদান করা হয়েছে।

স্বপন দত্ত বাউল তার বক্তব্যে বলেন, সমাজ কি নতুন করে সাজাতে হবে। সচেতন করতে হবে এর উপরে প্রতিষ্ঠা করতে হবে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে, নারী ও শিশু পাচার বন্ধ করতে হবে সুন্দরবনের বাঘ বিধবাদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুলিশ উনার বক্তব্যে বলেন রাহুল সেবা সোসাইটি মানুষের পাশে আছে সেই সঙ্গে আলিপুর বার্তা সহযোগিতা করেছেন। ৪০০ মানুষ রক্তদান করেছেন। ৭৫০ জন মানুষ বিনামূল্যে চশমা পেয়েছেন এই সমাজ সেবা কাজের জন্য সোসাইটি। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই।

ডাক্তার সাইদ আনোয়ার বক্তব্যে বলেন, এক ফোটা রক্তের জন্য মানুষ হাহাকার করছেন ঠিক সময় রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না ব্লাড ব্যাংকে। এ রক্তদান এ মহান দান। এই মহান দানের পাশে আমি সব সময় থাকতে চাই। এইরকম সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির ও চক্ষু পরীক্ষা বিনামূল্যে চশমা প্রদান হলে অনেক গ্রামের শ্রমজীবী মানুষরা উপকৃত হবে।

রাহুল সেবাশ্রম সোসাইটির কর্ণধার তাঁর বক্তব্যে বলেন, মানুষের সেবা করা আমাদের কাজ কীভাবে মানুষ চশমা পাবে, কীভাবে বিনামূল্যে ছানি অপারেশন করে দেওয়া যাবে নতুন করে মানুষের চোখের আলো ফিরিয়ে দেওয়া যায় সেই প্রচেষ্টা আমাদেরই থাকবে।

জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সরস্বতী গণিপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারের ৭৪ তম প্রজাতন্ত্র দিবসেই পড়ল এবছরের বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী আরাধনা ও বসন্ত পঞ্চমী। এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে ২৬ জানুয়ারির অপরাহ্নে মহেশতলা পশ্চিম চক্রের স্বনামধন্য গণিপুর হাইস্কুল (উ.মা.) তাদের বিদ্যালয়ের ২৮ তম বার্ষিক বিজ্ঞান–শিল্প–কলা প্রদর্শনী ও মেধা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বেশ দৃষ্টিনন্দন রূপে। উদ্বোধন করলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) সুজিত কুমার মাইতি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিউ ব্যারাকপুর বি.এড. কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. দেবাশিস ধর বলেন, বিজ্ঞান প্রদর্শনী বিষয়ের অর্থ কেবল কয়েকটি পরীক্ষা–নিরীক্ষা দেখানো তা কেবল নয়। প্রথমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। প্রত্যেকের মধ্যে থেকে কুসংস্কার থেকে দূরীভূত হতে হবে। আমি বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছি। অথচ যখন চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্যগ্রহণ হচ্ছে, তখন বলা হচ্ছে, গ্রহণকালে কিছু খেতে নেই। যা নিন্দুকেরা বলে থাকে। এটা বড়ো আন–সায়েন্টেফিক কথা। আর

সায়েন্স পড়লেই যে বিজ্ঞানমনস্ক হবে, এমন কথা নেই। এখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতার বড়ো অভাব রয়েছে। অতএব, এখন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে উঠলে, তাতেই বিজ্ঞান প্রদর্শনীর সাফল্য আসবে। দুই শালিক পাখি দেখলে দিনটা ভালো যাবে। এর মধ্যে কোনও বিজ্ঞান নেই। এটা আন–সায়েন্টেফিক। অ্যাস্ট্রোলজি এখনও কিন্তু বিজ্ঞান হিসাবে স্বীকৃত নয়। আগামীকাল যদি স্বীকৃতি আসে তো ভালো। কিন্তু এখনও আসেনি। 'অ্যাস্ট্রোলজি' আর 'অ্যাস্ট্রোনমি' দু'টোর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। মহাকাশ বিজ্ঞান একটা পুরোপুরি বিজ্ঞান। সুতরাং বিজ্ঞান প্রদর্শনী করেই আত্ম–সন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই।

ডিআই সুজিত কুমার মাইতি জানান, বিদ্যালয় একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একটি বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন তখনই হয়, যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক–অভিভাবিকাদের সঙ্গে বিদ্যালয়ের এক গভীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। অঙ্ক ও বিজ্ঞান বিষয়ের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের কীভাবে আরও আরও আগ্রহী করে তোলা যায়। সেবিষয়ে সদাসতর্ক হতে হবে। খুবই দুর্ভাগ্য ও উদ্বেগের বিষয়ে যে ২০০১ সাল থেকে রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশন চলছে। অথচ এখনও লক্ষ্য করা যাচ্ছে, প্রতি বছর একটা বিরাট সংখ্যক পরিবারের প্রথম সদস্য মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ ও কারিগরী বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দের উদ্যোগে উপস্থাপিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক শিক্ষা) অমিত দাস, মহেশতলা পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রাণী ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট শিক্ষক নির্মল কুমার সর্দার এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি শিক্ষারত্ন–২০১৫ সম্মানে ভূষিত ড. পল্লব কুমার দত্ত ও স্কুলের বর্তমান ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা চিত্রালী কুণ্ডু চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা।

অবন ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত বাগান বাড়িতে পর্যটকের দল

নিজস্ব প্রতিনিধি : হতে পারত মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিং। পার্ক–রেস্তোরাঁ বা নাইট ক্লাবের দাপাদাপি। সহজেই মুছে যেত ইতিহাস–অতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জিতে গেল ঐতিহ্য। বহু লড়াই করে প্রোমোটারদের থাবা থেকে বাঁচানো গেল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন্নগরের বাগানবাড়ি। এখন এটি হুগলির অন্যতম সেরা পর্যটন কেন্দ্র। শীতের সকাল–বিকালে উপচে পড়ছে ভিড়। কলকাতা থেকেও ভ্রমণ পিপাসুরা ছুটে আসছেন এই বাড়িতে। কোন্নগরে জিটি রোডের উপরেই অবন ঠাকুরের বাগানবাড়ি। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা। অবনীন্দ্রনাথের ছোটবেলার অনেকটাই কেটেছিল কোন্নগরে গঙ্গারধারের এই বাড়িতে। এ বাড়িতে এক সময় আসতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও। জঙ্গলে ঘেরা কোন্নগরে গঙ্গার ধারের এই জমি পছন্দ হয়েছিল অবনীন্দ্রনাথের বাবা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কোন্নগরের এই বাড়িটিকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তার প্রমাণ মেলে জোড়াসাঁকোর ধারে বইটিতে। 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা'র মতো অবিস্মরণীয় সব ছোটদের সাহিত্য লেখার মনটা হয়তো এখান থেকেই গড়ে উঠেছিল অবন ঠাকুরের। এখানেই ছোটবেলায় নৌকায় চড়ে ওপারে চলে যাওয়া, মাঝখানে গঙ্গায় লাফিয়ে পড়া– জীবনের সব স্বাদই পেয়েছিলেন অবন ঠাকুর। বালক অবনকে

বন্দুক ছোড়া শেখাচ্ছেন বাবা, এমন কথাও রয়েছে বইতে। বাবার আচমকা মৃত্যুর পর এই বাড়ি ছেড়ে জোড়াসাঁকোয় ফিরে যেতে হয়েছিল অবন ঠাকুরকে। রয়ে গিয়েছিল সাধের পশু–পাখিরা। অবাঙালি প্রমোটারের থাবায় দশ বিঘার জমির উপর থাকা যে বাড়িটা আধুনিক ফ্ল্যাটে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল, সেটাই আজ পুরনো সাজে ফিরিয়ে দিয়েছে কোন্নগর পুরসভা। কোন্নগর পুরসভার প্রকৃতিপ্রেমী মানুষজন এই বাগানবাড়ির জন্য প্রবল লড়াই করেছিলেন। বাগানবাড়ির পাশে থাকা বাংলাদেশের শহিদ ভাষা সাহিত্যিকের বাড়ি, একটু দূরে রানি রাসমণির বাড়ি। মূল বাড়িটির ভিতরে আছে অবন ঠাকুরের আঁকা নানা বিখ্যাত ছবি। একপাশে কৃত্রিম ঝর্ণা, রং বেরংয়ের নানা জাতের ফুল গাছ। পিছন দিকে আজও আছে সেই সব গাছ। বট গাছের ঝুরিগুলি শিকড়ে পরিণত হয়েছে। আছে গঙ্গার অপার সৌন্দর্য। একসময় বাড়িটি ভুতুড়ে বাড়ি ছিল। চারিদিকে জঙ্গল। এখন এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে দেখে সত্যিই অপূর্ব লাগছে। ঠিক যেন এক টুকরো শান্তিনিকেতন। শীতের মিঠে রোদ্দুর গায়ে মেখে এক বিকেলে ঘুরেই আসুন অবন ঠাকুরের বাড়িতে। ফিরে যান অতীতে। প্রতিবছর ৭ আগস্ট অবন ঠাকুরের জন্মদিনটি এই বাগান বাড়িতে পালিত হয়। এদিনটি যাতে 'বেঙ্গল আর্ট ডে' হিসাবে দিনটি পালিত হয় তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে। গত দু'বছর আগে ২০২১ সালে অবন ঠাকুরের সার্ধশতবর্ষ শেষ হয়েছে।

ছবি : মধুমিতা ধূত

সুন্দরবন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন বিষয়ক বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ সংকলিত করে কলকাতার শীর্ষ স্থানীয় প্রকাশনী সংস্থা 'গাঙচিল', রাকেশ শাসমল ও জগন্নাথ মাহাতর সম্পাদনায় 'জলের তলায় আস্ত আবাদ' শিরোনামে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করল গত ২২ জানুয়ারি রবিবার। অনুষ্ঠানস্থল বাছাই এর ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা বিশেষ সম্মান পাওয়ার যোগ্য বলেই বলা যায়। এদিনের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল প্রাচীন পিয়ালি নদীর পাড়ে 'পিয়ালি আশার আলো' বিদ্যালয়ে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহায়তায় এমন চমকপ্রদ একটি স্কুল যে গড়ে উঠতে পারে, তা একটি দৃষ্টান্ত বলা যায়। 'পিয়ালি আশার আলো' বিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয় ২০০৮ সালে, সেখান থেকে আজকের এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি দেওয়াল জানিয়ে দেয় যে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে গেলে কতটা পরিশ্রম প্রয়োজন। এখানকার ছাত্রীরাও ভীষণ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলেন। এদিনের বই প্রকাশ অনুষ্ঠান শুরু হয় বিদ্যালয়ের ছাদের

ছাদবাগানে আম গাছ রোপণের মাধ্যমে। তারপর বিদ্যালয় সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন পিয়ালি আশার আলো–র প্রতিষ্ঠাতা অনুপ গায়েন। অনুষ্ঠানের সূচক ভাষণ প্রদান করেন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন লেখক তথা গাঙচিল প্রকাশনার কর্ণধার অধীর বিশ্বাস। এমন প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ প্রকাশনার মালিক হয়েও বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছাত্রীদের মধ্যেই নিজের শৈশবকে খুঁজে পান তিনি। অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্য প্রদান করেন ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্যে সুন্দরবনের পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে একাধিক কথা উঠে আসে। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ভূগোলবিদ তথা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বরিষ্ঠ অধ্যাপক ড. মলয় মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শিক্ষক তথা 'দক্ষিণের সাঁকো' পত্রিকার সম্পাদক ড. স্বপন কুমার মণ্ডলের বক্তব্যে সুন্দরবন অঞ্চলের আবাদ পত্তন সময়কালীন ইতিহাসের কথা উঠে আসে গুরুত্বপূর্ণভাবে। অনুষ্ঠানের বক্তব্যের মাঝে পিয়ালি আশার আলো বিদ্যালয়ের ছাত্রী সুস্মিতা, সঞ্চিতা, ফাল্গুনী ও অন্যান্যদের নাচ, গান, যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনা ছিল বিশেষ নজরকাড়া। বইয়ের মলাট উন্মোচন পর্ব সমাপন হতেই অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় ভাগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্য বন আধিকারিক জয়ন্ত কুমার মল্লিকের মারিতো গণ্ডার লুটিতো ভাণ্ডার শিরোনামে সুন্দরবনে গণ্ডার বিলুপ্তি বিষয়ক আলোচনা ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানি ডঃ সৌরভ পালের সুন্দরবনের প্ল্যাঙ্কটন বিষয়ক পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সারাদিনের এই অনুষ্ঠান এতো সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল যে তা আগাগোড়াই মনোজ্ঞ ছিল। সুন্দরবন বিষয়ক জলের তলায় আস্ত আবাদ' গ্রন্থে যে সকল প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে তা ও এক কথায় অনবদ্য। সুন্দরবন চর্চার ক্ষেত্রে আগামি দিনেও বইটি বিশেষ সহায়কের ভূমিকা নেবে বলেই ধারণা করা যায়।

সুভাষ মিলন উৎসবে বাউল সম্মান

নিজস্ব সংবাদদাতা : নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে সুন্দরবন সংলগ্ন ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নেতাজি সুভাষ মিলন উৎসব ২০২৩ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে ২৪ জানুয়ারি হোডোডাঙা হবির মোড় সুন্দরবন সংলগ্ন ক্যানিং দক্ষিণ ২৪ পরগনা শহিদ আসফাকুল্লা মঞ্চে গুণীজন সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বহু গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তার মধ্যে খাজা আনোয়ার বেড় পূর্ব বর্ধমান জেলার বহুমুখী প্রতিভা ড: স্বপন দত্ত বাউলকে স্বর্ণ পদক ও কৃতী সম্মান প্রদান করা হয়। স্বর্ণ পদক ও মানপত্র শিল্পীর হাতে তুলে দেন রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অপরাধ তথ্য ব্যুরো অবর পরিদর্শক আমানল্লাহ

ঘরামী ও অনুষ্ঠানের কর্নধার আমানুল্লা মোল্লা। এই পুরস্কার প্রদান সম্পর্কে আমানুনল্লা মোল্লা বলেন ড: স্বপন দত্ত বাউলের বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে সমাজ সেবা আমাদের মুগ্ধ করেছে এবং বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন ও সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ, দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতি বার্তা, সমাজের নানা সমস্যায় বাউল গানে প্রতিবাদ ও সচেতন অনেক ক্ষেত্রেই সফলতা দেখেছি। তাছাড়া সুন্দরবনের নানা সমস্যায় তিনি নিঃস্বার্থভাবে ছুটে আসেন সুদূর পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে। তাঁর সমাজ সেবার আলোয় বহুমুখী প্রতিভা ও বাউল গানকে আলোকিত করতে দেখে রাহুল সেবা সোসাইটি ও ২৪ নিউজ সারাদিন এর পক্ষ থেকে যৌথ উদ্যোগে ডঃ স্বপন দত্ত বাউলকে স্বর্ণ পদক এবং কৃতি সম্মান প্রদান করা হয়। এ প্রসঙ্গে ড: স্বপন দত্ত বাউল বলেন, আমি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও স্বামী বিবেকানন্দ আদর্শে অনুপ্রাণিত। সুন্দরবনকে ও সুন্দরবনের মানুষদের আমি খুব ভালোবাসি। তাই তাদের এবং সুন্দরবনের সমাজের ও মানুষের জীবনের নানা সমাধানের লক্ষ্যে পাশে দাঁড়াতে ছুটে আসি, আজ নেতাজি সুভাষ মিলন উৎসবে আমি যে সম্মান পেলাম তা মাথায় তুলে নিলাম।

বর্ধমান মাতালেন ক্রিস গেইল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বের জনপ্রিয়তম ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটার ক্রিস গেইল ঝটিকা সফরে মাতিয়ে গেলেন বর্ধমান শহর। পূর্ব বর্ধমান জেলার অত্যন্ত আকর্ষণীয় 'রাজনন্দিনী টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০২৩' উপলক্ষ্যে ২৯ জানুয়ারি রবিবার বিশ্বের এই মারকুটে ব্যাটসম্যানের উপস্থিতিতে বর্ধমান শহর কার্যত জনসুনামি দেখল। এদিন শহরের বুকে মালির মাঠে আয়োজিত টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে দর্শকদের মধ্যে জাস্ট ঝড় বইয়ে দেওয়ার জন্যই ক্রিস গেইলের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁকে ঘিরে এদিন দুপুর থেকেই ময়দানের আশপাশে কার্যত তিল ধারনের জায়গা ছিল না। আর গেইল যখন হুডখোলা জিপে চড়ে দর্শকদের মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন তো চিঁড়ে-চ্যাপ্টা পরিস্থিতি। এদিন তিনি ঘণ্টা খানেক ধরে হাজার হাজার দর্শকের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ে সকলের মন জয় করে নিলেন। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট উপলক্ষ্যে অতীতে কপিল দেব, রাহুল দ্রাবিড়, হরভজন সিং, ব্রায়ান লারা প্রমুখ দিকপাল ক্রিকেটারদের উপস্থিতিতে বর্ধমানবাসী আবেগে ভেসেছিলেন। গেইল ঝড়ে সেই একই আবেগের এবারও কোনও অন্যথা হল না।

বৈদ্যবাটীতে নেতাজি ফুটবল কাপ

মলয় সুর : শীতের দুপুরে ২৩-২৬ জানুয়ারি বৈদ্যবাটী বিএস পার্ক মাঠে নেতাজির ১২৭ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজ্য সম্পাদক নরেন ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সারা ভারত যুব লীগ বৈদ্যবাটী কমিটি আয়োজিত নেতাজি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ৪টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করে খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রজাতন্ত্র দিবসের দিন ফাইনালে মুখোমুখি হয় বিএস পার্ক এবং চলমান সমিতি। প্রথমার্ধে দু'পক্ষেই বেশ কিছু আক্রমণ প্রতি আক্রমণে খেলা জমে ওঠে। প্রচুর দর্শকদের ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। খেলার দ্বিতীয়ার্ধে বিএস পার্কের শানু মুর্মু ২টি গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। শেষ মুহূর্তে বিএস পার্কের অবিনাশ নায়েক ৩-০ করে। চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিএস পার্ক নেতাজি কাপ সহ নগদ ১৫,০০০ টাকা এবং রানার্স চলমান সমিতি ১০,০০০ টাকা পায়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার সুদীপ চক্রবর্তী, বর্ষীয়ান ফুটবলার শ্যামাপদ কর্মকার সহ আরও অনেকে।

ছবি শুভদীপ দে

অধ্যায়ের সমাপ্তি, অজানা লোকে পরিমল

শুভদীপ ব্যানার্জী

ভারতীয় ফুটবল হারিয়েছে এক মহান শিল্পীকে। পরিমল দে এখন অতীত। রয়ে গিয়েছে তাঁর শিল্প। উইং থেকে কাট করে ভিতরে ঢুকে বিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে দেওয়া সেই ছবি

আজও অম্লান ষাটের দশকের ফুটবলপ্রেমী বাঙালির। গোলের সামনে যাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। সবুজ মাঠে বল নিয়ে আল্পনা দিতেন তিনি। বিপক্ষের ডিফেন্স সর্বদা চিন্তিত থাকত, এই বুঝি ঢুকে পড়ল জংলা। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পরও তিনি থেকে গিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের মণিকোঠায়। কিন্তু আজ জংলাহীন দেশের ফুটবল। কিন্তু তাঁর কীর্তি অমলিন ভারতের ফুটবল ইতিহাসে।

সত্তর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ভারতীয় ফুটবল আই লিগ দেখেনি, আইএসএল দেখেনি, এমনকি ফেডারেশন কাপও দেখেনি। তখন টিভিও ছিল না সবার বাড়িতে। তাই বিশ্বসেরা ফুটবলারদের ঝলকও ছিল অধরা। বাংলা তথা ভারত তখন পেলে, ববি মুর, গ্যারিঞ্চা, ববি চার্লটন, বেকেনবাওয়ার, পুসকাসদের নাম শুনেছিল। কিন্তু চক্ষু-কর্ণের মিলন তখনও হয়নি। ভারতীয়দের কাছে তখন নায়ক বলতে চুনী-বলরাম-পিকে-মান্নারা। এই সময় ৬০ দশকের শুরুতে ধুমকেতুর মতো আগমন পরিমল দের। যাকে কলকাতা ময়দান চিনত জংলা দা নামে। অসাধারণ রূপবান এই ফুটবলার আবির্ভাবেই হয়ে উঠলেন 'গ্ল্যামার বয়'। ভিনি-ভিডি-ভিসি পরিমল দের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াই যায়।

পরিমল দে তারার দেশে পাড়ি দিয়েছেন গত মঙ্গলবার রাত ১২.১৫ মিনিটে। অবসান হয়েছে এক বর্ণময় অধ্যায়ের। দুই বড় ক্লাবের ও জাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ফুটবলার পরিমল দে কসবায় নিজের বাড়িতেই ৮২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৪ বছর আগেই হারিয়েছিলেন স্ত্রীকে। এরপর থেকেই রোগে ভুগছিলেন পরিমল। অ্যালঝাইমারে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। পরে শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। প্রথম জীবনে খড়দায় থাকতেন পরিমল দে। সেখানেই তাঁর ফুটবলে হাতেখড়ি। খড়দা থেকে ভোরের ট্রেন ধরে শিয়ালদা। তারপর বাসে চেপে ময়দান। এই ভাবেই গায়ে ওঠে দুই প্রধানের জার্সি। পরবর্তীতে বাংলা ও জাতীয় দলেরও। অবসর জীবনে তিনি ছেলের সঙ্গে কসবার বাড়িতে চলে যান।

ময়দানে ফুটবল জীবন শুরু হয়েছিল বালি প্রতিভার জার্সি গায়ে ১৯৬২ সালে। সেই বছরই কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের জালে বল জড়িয়ে নজর কেড়ে নেন। পরের বছর তাঁকে সই করায় উয়াড়ি। নতুন ক্লাবে এসেও পারফরম্যান্স ছিল দুর্দান্ত। কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহমেডান- তিন বড় ক্লাবের বিরুদ্ধেই সেবার গোল করেছিলেন পরিমল দে। এরপরই নজরে পড়ে যান বড় ক্লাবের কর্তাদের। বাঘা সোমের হাত ধরে ১৯৬৪ সালে তাঁর গায়ে ওঠে লাল-হলুদ জার্সি। সেবার ইস্টবেঙ্গলে পরিমলের আসার পিছনে একটি কারণও ছিল। সেই সময় তুলসীদাস বলরাম ইস্টবেঙ্গল ছেড়ে চলে যান। ইনসাইড ফরোয়ার্ডে শূন্যতা তৈরি হয় পদ্মা পাড়ের ক্লাবে। সেই শূন্যতা পূরণ করার জন্যই বাঘা সোম পরিমলকে ইস্টবেঙ্গলে সই করান। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। লাল-হলুদ জার্সি গায়ে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় তুলে ধরেন পরিমল। ১৯৬৮ সালে তাঁর হাতেই ওঠে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়কের আর্মব্যান্ড।

১৯৬৪ থেকে টানা ছ'বছর ইস্টবেঙ্গলের নয়নের মণি জংলা খেলেছেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে। এরপর ১৯৭১ সালে ইস্টবেঙ্গল তাঁকে না রাখায় অভিমানী পরিমল যোগ দেন চিরপ্রতিপক্ষ মোহনবাগানে। দু'বছর সবুজ-মেরুন জার্সিতে কাটিয় ১৯৭৩ সালে ফিরে আসেন লাল-হলুদ শিবিরে। প্রিয় ক্লাবে খেলেই তিনি অবসর নিয়ে তুলে রাখেন বুট জোড়া। তবে দুই বড় ক্লাবেই দাপটের সঙ্গে খেললেও জংলা দের বেশি সাফল্য এসেছে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে।

পরিমলকে পদ্মা পাড়ের ক্লাবের সমর্থকরা চিরকাল মনে রাখবেন ১৯৭০ সালে আইএফএ শিল্ডের ফাইনালের জন্য। ইরানের পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে স্বপন সেনগুপ্তর করা সেন্টার থেকে তাঁর করা একমাত্র গোলেই শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। যদিও সেই ম্যাচে তিনি নেমেছিলেন পরিবর্ত হিসাবে।

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে জংলা করেছেন ৮৪টি গোল। হ্যাটট্রিক রয়েছে দু'টি। একটি জর্জ টেলিগ্রাফের বিরুদ্ধে, অপরটি হাওড়া ইউনিয়ানর বিপক্ষে। পরিমল দের মুকুটে একটা অনন্য কৃতিত্বও রয়েছে। ১৯৬৬ সালে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তিনি টানা ন'টি ম্যাচে গোল করেছিলেন। পাশাপাশি এই ক্লাবের হয়ে তিনি দু'বার কলকাতা লিগ, তিনবার আইএফএ শিল্ড, একবার ডুরান্ড কাপ, দু'বার রোভার্স কাপ জিতেছেন। এছাড়া একবার করে জিতেছেন নাগজি ট্রফি, বরদলুই ট্রফি ও চাকুল গোল্ড কাপ। শুধু লাল-হলুদ জার্সিতেই নয়, বাংলা এবং ভারতীয় দলেও পরিমল দে খেলেছেন দাপটের সঙ্গে। ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৯ পর্যন্ত তিনি টানা খেলেছেন বাংলার হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে। ১৯৬৮ সালে ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক থাকার পাশাপাশি বাংলার ক্যাপ্টেনও ছিলেন তিনি।

১৯৬৬ সালে মারাডেকা কাপে ভারতীয় দলের সদস্য ছিলেন তিনি। তাঁর গোলেই মারডেকায় দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছিল ভারত।

পরিমল দের মৃত্যুতে গোটা দেশ শোকস্তব্ধ। গোটা দেশ থেকে আসছে শোকবার্তা। তাঁর প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরিমল দেকে রাজ্য সরকার ২০১৮-১৯ সালে 'বাংলার গৌরব' সম্মান প্রদান করে। এছাড়া তিনি 'জীবনকৃতী'-সহ অজস্র সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

পরিমল দে আজ 'নেই লোকে'। কিন্তু তিনি রয়ে গিয়েছেন ফুটবলপ্রেমী বাঙালির মননে-চিন্তনে। ৭০ পার করা বৃদ্ধ নাতিকে নিয়ে মাঠে গেলেই বলবেন, 'জংলার মতো ডানদিক থেকে কাট করে ভিতরে ঢোক। ইনসাইড ডজে স্টপার কেটে গেলেই দেখে নে গোলকিপারের পজিশন।' তারপর আর কী? একটা গোল জংলা দা আপনি আছেন, তারা হলেও।

আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে সায়নী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে গ্রামবাংলার পরপর দাপট অব্যাহত। ঝাঁ চকচকে শহর কলকাতার বাইরে মফস্বলের একাধিক ব্যক্তির সাফল্য একের পর এক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ক্রীড়া মঞ্চের নজর কেড়ে নিয়েছে। আর এসব দেখে উজ্জীবিত নবীন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার স্বপ্নে বুঁদ। তাদের উৎসাহ আর উদ্দীপনাময় শোরগোলে সকাল-বিকাল গ্রামবাংলার ময়দানগুলি মুখরিত। ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে যাবতীয় হতাশার অবগুণ্ঠন। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া মঞ্চে এই মুহূর্তে পূর্ব বর্ধমান জেলার জয় জয়কার। এই মঞ্চে একাধিকবার সাফল্যের দিশারী কালনার জলপরী 'সায়নী দাস ও যোগকন্যা রামিশা দফাদার, কাটোয়ার অজয় কুমার মণ্ডল, দাঁইহাটের পরিতোষ সিকদার প্রমুখ। এই সকল ক্রীড়াব্যক্তিত্বের সাফল্যের আলো নজর কেড়েছে নবীন প্রজন্মের। বিশেষ করে 'সপ্তসিন্ধু' জয়ের লক্ষ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাঁতারু সায়নী দাসের সাফল্য তো রাজ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে। সায়নী দাস ইতিমধ্যেই

কলকাতায় অনুষ্ঠানে সায়নী দাসকে সম্বর্ধনা

ইংলিশ চ্যানেল সহ তিনটি চ্যানেল সাঁতরে অতিক্রম করেছেন। তিনি বর্তমানে বিশ্ব সাঁতারু জগতের নজরে। তাঁকে ঘিরে এই দেশের কোণায় কোণায় ক্রীড়ামহলে আগ্রহ বাড়ছে। একইসঙ্গে গ্রাম বাংলাজুড়ে তরুণ ও নবীন প্রজন্মের মধ্যেও তাঁকে কেন্দ্র করে প্রত্যাশার পারদ চড়ছে।

কালনার 'জলপরী' বিশ্বের কঠিন থেকে কঠিনতর মোট সাতটি চ্যানেল অর্থাৎ 'সপ্তসিন্ধু' একদিন জয় করতে সমর্থ হবেনই এমনটাই প্রত্যাশা করে গোটা দেশ। আর তাঁর এই দৃঢ়প্রত্যয়ী মনোভাবকে এবার কুর্নিশ জানাল 'মাদার টেরেসা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কমিটি'। তারা ২৩ জানুয়ারি কলকাতায় আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডস্থিত 'সেন্ট জেমস স্কুল অডিটোরিয়াম'-এ আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চে সায়নী দাসকে পুরস্কৃত করেছে। 'কালনার কিশোরী যোগকন্যা' রামিশা দফাদার তাঁর অনন্য সেরা পারফরম্যান্সে বিশ্ব যোগাসনের আসরকে একাধিকবার মাত করেছে। কাটোয়ার প্রবীণ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অজয়কুমার মণ্ডল এই বয়সেও আন্তর্জাতিক দৌড় প্রতিযোগিতার আসরে অংশগ্রহণ করে একাধিক পদক ছিনিয়ে এনে চমকে দিয়েছেন। সম্প্রতি, তিনি শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বোয় আয়োজিত মাস্টার অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৩ নামক দৌড় প্রতিযোগিতার আসরে অংশগ্রহণ করে একাধিক পদক জয় করেন। এই জেলারই দাঁইহাট শহরের যুবক পরিতোষ সিকদার বাংলাদেশে আয়োজিত ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসরে বিভিন্ন ইভেন্টে একাধিকবার অংশগ্রহণ করে অসংখ্য পদক ছিনিয়ে এনেছেন। গত নভেম্বর মাসে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর থেকে একাধিক পদক জয় করায় এলাকার নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে তাঁকে গণসম্বর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্যোগে নেওয়া হয়েছিল। প্রজাতন্ত্র দিবসে বিকিহাট লেকগার্ডেন্সে বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানে পরিতোষ দাসের হাতে মানপত্র তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত স্থানীয় কাউন্সিলর অমরেন্দ্রনাথ দাস, এলাকার অন্যতম প্রাক্তন ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কিশোর মণ্ডল, দাঁইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোহর দাস প্রমুখ বলেন, পরিতোষ দাস সমাজের গর্ব। ক্রীড়া ক্ষেত্রে তাঁর ধারাবাহিক সাফল্য দেখে নবীন প্রজন্ম খেলাধুলায় নিঃসন্দেহে উৎসাহ পাবে।

অন্যদিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা নেহরু যুব কেন্দ্র-এর উদ্যোগে এবং পূর্ব বর্ধমান জেলা স্পোর্টস অ্যান্ড ফিজিক্যাল কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন-এর সহযোগিতায় গত ২২ জানুয়ারি কাটোয়া কাশীশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়ে ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর বসেছিল। সেখানে জেলার তরুণ এবং নবীন প্রজন্মের দুই শতাধিক ছেলেমেয়ে বিভিন্ন ইভেন্টে নিজ নিজ প্রতিভাকে তুলে ধরে। আয়োজক সংস্থার পক্ষে সমর দাস বলেন, এদিনের প্রতিযোগিতায় উপস্থিত থেকে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করেন, জেলা নেহরু যুব কেন্দ্রের প্রোজেক্ট অফিসার সুজন ঠাকুর, কাটোয়ার অন্যতম ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব অজয়কুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী অমরচাঁদ কুণ্ডু, এলাকার কাউন্সিলর সুফল রাজোয়ার প্রমুখ। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তারকচন্দ্র দে।

ঈশান কোণে সিঁদুরে মেঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রিয় ক্রিকেট, আমাকে আর একটা সুযোগ দাও। মাস খানেক আগে এরকমই আবেগঘন ট্যুইট করেছিলেন করুন নায়ার। ভারতীয় ক্রিকেটে তাঁর করুণ দশার কথা আজ আর কারও অজানা নয়। প্রতিভার যেকোনও খামতি ছিল না, তার প্রমাণ মাঠেই দিয়েছেন তিনি। বীরেন্দ্র শেওয়াগের পর দ্বিতীয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে ত্রিশতরান হাঁকিয়েছিলেন করুন নায়ার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে। তারপর অস্ট্রেলিয়া সিরিজে নিজেকে সেভাবে মেলে ধরতে না পারার 'অপরাধে' দল থেকে বাদ। মাত্র ৬টি টেস্ট খেলা এই ভারতীয় ক্রিকেটারকে পরবর্তী প্রজন্ম যতই ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, রেকর্ড বুক কিন্তু তাঁকে অত সহজে ভুলতে দেবে না। গাভাসকার, শচীনদের মতো কিংবদন্তিরা যা পারেননি, তা করে দেখিয়েছেন কর্ণাটকের এই তরুণ। কিন্তু নির্বাচকদের অবহেলার আঘাতটা হয়তো তিনি নিতে পারেননি। আর তাই আজ ক্রিকেট বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছিটকে বহু দূরে গিয়েছেন ৩১ বছরের করুন।

হালফিলে ভারতীয় ক্রিকেটে যে ধরনের 'রমরমা' পরিস্থিতি, তাতে বহু ক্রিকেটার ঘরোয়া সার্কিটে ভালো পারফর্ম করেও জাতীয় দলে সুযোগ পাচ্ছেন না। পাওয়ার অবকাশও নেই। কারণ, করুনের তালিকায় নাম নাম লিখিয়ে ইতিমধ্যেই বসে রয়েছেন ঈশান কিষাণের মতো তরুণ প্রতিভারা।

যাঁরা শুধু ঘরোয়া ক্রিকেট নয়, জাতীয় দলের জার্সিতেও নিজেকে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু সিনিয়রদের জায়গা ছেড়ে দিতে গিয়ে তাঁদের ঠাঁই হয়েছে ড্রেসিংরুমে। একসময়ের দেশের বহু যুদ্ধের নায়করা এখন যতই ফর্ম হাতড়ে বেরাক না কেন, 'বড় নাম' বয়ে বেরানোর রীতি ভারতের যে বরাবরের।

গত বছর ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ওডিআইতে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন ঈশান কিষাণ। সিরিজের শেষ ওয়ানডেতে দ্বিশত রান করে বহু রেকর্ড নিজের করে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরের সিরিজে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে রোহিত ফিরতেই রাতারাতি ব্রাত্য হয়ে গেলেন ঝাড়খণ্ডে এই তরুণ তুর্কি। কখনও ঋষভ পন্থ তো কখনও আবার লোকেশ রাহুল, কখনও বা রোহিত, কারও না কারও ছায়ায় চাপা পড়ে থাকতে হচ্ছে বাঁহাতি উইকেটরক্ষক ব্যাটার ঈশানকে। সে যতই পন্থ বা রাহুল অফফর্মের মধ্যে দিয়ে যাক না কেন, যতই দেড় বছরের ওপর হিটম্যানের ব্যাটে সেঞ্চুরি খরা চলুক না কেন! অবশেষে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ঈশান সুযোগটা পেলেন অনেকটা পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো। গাড়ি দুর্ঘনায় পন্থ হাসপাতালে ভর্তি। পারিবারিক কারণে ছিলেন না রাহুলও। বাধ্য হয়ে উইকেটের পিছনে গ্লাভস হাতে দাঁড়ানোর গুরুদায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় ঈশানের কাঁধে। কিন্তু তরুণ প্রজন্মকে নিজের জায়গা ছাড়েননি রোহিত। শুভমন গিলের সঙ্গে ইনিংসের সূচনা করতে দেখা গিয়েছে তাঁকেই। ঈশানের জায়গা হল চারে। ঘরোয়া ক্রিকেটেও যে পজিশনে কখনও ব্যাট করতে নামেননি তিনি। বেমানান পরিস্থিতিতে ২৪ বছরের একটা ছেলের থেকে হঠাৎ চমকের আশা করাটাও ভুল। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থ হয়েছেন ঈশান। শাস্তিস্বরূপ, রাহুল বা পন্থ ফিরলে হয়তো ফের ডাগআউট জায়গা হবে তাঁর। আসলে ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও যখন মেলে না, তখন ব্যর্থতার চোরাগলিতে হারিয়ে যাওয়াটাও অবান্তর কিছু নয়। আর এভাবেই হয়তো করুনের মতো একদিন ক্রিকেটের বৃত্ত থেকেই হারিয়ে যাবে ঈশান কিষাণের নাম। আসলে ভারতীয় ক্রিকেটে নির্বাচন মানেই ঘর পোড়া গোরু, তাই সিঁদুরে মেঘ দেখলেই মনে ভয়ের সঞ্চার হতে বাধ্য।

জানা-অজানা সফরে

একদিনে মন্দির নগরী অম্বিকা-কালনা

নির্মল গোস্বামী

কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিমি দূরত্বে পূর্ব বর্ধমানের মন্দির নগরী অম্বিকা কালনা থেকে সহজেই ঘুরে আসা যায় একদিনে।

প্রাচীন কালে অম্বা নামে নদী বন্দর ছিল এখানে। সেই থেকে অম্বিকা নগরীর নামকরণ। অনেকের মতে অম্ব ঋষির নামের সূত্রে অম্বিকা নগরীর নাম এসেছে।

অম্বিকা কালনায় রয়েছে বিখ্যাত ১০৮টি শিব মন্দির। সম কেন্দ্রীয় দুটি বৃত্তে ছিল শিব মন্দির স্থাপনা করা হয়েছে। বড় বৃত্তে ৭৮টি এবং ছোট বৃত্তে ৩৪টি মন্দির আছে। বড় বৃত্তে প্রতিটা মন্দিরে

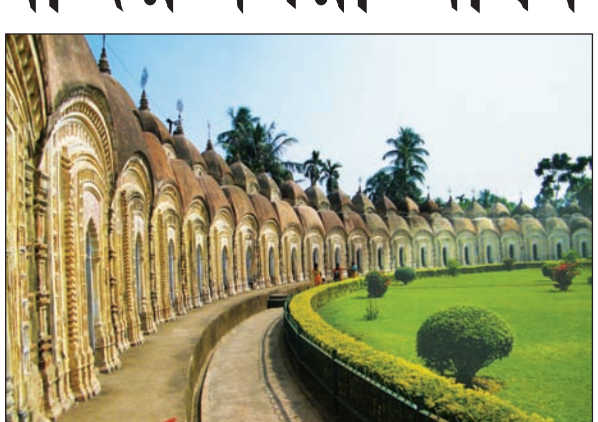

কালো শিবলিঙ্গ ও পরেরটিতে সাদা শিবলিঙ্গ আছে। ছোট বৃত্তে প্রতিটি মন্দির সাদা শিব লিঙ্গ আছে। প্রতিটা শিব উত্তরমুখী। পৃথিবী ঘোরার দিগ নির্দেশ করে বসানো হয়েছে। এর গঠন শৈলি নেওয়া হয়েছে ১০৮টা রুদ্রাক্ষ জপমালা থেকে। এই মন্দিরগুলির গঠন বৈশিষ্টে জ্যামিতিক মাপজোকের নিঁখুত প্রয়োগে বিস্মিত হতে হয়। ছোট মন্দির বৃত্তের মাঝখানে একটি কুয়ো আছে সেই কুয়োর জলে ৩৪টা মন্দিরের প্রতিবিম্ব পড়ে। এই মন্দিরকে নব কৈলাশ মন্দির বলে।

শিব মন্দির দেখার পর রাজবাড়ি চৌহদ্দিতে সহজেই ঢুকে পড়া যায়। রাজবাড়ি প্রাঙ্গণের ডান দিকে শৌচালয় এবং পানীয় জলের সুব্যবস্থা আছে। আছে রাজাদের ব্যবহৃত একটি কামান। সুন্দর ফুলের বাগান। বামদিকে প্রথমেই পড়বে প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির। রাজা প্রতাপ সিং এই মন্দিরটি নির্মান করেন। রেখ দেউল নির্মাণশৈলীতে নির্মিত এক চূড়া মন্দির। এই মন্দির গাত্রে অপূর্ব টেরাকোটার শিল্প কাজ দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

এরপর পড়বে রাস মঞ্চ। খোলা ছাদ কিন্তু অপূর্ব নির্মাণশৈলি। এটা ইউরোপীয় গথিক স্থাপত্যের কথা মনে করে দেয়। এর অদূরে বাম দিকে পড়বে লালজি মন্দির। মহারাজ কীর্তিচাঁদের মাতা ব্রজ কিশোরী দেবী তাঁর বৃন্দাবন যাত্রা স্মরণে ১৭৪৯ সালে এই ২৫ চূড়া বিশিষ্ট মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের নিত্য ভোগ হয়। এখানে দর্শকরা প্রসাদগ্রহণ করতে পারে। কথা প্রসঙ্গে পূজারী জানালেন যে ভারত সরকারের পুরাতত্ব বিভাগ এই সব সম্পত্তি অধিগ্রহণ করলে ও দেব সেবার জন্য বা সেবাইতদের জন্য একটা পয়সাও দেয় না। এখানকার প্রতিটি মন্দিরেই অপূর্ব টেরাকোটার কাজ। লালজী মন্দিরের আগে আছে

গোবর্দ্ধন মন্দির। পাহাড়ের আদলে মন্দিরের ছাদ। এই রকম নির্মাণ শৈলী ভারতবর্ষে আর কোথাও দেখা যায় না। এবার ডানদিকে পড়বে রূপেশ্বর পঞ্চরত্ন মন্দির। পর পর পাঁচটি শিবমন্দির। বাইরের ১০৮টা শিব মন্দিরের আদলেই নির্মিত।

ডানদিকে একটা ছোট ফটক পার হয়ে যেতে হবে কৃষ্ণচন্দ্র মন্দিরে। এই মন্দিরটি উঁচু প্রাচীর বেষ্টির ২৫ চূড়া যুক্ত মন্দির। মানুষ সমান উঁচু ভিতের উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এখানেও রাধাকৃষ্ণ মূর্তির নিত্য ভোগরাগ হয়। ছায়া ঘেরা মন্দির প্রাঙ্গণে দুদণ্ড বিশ্রাম নেওয়া যায় নিঃশব্দ দৈব পরিবেশে। বেশি চিৎকার চেঁচামেচি করলে বড় গোঁফওয়ালা রাজার পেয়াদা লাঠি হাতে এসে আপনাকে বারণ করবে।

রাজঅঙ্গন থেকে বের হয়ে একটু দূরে কালনার বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির। খুব জাগ্রত এই মন্দির। মহারাজ চিত্র সেন ১৭৫১ সালে এটি নির্মান করেন। এছাড়াও বিখ্যাত সাধক ভবা পাগলার আশ্রম দেখার সুযোগ আছে। এখানেও আহারের ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবদের গৌর-নিতাই মন্দিরও দর্শনীয় স্থান। অম্বিকা-কালনায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বিখ্যাত মাতৃসাধক কমলাকান্ত। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের পদ স্পর্শে ধন্য হয়েছে কালনা। সবশেষে মধুরেণু সমাপয়েত করতে হলে কালনার বিখ্যাত ক্ষীরপুলি ও ছানা মুরকি চেখে দেখতে হবে।

কীভাবে যাবেন

শিয়ালদহ থেকে কাটোয়া লোকালে বা হাওড়া থেকে কালনায় যাওয়া যা। আর নিজস্ব গাড়িতে আড়াই থেকে ৩ ঘণ্টায় দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে অথবা ডানকুনি থেকে পুরোনো জিটি রোড ধরে সহজেই পৌঁছোনো যায় অম্বিকা কালনায়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com